ঋতু বর্ণনচ্ছলে

গ্রন্থের সূচনা।

কৈলাস পর্ব্বতের প্রথম শৃঙ্গে প্রচণ্ড গ্রীষ্মোত্তাপে সর্ব্বদা উত্তাপিত রূপে বায়ু বহন হইতেছে, ও চতুর্দ্দিকের নির্ঝর জলাশয় সকল শুষ্ক প্রায় হইয়া মকরমৎস্য মীনাদি অতি দীন ভাবে অবস্থান করিতেছে, ও মণ্ডূক মণ্ডলী কুপিত ফণিফণার নিম্নগা হইয়া রহিয়াছে, ও হরিণী, করিণী, যাবৎ নিবিড় লতা বনাশ্রয়ে প্রাণ ধারণ করিতেছে, ও দারুণ ভাস্কর কিরণোত্তাপিত জাতি, জুতি, মল্লিকা, মালতি, ও চম্পক প্রভৃতি নলিনীদল মলিন মুখী হইয়া চন্দ্র কিরণের মুখ নিরীক্ষণে রহিয়াছেন, ও প্রাণী সকল সুশীতল জল মিশ্রিত মলয়া সার সর্ব্বাঙ্গে লেপন করণ পূর্ব্বক ও তাল বৃন্ত ব্যজনে দেহ শীতলাশা করিতেছেন, ও সর্ব্বদা পিপাসা বিরহিত জনগণের জিহ্বা শুষ্ক প্রায় হইতেছে, ও প্রিয়া সঙ্গে প্রিয় কথা কথন পরিশ্রমে দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে, এবম্ভূত নিদাঘ সংযোগে সংযোগিগণ, সর্ব্বদা নির্জ্জন প্রার্থনা করিতেছেন। এতদ্রূপ গ্রীষ্মঋতুর রাজ্য দর্শনানন্তর, দ্বিতীয় শৃঙ্গের নভোমণ্ডলে প্রবল মারুত সহকারে চাতকিনীগণের জীবন ধন, নব ঘন ঘন ঘন গর্জ্জমান হইয়া চতুর্দ্দিক্ ঘেরিত হইতেছে, ও ঐ মেঘের দুর দুর শব্দে যুবতীগণের বক্ষঃ গুর গুর করিয়া মন উল্লাসিত হইতেছে, ও সেই নবীন নীরদ নিরীক্ষণে, মর্ত্তিত শিখিগণ নৃত্তিত হইতেছে। অপর, কুহু যামিনী সম দামিনী দমকিত হইয়া, ঘন ঘন বজ্র পতন ও শীলা বর্ষণ এবং বিদ্যুতের চকমকি ও কর্দ্দম পাণি পানে ভেকগণের মকমকি

শুনিয়া বনপ্রিয়গণ মনঃপ্রিয়রব শূন্য হইয়াছে, এবং কেতকী কাননে পুষ্পরেণু মর্দ্দনে ভ্রমরগণের শোভা দর্শনে প্লাবিত জলাশয় সকলের কুমুদ কহ্লার ইন্দীবরাদি কমলিনীগণ উৎকর্ষা বর্ষা ঋতুর ক্রোড়ে বসিয়া হাস্য করিতেছেন, ও দূর-বাসি জনগণ স্ববাসে পত্নী সহবাসে সুখাবেশে মনোনিবেশ করিতেছেন, এতাবৎ যাবৎ দর্শন করণ পূর্ব্বক, তৃতীয় শৃঙ্গে শুভ্র গগনমণ্ডলে ঘোর ঘনাপগমে বীর্য্য হীন ঘোর শব্দে সুবাত ভরে সৌদামিনী ক্রোড়ে লইয়া কাদম্বিনী ক্ষণে ক্ষণে উদিতা হইতেছে, এবং রজনীযোগে উৎফুল্লিত শরৎ চন্দ্রকিরণ বিকীর্ণনে যেন কুসুম কামিনীগণের মুখ চুম্বন করিতেছেন, তদ্দর্শনে অভিমানে ম্রিয়মাণ হইয়া শেফালিকাকুল ভূতলে পতিতা হইতেছেন, ও স্বপত্নী যামিনীগন্ধা সন্ধান পাইয়া আপন সৌরভ দূতী প্রেরণে যেন বিরাজিত দ্বিজ রাজকে আহ্বান করিতেছেন, ও সুরধনীর প্রবাহধ্বনী শুনিয়া, শুভ্র রাজহংসশ্রেণী ও কলহংস মালা স্রোতবাহিনী হইয়া নয়নানন্দ কারিণী হইতেছে, ইতি যাবৎ শুক্ল দর্শনে সেই কলঙ্কিনী কাদম্বিনী ঘন ঘন বৃষ্টিচ্ছলে ক্রন্দন করিতেছে, ও এই সুখকর শরৎকালে শারদীয়া পূজাচ্ছলে প্রমোদিনীগণ আমোদিনী হইয়া, নানা বেশ ভূষায় বিভূষিত হইতেছেন, এতচ্ছরৎ ঋতুর সুখ সমৃদ্ধি অবলোকন পূর্ব্বক, চতুর্থ শৃঙ্গে আকাশাসনে নীলাভা বিকাশনে উড্ডীয়মান পক্ষী সকলের কিবা শোভা প্রকাশ পাইতেছে, ও সুস্থির অনিলে মতি স্থির যুবতীগণের নীলাম্বর অতি স্থির রহিয়াছে, ও চতুর্দ্দিকে কমনীয় কুন্দকলিকা সকল রমণীয়া রমণীগণের দন্ত পংক্তি সম দীপ্তি পাইতেছে, ও সুবর্ণবর্ণা অতসি কুসুম

সকলে প্রণয়াসিনী সুবিলাসিনীগণের কর্ণ ভুষণের ন্যায় সুশোভন হইতেছে, ও চতুর্দ্দিকে নীল অপরাজিতা সকল কিশোরী বয়সীগণের কেশ বিন্যাসের ন্যায় সুবেশিত রহিয়াছে, ও সুরঙ্গ রঙ্গণাবলি দর্শনে সিমন্তিনীগণের সিমন্ত জ্ঞান হইতেছে, ও আন্দোলিত কোকনদ সকল যেন গজেন্দ্র গামিনীগণের অলক্ত রসযুক্ত সুবিনোদ পদ বিন্যাস হইতেছে, ও বকপুষ্প সকল বিকসিত বঙ্কিমভাবে নবীনাগণের নূপুরাশা করিতেছে, বিশেষ এই হেমন্ত ঋতুর নীহার নিরীক্ষণে বিহার আকিঞ্চনে প্রাণী সকল ব্যাকুল হইতেছে। এতদ্দর্শনানন্তর পঞ্চম শৃঙ্গে শিশির ঋতুর নিশির শেষে কুহলিকাকুলে আকুল করিতেছে, ও বসন্ত কালোন্মুখে বিরহিণীগণের অশ্রু পতন সম বৃক্ষশাখা হইতে যেন মুক্তা হারের ন্যায় নীহার পরিহার হইতেছে, ও ঐ শিশির নিশির শেষে কামিনী কুলের কমলানন ও নলিনী কুলের কোমলানন শিশির ভয়ে মলিন ও অপ্রফুল্ল হইতেছে, এবং গাঢ় হিমোদয়ে গাঢ় আলিঙ্গন প্রয়োজনে সুবিলাসিনীগণ ব্যাকুলিনী হইয়া সর্ব্বদা সম্মোহনকে স্বপ্ন দর্শন করিতেছেন। এতৎ পঞ্চ শৃঙ্গে পঞ্চ ঋতু রাজধানী দর্শনানন্তর, বসন্তে কান্তাগণের প্রশান্তা মূর্ত্তি দর্শনে, শোক বিরহ অশোক, কিংশুক, চন্দন, চম্পক, পুন্নাগ, নাগকেশর, ও পীতঝিণ্টী, পলাশ, কাঞ্চন প্রভৃতি লাঞ্ছন ভাবে, বিকসিত হইয়া দিগ দিগ নানা দিগ শোভা করিতেছে ও লতাচ্ছলে অতি উচ্চাশ্রয়ে মাধবীলতা মালতিলতা গন্ধবহযোগে মনস্বিনীগণের মন হরণ করিতেছে, ও কামিনীগণের কুঞ্চলিকা উৎফুল্লিকাকারী মন্দ মন্দ সুমন্দ সমীরণ, কেবল পতি ক্রোড়স্থাগণের অবগুণ্ঠন উত্তোলন করিতেছে

ও বনপ্রিয়গণের প্রিয় রবে যেন প্রিয়তমাগণের মন প্রিয়-গণকে আহ্বান করিতেছে, ও শারী, শুক মুখে, সুখে মুখার্পণ করত যেন কুটিল কুন্তলাগণের মর্ম্ম বেদনা স্মরণ করিয়া দিতে-ছেন, ও নির্দ্বন্দ্ব মকরন্দ আশে, অঙ্গ অবশে, গুন গুন ভাষে, অলিকুল ব্যাকুল হইয়া সরোজিনীগণের স্মরণে পশিতেছেন, ও বিয়োগিনী মলিনীগণ রজনীযোগে, রতি সদন মদন বদন স্বপ্ন দর্শন করিতেছেন এবম্ভূত কামদূত সৈন্য সামন্ত ও বিরহ মন্ত্রি সহ শান্ত, অশান্তকারী বসন্ত স্বয়ং, সেই রাজধানীর হৃদয় শৃঙ্গ নামক যড় শিখরের রত্নময় মনোমঞ্চ, নিজ মস্তক কেশে নিমুঞ্চন করিতেছিলেন, এমৎকালে, ভগবতী পরমা প্রকৃতি পার্ব্বতী গিরিজা গিরিশ জায়া, জয়া বিজয়া সঙ্গে, ঐ রত্ন বেদি-কায় সুখাসীন হইলেন যখন, তখন দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি, ও অসুরগণ স্তব বৃষ্টি করিয়াছিলেন। এতদ্যাবৎ আশ্চর্য্য দর্শনে, জয়া সম্বরণে অশক্তা হইয়া, মহাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, মাতা, এতদ্দর্শিত সকলের কৌশল কর্ত্তা কে আ-মাকে আজ্ঞা করুন্, এতদাকর্ণনে গিরিজা হাস্যাস্যে কহিয়া-ছিলেন, দেবি, এতৎ কৌশল কর্ত্তা কাল, কালেই সৃজন, পালন, সুখ, দুঃখাদি লয় হইয়া থাকে। যাহা পুরাকালে, নন্দীর প্রতি মহাকালের উপদেশ হইয়াছিল। যথা——

গ্রন্থারম্ভ।

পুরাকালে একদা গন্ধমাদন পর্ব্বতে, সর্ব্ব সুখ সত্ত্বে ঔদাস্য চিত্তে, সুতাসুত নামে এক গন্ধর্ব্ব, অতি দুঃখিত মতি ও অস্থৈর্য্য গতিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমৎকালে

তুলসী কণ্ঠিকণ্ঠে, সর্ব্বাঙ্গে হরি নামাঙ্কিত, হরি-পরায়ণ দয়াদ্র-চিত্ত পরম পবিত্র পুরুষ, বিষ্ণুগণ এক জন বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন কালে, ঐ দুর্দ্দশান্বিত গন্ধর্ব্বকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অহো গন্ধর্ব্ব! তোমার এতদ্গতির বীজ কি বল? গন্ধর্ব্ব তদ্ধেয়জ্ঞানে কিছুই কহিল না, তথাচ ঐ পুরুষ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে গন্ধর্ব্ব বর! কহ, কি অপ্রকাশ্য মনো বেদনায় তোমার মনের এতদ্রূপ গতি হইয়াছে, এতদাকর্ণনে গন্ধর্ব্ব মনে করিলেন যে, ইনি কোন মহদ্ব্যক্তি হইবেন, নতুবা এবম্প্রকার পরদুঃখে দুঃখিত জন অতি বিরল, অতএব অস্মন্মনোবৃত্তি ইঁহাকেই কথনোচিত বিবেচনায় গন্ধর্ব্ব নম্র বচনে মনোগত কথনে প্রবৃত্ত হইলেন। এমত সময় তদ্রূপ আর এক ব্যক্তি ক্ষিপ্তের ন্যায় তত্রাগত হইলে, তদ্দর্শনে গন্ধর্ব্ব, আসুন আসুন বলিয়া অতি সমাদর পূর্ব্বক নিজ পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন, তদীক্ষণে ঐ বিষ্ণুগণ মনে মনে অতি চমৎকার মানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে গন্ধর্ব্ব! ইনি আবার কে আইলেন? গন্ধর্ব্ব কহিলেন, মহাশয়! ইনিও অস্মন্ন্যায় ভাগ্যহীন এক জন, ইঁহার কন্যাটী অস্মৎ পুত্রবৎ নিউদ্দেশ হইয়াছেন তচ্ছ্রবণে গণ কহিলেন, ভাল ভাল, অগ্রে তোমাদের মনো বার্ত্তা বিস্তার রূপে ব্যক্ত কর, পশ্চাৎ যথা কর্ত্তব্য বক্তব্য হইবে। এতদাকর্ণনে গন্ধর্ব্বদ্বয় মধ্যে, প্রথম ব্যক্তি সাতিশয় কাতরে নিবেদিতে লাগিলেন যথা।——

মহাশয়! ধবলাগিরির উত্তর ভাগে চতুর্দ্দিকে চতুর্যোজন পরিসর বদ্ধ হীমরাশি মধ্যে এক চতুষ্কোণ যুক্ত যোজন পরিমিত আয়ত, নিম্নে পাতালাবধি, উর্দ্ধে নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত এক

জ্যোতিঃস্তম্ভাভ্যন্তরে বৈশ্য নর কর্ত্তৃক যল্লিঙ্গ স্থাপিত আছেন, তল্লিঙ্গ পূজনার্থে নিত্য অনুদিতকালে অস্মদাত্মজ গমন করিতেন, এবং শ্রুত আছি যে, অস্মৎ পার্শ্বস্থ বন্ধু কন্যাটিও কথনানুরূপ অর্চ্চনার্থে গমন করিতেন অদ্য বৎসরাবধি হইল, অস্মদুভয়েই সেই প্রাণ প্রতিমা সন্তানগণ বিচ্ছেদে ব্যাকুলান্তঃকরণে যত্র তত্র ভ্রমণ করিয়া থাকি অদ্য অস্মদাদির সৌভাগ্য বশতঃ আপনকার সহিত সাক্ষাৎলাভ হইয়াছে, যদি আপনি উপায় করতঃ অস্মদাদিকে ক্রীতদাসের ন্যায় রক্ষা করেন, তবে অস্মদাদির জীবন সার্থক হয়, এতদ্বিনয় বাক্য শ্রবণে বিষ্ণুগণ কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! যদিও এতদ্বিস্তার কথনে মদ্জিহ্বা সক্ষম বটেন, কিন্তু অস্মদবকাশাভাব, অতএব আপনারা এই স্থলে অদ্য অবস্থান করুণ, কল্য ইহার নিগুঢ় বৃত্তান্ত বিদিত হইবেন বলিয়া গণ তদ্দিন গমন করিলেন। পর দিন প্রত্যুষ সময়ে ললাটে দীর্ঘ ফোঁটা, অতি লম্বিত জটা, গলায় রুদ্রাক্ষ পাটা ও ভস্মাচ্ছাদনে শরীর শুভ্র ঘটা সমভিব্যাহারে বিষ্ণুগণ তত্রাগত হইয়া কহিলেন হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! যুস্মদদৃষ্টাধীন এতৎসর্ব্বজ্ঞ যোগিবর শিবগণ মহাশয়কে সমভিব্যাহারে আনীত হইয়াছে, এতন্মহাত্মার মুখনির্গলিত যাবৎ বিদিত হইয়া চরিতার্থ হইবেন বলিয়া বিষ্ণুগণ বিষ্ণু লোকে গমন করিলেন।

শিবগণোক্তি।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! যদি তোমাদের পুত্র কন্যার বক্ষমাণ সুখ দুঃখ শ্রবণে হর্ষ বা বিষাদ না হও, সমন মনে শ্রবণ কর,

তবেই আমি কথনক্ষম হইব, নচেৎ বিরত হইব। তদুত্তরে গন্ধর্ব্বদ্বয় কহিলেন, মহাশয়! শ্রবণ কালে কাতরাকাতর হইলে কোন ফল দর্শিবেক না। ইতি নিশ্চিতজ্ঞানে আপনকার উপদেশানুসারে সুস্থ চিত্তে মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিব, কৃপা করতঃ কথনাজ্ঞা হউক এতচ্ছ্রবণে আনন্দমনে উপবেশন পূর্ব্বক শিবগণ কথনারম্ভ করিলেন যথা।—সেই ধবলা চলের উত্তরাংশে হিম স্তম্ভাভ্যন্তরে যে জ্যোতীশ্বর পূজনে নিত্য তোমাদের সন্তান সন্ততি উভয়াগোচরে উভয়ে গমন করিতেন, কিন্তু তদুভয় গমনীয় পথি মধ্যে অর্থাৎ ধুণ্ডি নামক কন্দরে, প্রমথ গণসমাজে বিশাল কর্পূর নামে ভৈরব, শিবোক্তি বিঘ্নহরণ, বিঘ্নরাজ রহস্য নিত্যাবৃত্তি করিতেন, তচ্ছ্রবণে যুস্মদের সন্তানগণের এতদ্রূপ গতি হইয়াছে। এতদাকর্ণনে গন্ধর্ব্বদ্বয় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! সেই গণপতি রহস্য কীদৃশ, ও তচ্ছ্রবণেই বা কি ফলোদয় হইয়া থাকে, তৎ কথনে অস্মদকে কৃতার্থ করুণ, এতৎকথনোত্তরে শিবগণ কহিতে লাগিলেন, হে বিজ্ঞ গন্ধর্ব্বদ্বয়! উক্ত গণ রহস্য অতি চমৎকার, কিন্তু তদ্বিস্তার কথনে বিস্তর কাল সাধ্য, অতএব যুস্মদীয় কার্য্যোপযোগী সংক্ষেপাখ্যান বলি শ্রবণ কর, বলিয়া কহিতে লাগিলেন।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! যৎকালে মহারাজ দিব দাসের ও মন্দর পর্ব্বতের ঘোরতর কঠোর তপস্যা ফলবতী হইল। তত্তপস্যার ফলদাতা শ্রীবিশ্বেশ্বর। ফল প্রদানচ্ছলে আপন আদের জীব নির্ব্বাণ বারানশী, রাজা দিব প্রতি অর্পণ করিয়া কাশীনাথ কাশী বিরহে অনাথ প্রায় মহাক্ষোভে ক্ষোভিত চিত্তে মন্দর

কন্দরবাসী হইয়াছিলেন। তৎকালে পুত্র গণপতি স্বগণ সহ পিতাদেব দেবকে দর্শনার্থে বিমানারূঢ় হইয়া গমন কালে শ্বেত দ্বীপের সরসিজ পর্ব্বতের পূর্ব্ব পার্শ্বে পুন্যদায়িনী তলা-তল নাম্নি তটিনী তটে, ইন্দীবর দলাসনা ইন্দীবর বিভূষণা, ইন্দীবর ত্রিনয়না, ইন্দীবর কলিকাস্তনা, সুবর্ণ বর্ণা কটী ক্ষীণা, নবীনা, প্রফুল্ল হাস্যাননা, দ্বিভুজা দিগ্‌বসনা, অভয় বরকরা চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন পদধরা, পরিচারিণী রাগিনীগণ বেষ্টিতা, পতিভাবে গণপতি আরাধনা করিতেছিলেন। একে তিমির নাশিনী, বিশেষ তপতেজে তেজস্বিনী, ধ্যান ধারিণী, মুদিত-নয়নী, তপাসনে উপবেশনীকে দর্শন করিয়া, বিঘ্নরাজ উদ্বিগ্ন মনে গমন করনানন্তর শিব চরণ বন্দন করন পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন যখন, তখন সেই নিষ্কামী সর্ব্বান্তর্যামী পরম যোগি-বর পুত্রের মনের ভাব বুঝিয়া, সেই তপস্বিনী মহাদেবী সিদ্ধ বিদ্যার স্তব কবচাদি ধ্যান ধারন প্রভৃতি, পুত্রগণকে প্রদান করিলেন তদ্বধি বিনায়ক ঐ সিদ্ধ বিদ্যা লাভে কৌতুক ক্রিয়ায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন বিস্তার গ্রন্থের শেষকল্পে ফল শ্রুতিতে এক পক্ষ শ্রবণ করিলে স্ত্রীগণ সৌভাগ্যান্বিতা পরম সুপুরুষ সৎপতি, অন্তে উত্তম গতি এবং পুং শ্রবণে বিশাল রাজ্য, বিশালবীর্য্য, সুন্দর কলেবর এবং পরম পবিত্রা রূপ-বতী স্ত্রী লাভ করে ইত্যাদি।

গণোক্তি।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! এতজ্জগন্তী মধ্যে কালই কর্ত্তা জানিবে, সেই কাল কর্ত্তৃক যন্ত্রবনীয় তদ্ঘাটনীয়ই হইয়া থাকে, দেখ

জনন, মরন, সুখ দুঃখাদি মঙ্গলামঙ্গল জনের আকিঞ্চনে কিছুই হয় না, কালোদয়ে হইয়া থাকে, সেই কালোদয়ে তোমাদের সন্তানদ্বয়ের গন্ত্রীয়া পথি মধ্যে এক পক্ষ উক্ত গণ রহস্য শ্রবণানন্তর শেষ দিন নিয়মিত শিব পূজনার্থে গমন করিলে, কাল নিবন্ধনাধীন, তদ্দিন ঐ যুবক যুবতী এককালেই মন্দিরস্থ হইয়া উভয় রূপ লাবণ্য উভয়ে দর্শন করিয়া, উভয়েই মোহিত প্রায় ও মন উলুত প্লুত হইয়া শিব পূজায় ব্যাঘাত জন্মিলে, উভয়েই শিব শাঁপিত হইলেন যখন, তখন উভয়েই বহু বিনয় বহু স্তব ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে দয়াময়ের দয়ার উদ্রেক হইলে নিজ ভক্তদ্বয়কে ব্যোম বাণিতে কথিত হইয়াছিল যথা।—যুস্মদের কায়দ্বয় অত্র রক্ষণ পূর্ব্বক গমন কর দশম যুগ মনুষ্য দেহ ভোগান্তে এতদ্দেহে নির্ব্বাণত্ব লাভ করিবে এতচ্ছ্রবণে যুবক যুবতী অতি ক্ষুন্নমতি হইয়া তত্রকায়দ্বয় রক্ষণ পূর্ব্বক উভয়ে শূন্যগা হইলেন, ইত্যাদি শ্রবনান্তে গন্ধর্ব্বদ্বয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়! তদনন্তর তদুভয়ে কোন স্থানে কি প্রকারে কাল হরণ করিলেন, দয়া বিস্তারে কথনাজ্ঞা হউক।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! সেই অনির্ব্বচনীয় কাল শক্তিতে যৎকালে যে স্থানে যে প্রকারে যুস্মদাত্মজগণের শুভাশুভ ঘটনা হইয়াছিল তচ্ছ্রবণ কর, বলিয়া কহিতে লাগিলেন, এতদবনীমণ্ডল মধ্যে এক বিশাল কুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় বালক রাজ্যাভিলাষী হইয়া মহাকালের ঘোরতর কঠোরারাধনা করণ পূর্ব্বক আসমুদ্র এক বৃহদ্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, যথা—পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ দিকে ইয়ত্তাভাব পাথার যুক্ত অতি গভীর নীর খরতর

বেগে তীর সকল থর থর করিতেছে, ও মহা তরঙ্গে তরঙ্গিত যদ্দর্শনে নাবিক সকল অতি আতঙ্গিত হইয়া থাকে এবং নব মেঘাকার উদকাকার মধ্যে বৃহৎকায় মকর মৎস্য কুম্ভীরাদি তৃমিঙ্গিল ও রাঘব পর্য্যন্ত ভয়ানক নক্ররাজ সকলে পরিপুরিত মহোদধি, যদ্বারা দেশ বিদেশীয় দ্রব্যাদি বহন করণ পূর্ব্বক বৃহ-দর্ণবযান সর্ব্বদাই মহাবেগে গতিবিতি করিয়া থাকে বিশেষতঃ ঐ মহা সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে দ্বীপ উপদ্বীপ ও মহাদ্বীপ সকলের কোন কোন দ্বীপে বিশাল বৃক্ষ সকলের শাখোপরি শাখামৃগ ও মর্কটাদি এবং বৃহৎকায় পক্ষী সকল ও কোন দ্বীপে সিংহ শার্দ্দুল তুরঙ্গ মাতঙ্গভুজঙ্গ পতঙ্গাদি অনেক ও কোন বত্তিস্থ বি-পুলকায় তাম্রবর্ণ ঊর্দ্ধ্ব কেশ কোটরাক্ষ লম্বিত দন্ত বিস্তার বদন বৃহদোদর বিকটাকার সর্ব্বমাংসভুক ও কোন দ্বীপে কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চ কেশ লোম জাঙ্গ বিকৃতি নরাকৃতি কোথাও বল্কলাবৃত ও কোথাও উলঙ্গ পশ্ব্যাদির মাংসাহারী আরণ্য বিহারী আ-রণ্য মানবাখ্যা অনাবৃতবাসে বাসিত রহিয়াছে। এতদ্রূপ মহা সমুদ্র মধ্যে নদ কদম্ব তটীন্যাদি সকলেই মহা প্রবাহিত হইয়া দুর্দ্দন্ত বেগে প্রবেশ করিতেছেন, এতদ্রূপ অকূল অর্ণবকুলে অনিবার অনিল সহযোগে জল উচ্ছল পিচ্ছল দ্বারা শ্বেত শীকতা সকল উপর্য্যুপরি ভাবে উচ্চত্ব প্রাপ্তে তুষার ভূমি প্রায় মনোহর তট বিশেষ হইয়া রহিয়াছে হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! ঐ সমুদ্র পুলিনে নিত্য বালার্ক উদিত সময়ে কেহ প্রবাল সকল ও কেহ প্রবাল বৃক্ষ কেহ প্রবাল শাখা ও কেহ প্রবাল মালা কেহ কেহ নানাবর্ণের বরাটীকা ও কেহ বা বিবিধ প্রকার শঙ্খাদি ও কোন কোন জন উত্তম কান্তি যুক্ত মণি মাণিক্য ও কতক

ব্যক্তি মুক্তাহার মুক্তাগুচ্ছ প্রভৃতি নানা কেলীকর দ্রব্য হস্তে অর্ণবস্থ মনুজাকার যুবক যুবতী ও বালক বালিকা অনেকে এবঞ্চ স্থানে স্থানে অশ্বকার গবাকার বৃহদ্দন্ত কুঞ্জরাকার অনেক প্রকার জীবজন্তু ক্রীড়াশক্ত হইয়া উত্থিত হইয়া থাকে, যদ্দর্শনে দেদৃক্ষুগণের অত্যন্ত নয়নানন্দ জন্মে এতদ্রূপ জলময় মহাবারিধি কার্ম্মুকাকারে বক্ষমান রাজ্যের দিক ত্রয় বেষ্ঠিত রহিয়াছে এবং ঐ বারিধি তীরে প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্জ্জয় দুর্গ সকল দিক্‌পাল সম বীরগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইতেছে ও ঐ দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ স্তম্ভোপরি হুতাশন শর সন্ধানীয় বৃহদ্ভয়ানক ধাতুযন্ত্র সকল শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে কার্য্যকালে যন্নিদাদ আষাঢ়ীয় মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জিত হইয়া শত্রুকুলকে স্তব্ধ ও লজ্জিত করে, এতদ্রূপ দেবাজেয় দুর্গ সকলে বক্ষমান যে রাজ্য রক্ষা হইতেছে সেই রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বহু সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ বিপুল সাহসিক অনির্ব্বনীয় কৌশল কার্য্যে দূরদর্শী ও বাণিজ্য কার্য্যের অগ্রগণ্য ও সম্প ধর্ম্মী অম্প স্নেহী আশবাশক্ত রণদক্ষ এবং আহার ব্যবহার পরিচ্ছদাদি ও গতি মতি রীতি প্রকৃতি সকলেরি সমভাব, ও জাতি ভেদ বিরহ, এবঞ্চ স্পর্শ দোষ বিকারশূন্য মনুষ্যগণের বসবাস। তদনন্তর তদুত্তরাংশে কিয়দ্দূরাবধি পরিষ্কৃত বর্ণ অপরিষ্কার ব্যবহার, ও কেশ শূন্য মস্তক, শ্মশ্রু পূরিত মুখ, ও উষ্ট্র মাংস ভোজী, উষ্ট্রারোহী ও অত্যন্ত পর পীড়ক ও আত্মসার্থে ও আত্মশ্লাঘার পটু, ও যথা ধর্ম্ম প্রতি কটুভাষী ও উদরার্থে দেবোদ্দেষ ও পর ধর্ম্ম পরধন হরণ ধর্ম্ম এবং উদ্বাহ পশুবৎ এতদ্রূপ অসীম লোকের বাস অপিচ, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, অর্থাৎ অগ্নিকো-

ন্যাদি কিয়দ্দূর ব্যাপিত স্থানে গন্ধকাগ্নি সম বর্ণ নিম্ন নাশা, এক বেণী অহিফেণ ভূক ও নানা শিল্পী প্রায় কাষ্ঠাবাস বাসী আংশিক বৌদ্ধধর্ম্মী পক্ব মাংসাহারী পরিচ্ছদাভেদ ও তদুত্তর পূর্ব্ব দিকে মিশ্রিতবর্ণ ও বিবিধ প্রকার পরিচ্ছদ ও বিবিধ ধর্ম্মী কোথায় পক্ব কোথায় অপক্ব মাংসাহারী স্থূল বুদ্ধি কোথায় গাত্র চিত্রিত ও কোথায় স্ত্রীগণ স্বাধীনা আদৌ স্পর্শ নাস্তি এবম্প্রকার বেদবহিস্কৃত ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তি ব্যূহের বাস, তদনন্তর উত্তর দিক হীমাদ্রি ও ত্রিকূটাচল ধবলা চল শ্রীশৈল প্রভৃতি শ্রীমান শৃঙ্গ বিশিষ্ট পর্ব্বত সকলে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, ঐ সকল ভূধর শরীরস্থ প্রস্তর সকলের চাক চিক্কে চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতি মলিন বোধ করাইতেছে, এবং ঐ কন্দর সকলের গাত্রে কত শত বিশাল ফণাধারী ফণিগণ ও মণি মাণিক্য রত্নাদি দিবা প্রচ্ছন্ন ভাবে মহৌষধিগণ বিরাজিত আছেন, ও কথিত পর্ব্বতোপত্যকার অটব্যাদির ফল ফুল মূলাদিতে ও কন্দরস্থ নির্ঝর জলে স্নান পান তর্পণাদি তপোপযোগী হইয়া যোগী মুণি ঋষি তপস্বী উচ্চাশ্রমিগণের পরমানন্দকর হইয়া রহিয়াছে, এবং তন্নিম্নে অরুণাকীর্ণ ভূম্যভ্যন্তরে রস, গন্ধক, নাগাভ্র, স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদি ও লৌহ প্রভৃতির খনি অর্থাৎ আকর সকল হিংস্রগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! কথনীয় ভাবি রাজ্যাভ্যন্তরে পঞ্চ যোজন পিঙ্গল বালুকা মধ্যে জীব নিস্তারিণী পুন্যদায়িনী ধর্ম্মতল নাম্নি স্রোতস্বতী তটিনীর উভয় পার্শ্বে কীর্ত্যাকাঙ্ক্ষী জনগণ স্থানে স্থানে শ্বেত পীত রক্তাদি বিবিধ বর্ণে প্রস্তরীকৃত পরিপাটী সোপান যুক্ত ঘট্ট সকল ও পথিক উদাসীন জন সমূহের বিশ্রা-

মার্থে উত্তমোত্তম অবস্থান স্থান সকল নির্ম্মিত রহিয়াছে, তদ্বিশেষ মধুমাসীয় সিতাষ্টম্যবধি পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত ঐ পুণ্যজননী মহাতটিনীতে স্নানোৎকীর্ত্তনে যোগী, মুনি, ঋষি, তপস্বী, বনবাসী সন্ন্যাসিগণ ও নানা দিগ্‌দেশীয় গৃহবাসি সমূহ ও নানা দেশীয় অনেকানেক দয়াশীল পুণ্যশীল শুশীল ধর্ম্মশীল ধনশীল গুণশীল মানশীলগণ, কেহ অশ্ব পৃষ্ঠে, কেহবা গজস্কন্ধে, ও কেহ কেহ শকটারোহণে, ও কতক কতক শিবিকাদি নরযান বাহনে, এবং পুঞ্জ পুঞ্জ নর্ত্তক নর্ত্তকী, কৌতুককারী নানা বেশধারী, ও ভণ্ডামি চাতুরি কার্য্যকারী বৈষ্ণব, বৈরাগী, দুঃখী, গরিব, ভিক্ষারিগণ পদব্রজে, কেহ হরি গুণ, ও কেহ কৃষ্ণ প্রেম নিপুণ, কেহ রাম নাম, কেহ নিষ্কাম শিব নাম, কেহ শক্ত্যাখ্যানাদি ভক্তি রস, ও কেহ বিরহ রস, কেহ বা আদিরসাদি নানা রসোৎকীর্ত্তনে কুতূহলাক্রান্ত হইয়া নদী তীরে আগত হইয়া কেহ নব নিকেতনে, কেহ নদী পুলীনে, কেহ কেহ নদী ঘাটে, কেহ মাঠে, কেহ বাটে, কেহ ঝোড়ে, কেহ বৃক্ষ আড়ে ও কেহ তরু মূলে, কেহ ভূতলে, এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যস্থ রাজগণ রক্ত পতাকাদি উড্ডীয়মানে, ও তাল, মান, স্বরস, রস গানে, বৃহদ্‌হজ্জল যানারোহণে, আনন্দ মনে সপরিজনে, আগত হইয়া, কেহ কেহ জলে, কেহ স্থলে, কেহ বস্ত্রাগারে, ও যবনিকাদি কান্দাবারে, অবস্থায়ী হইয়া থাকেন। এবঞ্চ ইতি পূর্ব্বে নানা রাজ্যীয়, ও নানা নগরীয় ব্যবসায়িগণ মণি মাণিক্য খচিত ও স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত আভরণাদি ও ঊর্ণা রাঙ্কব কৌষেয় কার্পাসীয় বস্ত্রাদি ও নানা প্রকার কাংস্য ও পিত্তলাদির তৈজস, ও লৌহ নির্ম্মিত ছেদ ভেদ কর্ত্তনীয়

অস্ত্রাদি সকল, ও কাচ নির্ম্মিত আলোকাধার, ও আসবাধার, দপণাদি গৃহ সজ্জা যাবৎ ও প্রস্তরীয় পান পাত্র, ভোজন পাত্র ও খট্টা সহ উত্তম শয্যা সকল ও পট, পুত্তলিকা প্রতিমূর্ত্তি অনেক, ও চুয়া চন্দনাদি কুমকুম কস্তুরী প্রভৃতি সুগন্ধি গন্ধ দ্রব্য যাবৎ এবং সুরস সরস রসযুক্ত সুখদ খাদ্য দ্রব্য সকল ও সুপক্ক সুস্বাদু নানা দেশীয় ফল মূল ও স্বর্ণ বর্ণ পর্ণ, এবং জাতি ফলাদি গুবাক প্রভৃতি বণিক দ্রব্য যাবতের শ্রেণীবদ্ধ পণ্যশালা, ও হীন জাতিগণের শত শত অন্নশালা, এবঞ্চ হয়, হস্তী, মেষ, মহিষ, গবাদি, ভূচর, খচর, ও পিঞ্জর সহ ময়ূ-রাদি ক্রয় বিক্রয়ের ধ্বনি উক্ত সমারোহের কোলাহলধ্বনি এবং গীত বাদ্যাদির ধ্বনিতে এক মহাধ্বনি হইয়া বর্ষে বর্ষে নভো-মণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! সেই বক্ষমাণ রাজধানীর চতুঃপার্শ্বে নগর, উপনগর, ও প্রসিদ্ধ গ্রাম সকলে বেদানুষ্ঠায়ি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয় বৈশ্য শূদ্রাদি অন্ত্যজ প্রভৃতি নানা জাতির বসবাস, তন্মধ্যে আঢ্যগণের অট্টালিকায় দ্বারাবতী সম শোভান্বিতা হইতেছে, ও কোথাও দেব মন্দির, কোথাও অতিথি মন্দির, কোথাও চতু-ষ্পাট্যাদি পাঠ মন্দির, ও কোথাও কোথাও নানা শিল্প মন্দির, ও কোথাও গীত বাদ্যাদির নাট্য মন্দির, এবং কোথাও কো-থাও বৃহদ্বৃহদ্হ্রদ ও দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘিকা, এবং মনোহর সরোবর সকলে প্রফুল্ল কুমুদ কহ্লার ইন্দীবরাদির সুগন্ধে দিক সকল আমোদিত হইতেছে, ঐ জলাশয় সকলে পরিপাটি ঘাট, পরি-সর বাট ও নানা দ্রব্যাদির হাট, ও পরিষ্কৃত মাঠ এবম্প্রকার নগর সকলে রাজধানীর চতুর্দ্দিক শোভা পাইতেছে ইত্যাদি।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! ঐ রাজধানীর পশ্চিম দিকে লৌহ শৃঙ্খলিত ঐরাবততুল্য নীরদাকার দ্বিরদগণ গণ্ড হইতে বিন্দু বিন্দু মদ-বিন্দু বর্ষণে সিন্ধু তুল্য স্রোতস্বতী হইয়াছে, পূর্ব্ব দিকে উচ্চৈঃশ্রবা সদৃশ অশ্বগণের হেসারবে গগন তারা স্খলিত প্রায় হইতেছে, ও পদোত্তোলনে যেন নভোমণ্ডল পাতন করিতেছে, ও উত্তর দিকে অতি উচ্চ লৌহময় প্রাচীর মধ্যে উল্লম্ফন প্রলম্ফন আস্ফালন ও বাহু স্ফোটন প্রভৃতি নানা উৎসাহযুক্ত মহাবল বলবিশিষ্ট বীরকার্য্যকারিগণ কর্ত্তৃক যক্ষ রাজের পুরী সম লক্ষ লক্ষ ধনাগার রক্ষিত হইতেছে, দক্ষিণ দিকে কেবল মলয়া গন্ধবহ সুগন্ধি গন্ধ বহন করিতেছেন। তদনন্তর রাজধানীর সিংহদ্বার চতুষ্টয়ের উপরিভাগে স্বর্গীয় বাদ্যের ন্যায় দিবানিশি প্রহরে প্রহরে সুমধুর ধ্বনি হইতেছে।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! এতৎ কথিত যাবতের মধ্যস্থলে রাজধানী যচ্ছোভা ধবলাচল সদৃশ শুভ্র ও সুমেরু সদৃশ উচ্চ এবং উদয়াচল সম দীপ্তিকর, এবম্প্রকার রাজ প্রাসাদের সম্মুখবর্ত্তি সুবর্ণ মণ্ডিত বৃহৎ স্তম্ভ সকল যাহার চাক্‌চিক্য জ্যোতিতে চন্দ্র সূর্য্যের দ্যুতি মলীন করে, এতদ্রূপ দেব নির্ম্মিত রাজধানীর অট্টালিকার অভ্যন্তরের কথা আর কি কব, অর্থাৎ যে পুরীর শোভা দর্শনে অমরাবর্ত্তী পুরীর শোভা সকল লজ্জায় রাজপুরীর শরণাগত হইয়াছে, ঐ সুরপুরী নৈঋত রাজপুরীর মৌলিস্থ রত্নমঞ্চোপরি এক মহা কাল মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন, যৎকৃপায় ঐ কথিত রাজ্য রক্ষা হইতেছে, নিত্য সন্ধ্যাকালে ঐ মহাকালের আরত্রিক কালে শঙ্খ ঘণ্টাদি বাদ্যধ্বনি ও দামামাদি মৃদঙ্গের ধ্বনি কাংস্য করতালাদি করতালির ধ্বনি ও

আনন্দোচ্চারিত মহাকাল ধ্বনিতে এক পরমাশ্চর্য্য সুমধুর ধ্বনি হইয়া কৈলাস ধামে হর পার্ব্বতীর মহানন্দ জন্মিয়া থাকে। এত দ্বৈভবেশ্বর শান্ত মুর্ত্তি সূর্য্যবংশীয় বিশ্বামিত্র সম মহাতেজাঃ রাজা সূর্য্যসুর নিত্য সূর্য্য অনুদিত কালে শয্যা ত্যাগী হইয়া দৈহিক কার্য্যাবসানে সবিতা সেবন পূর্ব্বক স্বয়ং সভাগারে আগত হইলে গাঢ় ব্রহ্মানুষ্ঠায়ী মহাতেজস্পুঞ্জ পরমজ্ঞানী সুরগুরু সদৃশ রাজগুরু ও বেদ বেদাঙ্গ শাস্ত্রজ্ঞ জপ হোম-পরায়ণ এবং আশীর্ব্বাদবচঃ যুক্ত বশিষ্ঠ সম শিষ্ট পুরোহিত ও ষট্‌কর্ম্মশালী সর্ব্ব শাস্ত্র বেত্তা সুধীর সভাসদ্‌গণ ও সৎ-কুলোদ্ভব সুশীল সৎপথাবলম্বী সূক্ষ্মদর্শী বহুদর্শী ও দিগ্‌দর্শী রাগ দ্বেষ শূন্য পরম ধার্ম্মিক উজ্জ্বল কান্তিযুক্ত নানা পরিচ্ছদ-ধারী শ্রীরাম মন্ত্রী সুমন্ত সম সুমন্ত্রিগণ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি সুস্মারক সুলেখক সৎপাত্র কার্য্যদক্ষ চিত্রগুপ্ত সম সচিবাদি রাজকার্য্য-কারিগণ ও সুবেশ সুপুরুষ রক্তচন্দনান্বিত ত্রিপুণ্ড্রিত দীর্ঘ ফোঁটা কিন্নরাকৃতি গায়কগণ ও সুবেশা সুকেশা সুভাষা সুআস্যা সুহাস্যা সুরসিকা সর্ব্ব মনোরঞ্জিকা পরমা সুন্দরী বিদ্যাধরী প্রায় নর্ত্তকীগণ ও স্থূলোদর উষ্ণীষ্‌ধারী স্তুতিকারী যশোবর্ণনে ও সুজন গুণকীর্ত্তনে সুবিজ্ঞ বন্দিগণ ও সৎপাত্র সৎকুলোদ্ভব কুল সৌরবে গৌরবান্বিত পরমাত্মীয় কুটুম্বগণ এবং সুনির্ম্মল কুলোজ্জ্বল কমল দলবৎ লেষ্ঠীত রাজ গোষ্ঠী পরিবেষ্টিত মহারাজ সূর্য্য সূর রাজ সিংহাসনাসীন থাকিয়া দীনবৎসলতাগুণে দীনগণের দীনতা দূর করণে ও প্রজাগণ সুপালনে নিত্য দিনপাত করিতেন। কিন্তু এতদ্বৈ-ভবাদি সুখ সম্পদ সত্বেও অপুত্রক হেতু নিত্য নিশিকালে

তন্মনো দুঃখ শুচনায় ঈশ্বরারাধনায় কাল কর্ত্তন করিতেন।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! সৃজন পালন সংহারের কর্ত্তাই কাল, সেই করুণানিধানের করুণা বিধানে এক দিন নিশিযোগে ত্রিযামা বিযামা সময়ে রাজ ক্রোড়স্থা স্বর্ণ লতিকা সমা রাজমহিষীর সর্ব্বাঙ্গ শীতল ও বিশেষ নাসিকা রন্ধ্র করকাতুল্য অতীব শীতকর বোধে রাজরাণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, নয়নোন্মীলনে অকস্মাৎ চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রফুল্ল জ্যোতিঃ নয়ন পথগামী হইয়া যেন ক্রমে নাসাপথে নির্ম্মিলায়িত হইতে লাগিল। এতদাশ্চর্য্য দর্শনে মহারাজ্ঞী ভীতা বা শঙ্কিতা না হইয়া বরং আহ্লাদিতা হইয়া নিজ নাথ নরনাথকে জাগ্রত করণেচ্ছায় ছলত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন উপক্রম করিলে রাজা সচকিতা প্রায় রাণীকে নিকটস্থা অর্থাৎ বক্ষে বক্ষ স্পর্শন পূর্ব্বক হাস্যাস্যে ভঙ্গি বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, আহা! কেন, কেন, কেন, প্রিয়া এমন অসময়ে চঞ্চলের কারণ কি? শ্রবণে রাণী ঈষল্লজ্জিত অথচ মনোল্লাসিত বচনে কহিতে লাগিলেন, না নাথ! তা নহে, যাদৃশ ষঠ ষট্পদগণের ক্রোড়স্থা প্রফুল্ল মধুমতী কুসুম কামিনীগণ সত্বে ও কণ্টকযুক্ত নীরস কণ্টিকারি পুষ্পে আহ্লাদিত মতি হয়, তাদৃশী কুমুদিনী বা চকোরিণীগণের নহে, বরং চন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন হইলে অভিমানিনী হইয়াই থাকেন, বিশেষ যখন সম্পূর্ণ চন্দ্র উদিত থাকেন, তখন কি কুমুদিনীগণ চঞ্চলিত বা চকোরিণীগণ পিপাসিত হইয়া থাকেন। এতচ্ছ্রবণে রাজা সেই স্বর্ণ সৌদামিনীর ঈষদ্বঙ্কিম মন জানিয়া বারম্বার মুখচুম্বনরূপ সোহাগে মার্জ্জিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, বিধুমুখি! তবে কি। কোন স্বপ্ন দর্শনে ভয় প্রদর্শন

করিয়াছ? তখন রাণী সুস্থ মনে সুকোমল বাক্যে কহিতে লাগিলেন, না নাথ! ভয় দূরে থাকুক বরং নির্ভয় বলিলেও বলা যায়। তচ্ছ্রবণে রাজা অতি হর্ষিত মনে কহিলেন, প্রিয়ে! শীঘ্র মনোগত কথনে মনস্থির কর। রাণী তখন প্রফুল্ল বদনে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বিস্তাররূপে কহিয়াছিলেন। তাহা শ্রবণে যদিও রাজার চিত্ততোষ হইল না, কিন্তু রাণীর প্রীত্যর্থে ভাল ভাল, ইহাও এক প্রকার মঙ্গল বটে। ইত্যাদি কথোপকথন হইতেছিল, এমৎ কালে পবিত্র পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মমূর্ত্তি প্রকাশে পাপান্ধকার হইতে পুণ্যাকর দিক সকল মুক্ত প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা শ্রীগুরু পাদপদ্ম স্মরণে গাত্রোত্থান করতঃ নিত্য কর্ম্মাবসানে যাদৃশ নিত্য নৃপাসনে উপবেশন করেন, তাদৃশ উপবেশিত থাকিয়া রাজকার্য্য সমাধানে সভাস্থ জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ সন্নিধানে রাজ মহিষীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহিলে, কেহ মঙ্গল, কেহ বা মঙ্গলামঙ্গলে জড়িত কহিলেন। কিন্তু তৎকথনে রাজার মনের কিছু মাত্র চিন্তা দূর হইল না, বরং তদপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া রাজ রাণীর আহার নিদ্রাদি গোপনীয় যাবৎ কর্ম্মের প্রতি মন অর্পণ করিলেন। এবম্প্রকারে প্রায় তিন চারি মাস গত হইলে ক্রমে রাণীর আহারে স্পৃহা হীন ও গ্রীবা ক্ষীণ, দিন দিন স্তনমুখ মলীন, বল হীন নিদ্রাকুলা ধূলাকুলা ব্যাকুলা দর্শনে মনে মনে রোগ জ্ঞানে রাজা অত্যন্ত দুঃখিত থাকেন। এক দিন রাজা আপন মন্ত্রিগণকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে রাজমন্ত্রিগণ! অস্মৎ প্রতি করুণাকর করুণা প্রকাশে এতদ্রূপ সুখকর রাজ্যাদি প্রদান করিয়াও কিন্তু অস্মৎ কর্ম্ম ফলে কি পর্য্যন্ত মনোদুঃখ হইতেছে তাহা বর্ণনাভাব।

যথা—অস্মজ্জীবদ্দশায় সন্তান বিহীনে এতদ্রাজ্যাধিকার সকলি অন্ধকার, পরে লোকান্তর গমনে এতদ্বিশাল রাজ্য পরহস্ত গত হইয়া পিতৃ-পিতামহাদির জল গণ্ডূষ লোপ হইয়া আমিই বংশ বিরামের কারণ ও লোক নিন্দার ভাজন হইলাম, বিশেষতঃ গৃহিণী বিহীনে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম যাবৎ সকলি বিফল, বিশেষ অস্মদকে শুশীলা মনোরমা রমণী প্রদান করিয়াও এক্ষণে বিধাতা কি করেন বলা যায় না। ইত্যাদি বহু মনস্তাপ যুক্ত পরিদেবন করিয়াছিলেন। তৎপ্রতি বচনে মুন্ত্রিগণ সকলে অতি ব্যগ্র চিত্তে অনেক প্রবোধ কথা কথনোত্তরে অতি নম্র বচনে কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্বশক্তিমান্ যে মহাকাল, সেই কালোদয়ে অবশ্যই সন্তানোদ্ভব সম্ভাবনা, এবিধায় তৎকাল স্মরণে কিঞ্চিৎকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করুন্, ইত্যাদি নানা শান্তকর বাক্যে অনেক শান্তকরণানন্তর সভাভঙ্গ হইল।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! সেই অচিন্তনীয়কালের কি অদ্ভুত গতি! দেখ, তদ্ব্যবহৃত কাল মধ্যে জটা, পাটা,, ফোঁটা, কৌপীন আঁটা, অঙ্গে ভস্মঘটা, সিদ্ধি ঘোটা প্রভৃতি বেশধারিগণের বেশ পরিত্যজ্য, উচ্চাশ্রমিগণের পূজ্য, সাক্ষাৎ তেজস্পুঞ্জ মধ্যাহ্ন সূর্য্য তুল্য, কেবল মন সম্বল, দিগম্বর, সদা হাস্য বদন, পরমানন্দ পুরুষ, রাজ সভায় স্বাগত হইলে, রাজা গাত্রোত্থান করতঃ পাদ্যার্ঘে পূজিত করিয়া দিব্যাসনে উপবেশন করাইলেন, এবং অস্মৎকুল সহ দেহ পবিত্র, ইত্যাদি নানা নম্র বচনে মনঃসন্তোষ চেষ্টা করিলে, তেজস্পুঞ্জ আশীর্ব্বাদানন্তর কহিলেন, ভো প্রজাপালক! তোমার পত্নীর পীড়ারূপ দুশ্চিন্তন

পরিত্যাগ কর, শীঘ্র তোমার মনঃক্ষেত্র আনন্দাঙ্কুরিত হইবে, ভক্তিজল সেচন করিলে সময়ে উত্তম ফল লাভ করিবে বলিয়া, তেজঃসম্বরণ পূর্ব্বক অন্তর্ধ্যান হইলেন যখন, তখন সভা সুদ্ধ সকলেই চমৎকার জ্ঞান করিলেন, অধিকন্তু রাজার সন্তান লাভ শ্রবণে রাজ্যস্থ ও স্বগণ-গণের হর্ষের পরিসীমা থাকিল না। এতদ্রূপে সময়ে সময়ে সংস্কারাদি হইয়া যখন শুভক্ষণে রাণী এক সন্তান প্রসব করিলেন, তখন অন্তঃপুরচারিণী পরিচারিণী কামিনীগণ, আহ্লাদে ধূলায় লুণ্ঠিতাঞ্চল, চঞ্চল চরণ চালনে আমিই অগ্রগামী হইব, সকলেই এই মনে করিয়া একেবারে প্রস্ফুটিত পুষ্পতরুর ন্যায় রাজসিংহাসনের চতুর্দ্দিক ঘেরিত হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, মহারাজ! রাজমহিষীর ক্রোড়ে ছত্রিশ কলায় বিভক্ত নবীন রাজীব দ্বিজরাজ বিরাজিত হইয়াছেন। শুনিয়া রাজা আহ্লাদে কি কি, কি বল আবার বল! বলিলে দাসীগণ কহিতে লাগিল, মহারাজ! করপদে বিংশ আর সম্পূর্ণ ষোড়শ কলা মুখেন্দু, এতদ্রূপ আপনকার একটী উত্তম সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রুতমাত্র আহ্লাদে গুরু স্মরণপূর্ব্বক দাসীগণকে বস্ত্রাভরণে পরিতুষ্ট পূর্ব্বক বিদায় দিয়া, দেবালয় সকলের সংস্কার, ও ভগ্নোদ্ধার, ও অতিথিশালার পারিপাট্য, এবং ব্রাহ্মণগণকে সন্তোষ করণার্থে ধনাগার সকল মন্ত্রিগণ প্রতি অর্পণ করিয়া, পুনরুক্ত পতাকায় দুর্গ সকল সুসজ্জিত, ও বৃহদাগ্নেয় চাপধ্বনি ও সিংহ দ্বারোপরি মধুর বাদ্য ধ্বনি ও অন্তঃপুরে সঙ্খধ্বনি করিতে আজ্ঞা করিলেন।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! এতদ্রূপে পূর্ব্বোক্ত শিব শাপিত গন্ধর্ব্ব কুমার নাসাপথে প্রবেশপূর্ব্বক রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন।

তদনন্তর বিবাহ বিহায় সংস্কারাদি হইয়া যখন, বিদ্যাভ্যাসের কালোপস্থিত হইল, তখন ঐ রাজ পুত্রের পূর্ব্ব সংস্কার হেতু লপিত তেজস্পুঞ্জ পুরুষ সশিষ্যাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন রাজা, আনন্দিত আছ? ইতি বার্ত্তা আচম্বিত শ্রবণে ও অত্যন্ত তেজস্বী দর্শনে সশঙ্কিত মনে গ্রীবা বাসাপদ লুণ্ঠিত হইয়া অতিভীত ভাষায় কহিতে লাগিলেন, হে অম্বর বিহারি দিগম্বর! যদবধি আমা প্রতি আপনার করুণাকটাক্ষ পাত হইয়াছে, তদবধি রাজ্যের মঙ্গল ও অস্মদানন্দের সীমা পরিসীমা নাই। এতচ্ছ্রবণে সেই সদানন্দময় আপন আনীত শিষ্যের হস্তধারণ পূর্ব্বক দর্শন করাইয়া কহিলেন, রাজা! তোমার পুত্রের উপদেশার্থে এতদ্দুর্লভাচার্য্য ত্রুলভাচার্য্যকে আচার্য্য রূপে বরণ কর বলিয়া পূর্ব্ববৎ গমন করিলেন। রাজা সেই আচার্য্য দুর্লভাচার্য্য মহাশয়কে অতি সমাদর পূর্ব্বক আপন সন্তান মণিময়কে সমর্পণ করতঃ সন্তান সহ বাসন্তি নামক উদ্যানে অবস্থান স্থান প্রদান করিলেন। আচার্য্য, রাজপুত্রকে পাঠারম্ভের পূর্ব্বে রজনীযোগে যোগাদি মহা বিদ্যারাধনায় প্রবৃত্ত করিয়া দিবাভাগে বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্র বিদ্যা, বীর বিদ্যা, ও শিল্প বিদ্যাদি, জ্যোতিষ বিদ্যা, ও কৌশল বিদ্যা, প্রভৃতি নানা বিদ্যায় পারদর্শী করিলে পর, এক দিন উদ্যানস্থ প্রধান প্রকোষ্ঠে মন্ত্রিপুত্র বন্ধুগণ সহ ঐ রাজপুত্র আমোদ প্রমোদে উপবেশিত ছিলেন, এমৎ কালে আচার্য্য দুর্লভাচার্য্য মহাশয় আগত হইলেন। রাজপুত্র আসন প্রদান পূর্ব্বক অন্যান্য কথোপকথনান্তে বিনয়ে কহিলেন, পূজ্যপাদ! আপনার বহুদিক্ দর্শন আছে, অতএব এই স্নেহ পাত্রগণ প্রতি স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক একটী মনোরঞ্জন কীর্ত্তন শ্রবণ

করাইয়া চিহ্নিতগণকে সুচিহ্নিত করুন। এতৎ প্রতি বচনে গুরু কহিলেন, প্রিয় রাজপুত্র! উদাসীনের গল্প প্রায় সত্য হইয়া থাকে, গৃহিগণের শ্রোতব্য নহে, অতএব বিরত হও বলিলে, রাজপুত্র মলীন মুখে কহিলেন, মহাশয়, ভদ্র। তখন আচার্য্য শিষ্যগণের মলীন বদন দর্শনে অতি ক্ষিদ্যমান মনে কহিতে লাগিলেন, হে বৎসগণ! আমি তোমাদের অসাধারণ গুরু ভক্তি বৎসলতায় প্রেমাবদ্ধ হইয়া, যুষ্মদের মনঃপ্রীত্যর্থে অস্মদ্ পুরাবৃত্তাবলি শ্রবণ কর, বলিয়া কথনারম্ভ করিলেন।

হে গন্ধর্ব্ব দ্বয়! কালের বিচিত্র গতি, সেইকাল প্রভাবে গুরু তুল্যভাচার্য্য কহিতে লাগিলেন। যথা—এক সময়ে আমি মহাচীন প্রদেশের পূর্ব্বোত্তর দিকের বহির্ভাগে দেব দর্শনোদ্দেশে গমন করিয়া যদিও তৎপ্রান্তর পর্য্যন্ত দর্শনাশা ছিল, কিন্তু দৈবাৎ একদিন রাত্রিযোগে গুরুপাদপদ্ম স্মরণ হইয়া দর্শন স্পৃহায় অস্মন্মনকে সাতিশয়াস্থির করিল যখন, তখন ত্বরায় প্রত্যাগমনেচ্ছায় শূন্য পথাবলম্বনে গমন করিয়া সপ্তম দিবস গতে অষ্টম বাসরীয় মধ্যাহ্ন সময়ে, হঠাৎ ধূপ, দীপ, চন্দনাদি ও নানা সুগন্ধি পুষ্প গন্ধে মন অতি আমোদিত করিলে তন্নিগূঢ় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনার্থে ক্রমে নিম্নাবতরিত পূর্ব্বক, এতদ্দর্শিত হইল যে, চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলিন বিশাল পর্ব্বতোপরি এক কন্দরে মহাদেবী দশ মহাবিদ্যার মহা মূর্ত্তি, দ্বিতীয় পর্ব্বতে শ্রীমন্নারায়ণের দশাবতার রূপ বিরাজিত, এবং ঐ উভয় ভূধরের সন্ধিস্থলে এক এক শিবালয়। এবম্প্রকার কুলাচলগণে বেষ্টিত এক বিপুল রাজ্য। তন্মধ্যে বহুতর ধনাঢ্যের ও বহুতর দেব দ্বিজে ভক্তি ও বহুতর ব্যবসায়ী ও বণিকগণের

এবঞ্চ কৃষিকার্য্যকারী প্রভৃতি অপরাপর বহু জাতির বসবাস, তন্মধ্যে মধ্যস্থলী মধ্যে দিক চতুষ্টয়ে সিংহদ্বার বিশিষ্ট অমরাবতী পুরী অপেক্ষা উত্তম বৃহদট্টালিকা পুরী, ইত্যাদি দর্শন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম, এমৎকালে এক পর্ব্বত গুহা গর্ভে, অম্বরাসনে ধ্যায়িত লোচনে, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বনে উপবেশিত ছিলেন। আমি তদ্দ্বারে উপস্থান মাত্রেই, সেই ত্রিকালজ্ঞ আপন কার্য্য সম্বরণ করত যত্নতঃ আসন প্রদান করণ পূর্ব্বক যথাকালে অতিথি সৎকার করণানন্তর, প্রায় সার্দ্ধ দ্বিযামা রজনী কালে উভয়ের প্রয়োজনীয় কথোপকথনানন্তর, আমি জিজ্ঞাসিলাম, এই পুণ্য ভূমির অধিপতি কে ও রীতি প্রকৃতি কি রূপ, এবং সন্তানাদিইবা কি? তদুত্তরে সেই মহা পুরুষের কথিত হইয়াছিল, যে এই পুণ্য রাজ্য অশীতি কুলাচলে ঘেরিত বিধায়ে এতদধীশ্বরের অবিধেয় অশীতীশ্বর, এতৎ পুণ্যাত্মার সন্তানদ্বয় এবং দেব দত্তা কন্যা একটি। তচ্ছ্রবণে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মহাশয়! দেব প্রসাদ কন্যা কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই মহামুনি বাল্মিক অস্মদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন। যথা—হে উদাসিন্! পরমাশ্চর্য্য শ্রবণ কর, পূর্ব্বস্মিনকালে পদ্মযোনি যাবৎ মনুজাদি সকলের সৃষ্টি করণানন্তর, তদপেক্ষা উত্তম বস্তুর সৃজনাভিলাষে পরম জ্যোতির্যুক্ত সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, পদ্মকান্ত, ও নীলকান্তাদি মণি মাণিক্য প্রভৃতি মহারত্ন যাবৎ প্রস্তুত করিয়াও মনের ক্ষোভ দূর হইল না যখন, তখন বিধাতা পুনঃ কেলীরসান্বিত, সাধ্বী পরম রূপবতী, যুবতী রত্ন, নির্ম্মিত করিলেন, তাহাতেও মনের সন্তোষ জন্মিল না। তদনন্তর

কুমুদ, কহ্লার, ইন্দীবরাদি, সরোজ পঙ্কজ প্রভৃতি নানা জাতি পুষ্প রত্ন প্রস্তুত করিলেন, তদ্দ্বারা মনের প্রফুল্লতা দূরে থাকুক বরং আপনাকে অকর্ম্মণ্য জ্ঞানে মনে মনে অতি দুঃখিত হইয়া নিজ দেবীর আরাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। কিয়ৎ পরে ব্রহ্মাণী সদয় হৃদয়ে হাস্য মুখে চতুর্ম্মুখ প্রতি কহিলেন, হে ঠাকুর! সৃষ্টিকর্ত্তা আপনি মনঃস্থির করণ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। যথা—আপনকার বহু প্রযত্নকৃত ঐ মহারত্ন সকলের সারভাগ গ্রহণ করত, দেবাসুর, নাগ, নর, পশ্বাদি জীব মাত্রের পরম প্রীতিকর প্রিয়রত্ন স্ত্রীরত্ন প্রস্তুত করুন বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। এতচ্ছ্রবণে প্রজাপতি অতি হৃষ্টমতি হইয়া পূর্ব্বকৃত রত্ন সকল পৃথক পৃথক রূপে মন্থন করত ঐ মণ্যাদিরত্ন সকলের কাঠিন্য অর্থাৎ প্রস্তরত্ব পরিত্যাগ করত দ্যুতিত্ব যাবৎ ও রমণী রত্ন সকলের দুর্জ্জয় মানাদি পরিবর্জ্জন করতঃ হাব, ভাব, হেলা, লীলা, কেলী, কটাক্ষাদি রস যাবৎ এবং পুষ্প রত্নের কণ্টকাদি শৈবাল প্রভৃতি পরিহার করত সুগন্ধাদি ও কোমলতা যাবৎ গ্রহণ করণানন্তর বিধাতা এক আশ্চর্য্য অপরূপ পরম রূপা সৃজন করণ পূর্ব্বক স্বয়ং দর্শন মাত্রে মুগ্ধ হইলেন। এমৎকালে মধ্যাহ্ন দিবাকর তুল্য তেজস্পুঞ্জ অঙ্গ ছটা ও আনাসিক শুভ্র ফোঁটা, আগুল্‌ফ শুক্র জটা, শুভ্র বসন, ও শুভ্র তুলসী কণ্ঠী, ভুষণ ও শুভ্র কক্ষ ও শুভ্র বক্ষ ও শুভ্র শ্মশ্রুধারী ও ত্রিলোক বিহারী বীণার ত্রিগুণ ভক্তি গুণে মার্জ্জনা করত, হরিগুণ গান করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ তপোধন তত্র উপস্থান ভবনানন্তর, সেই অতুল্য রূপার রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া নারদ মুনি বিমোহিত প্রায়

হইলেন, কিন্তু ত্বরায় চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া আপনাপনি কহিতে লাগিলেন, হে বিধাতা! হে ত্রিলোক পিতা! তোমার এত গুণ না হইলে তুমি সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠত্ব রূপে সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব গুণ ভূষিত হইবে কেন, আহা! কিবা পরিপাটি সুচিক্বণ রূপ মাধুরী প্রস্তুত করিয়াছেন, আর এরূপ দর্শনে বা কাহার মন মুগ্ধ না হয়। ইতি বিবেচনায় ভাবি কথন স্মরণ করিয়া সেই পরম রূপার প্রতি দ্বিগুণ চন্দ্রানাম প্রদান করণানন্তর বিধাতার প্রতি কহিতে লাগিলেন, হে পিতা! হে জগদ্ধাতা! আমি অনুমান করি এই পরম রূপাতিদ্বিগুণ চন্দ্রার রূপ লাবণ্য দর্শনে স্বর্গস্থা দেবীগণ আপনকার প্রতি শাপ প্রদান করিলে করিতে পারেন, যে হেতুক ঐ দেবীগণ নির্ম্মাণকালে এরূপ রূপ বিধান করেন নাই, কিন্তু এই সামান্য প্রতি অসামান্য রূপ বিধান করিয়াছেন, দেবীগণ দর্শন করিলেই আপনি অবশ্যই অনুযোজ্য ও অভিশাপিত হইতে পারেন। এবিধায় স্বর্গ স্বরূপ মহোদধি হইতে এই স্ত্রীরত্ন মর্ত্ত্য রত্নাকর মধ্যে পুণ্যবতী অশীতীশ্বর রাজ গেহিনীর গৃহে পালনার্থে প্রদান করুন। মুনিবরের এতৎ মন্ত্রণায় পদ্মযোনি সেই শিব শাপিত গন্ধর্ব্ব কন্যার আত্মা ঐ পরমরূপা স্ত্রী মধ্যে অর্পণ করিয়া অশীতীশ্বররাজ গেহিনীর গর্ভোপক্রম প্রবন্ধ করিয়া প্রসব কালে নন্দালয়ে দেব দেবীর আবির্ভাব সম ঐ দ্বিগুণ চন্দ্রাকে রাণীর ক্রোড়স্থা করিলেন। রাজমহিষী পরমানন্দে মগ্না হইয়া অদ্যাপি নিজ কন্যা জ্ঞানে ঐ কন্যাকে প্রাণ প্রতিমা সম পরম সুখে বর্দ্ধিতা করিতেছেন। হে শিষ্যগণ! আমি এতদদ্ভুত বার্ত্তা শ্রবণে শয়নে নিশি যাপন করতঃ পর দিন দিনমণি অনুদিত

সময়ে কুশাসন ত্যাগী হইয়া পরম দেব দেবকে প্রণাম করণ পুরঃসর মস্তকোত্তোলন কালে ঐ রাজ অট্টালিকার শিখরোপরি কিঞ্জল্কের ন্যায় অস্মন্নয়ন পথগামী হইলেন। আমি মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলাম যখন, তখন মরীচিকাবৎ অস্মদ্দৃষ্টি পথ দোদুল্যমান হইতে লাগিল, তথাচ বহুক্ষণ অবলোকন করিলে ইতি অনুমিতি হইল যেন একটা তেজোরাশি মধ্যে জ্যোতিস্পুঞ্জাঙ্গ একটি স্ত্রী অবয়ব সঙ্গিনীগণ সঙ্গে সেই মাতঙ্গিনী গমনা সূর্য্যদেবকে প্রণাম পুরঃসর প্রাসাদের প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে আমি পরমাশ্চর্য্য জ্ঞানে ইনিই সেই দেব দত্তা কন্যা হইবেন, মনে করিয়া সেই জটাধরকে প্রণতি পূর্ব্বক প্রয়োজনীয় মুখে প্রস্থান করণানন্তর বহু দিনে গুরু দেবের আসন সমীপে উপস্থান হইলাম বলিয়া, আচার্য্য তুল্ল ভাচার্য্য অলৌকিক হইলেন।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! কালের অত্যন্ত প্রবল শক্তি। কাল শক্তি নিবারণে কাহার শক্তি নাই, সেই কালোদয়ে শিরীষ কুসুম সম সুকোমল শর্য্যাশায়ী যে রাজ কুমার মণিময় নিশীথ সময়ে আপন আচার্য্য মুখ নির্গলিত অশীতীশ্বর রাজকন্যা দ্বিগুণ চন্দ্রার রূপ স্বপ্ন দর্শন করতঃ মীনকেতনের সচেতন শর সন্ধানে অত্যন্ত ব্যাকুলিত ও প্রপীড়িত হইয়া ঐ প্রণয়ানভিজ্ঞ নবীন রাজকুমার কাহাকে পঞ্চশর, ও কাহাকে বিরহ ও কাহাকে মিলন বলে তাহার কিছুই জানেন না, কেবল সেই রাজ কন্যা মিলনাশয়ে সাতিশয় কাতর হইয়া মনে করিলেন, বুঝি আমার চক্ষু মুদ্রিত হেতু ঐ স্বপ্ন দর্শিত প্রিয়তমা হৃদয়স্থা হইতেছেন না, বলিয়া অক্ষি উন্মীলন করিলে, ঐ গৃহ

সজ্জিত চতুর্দ্দিক্‌স্থ মুকুর সকলে আপন প্রিয়তমার রূপ দর্শন হইতে লাগিল। তৎকর্ত্তৃক মন আরো অধিকতর প্রজ্বলিত হইলে ঐ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই অট্টালিকার উপরিভাগে উপস্থান হইয়া দেখিলেন, যেন প্রফুল্ল সুধাকর আপন প্রণয়িনী চকোরিণীগণ সহ সুধাক্রীড়া করিতেছেন, তদবলোকনে মনে মনে অতি দুঃখিতান্তঃকরণে বন্ধুগণ সনে নিম্নগ হইয়া উদ্যানের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে করিতে দর্শন করিলেন যে, এমন দিক দেখিলেন না যে, যেদিকে পুষ্প বৃক্ষ নাই, ও এমন বৃক্ষ দেখিলেন নাই যে, যে বৃক্ষে প্রফুল্লিত মধুমৎ পুষ্প নাই, আর এমন পুষ্প দেখিলেন নাই যে, যে পুষ্পে ভ্রমর নাই, আবার এমন ভ্রমর দেখিলেন না যে, ভ্রমরের গুন গুন স্বর নাই, ও এমন মধুস্বর নাই যে যে স্বরে পঞ্চশরকে পঞ্চশর বিদ্ধ না করে। তদ্দর্শনে রাজকুমার অত্যন্ত বিরহাতুর হইয়া বন্ধুগণকে কহিলেন, চল আমরা বন ভ্রমণে গমন করি, বলিয়া বন গমন করিলেন। সেখানেও বন প্রিয়গণের মনঃপ্রিয়রবে কুমারের মন যখন অতি অধৈর্য্য হইল, তখন আপন প্রিয়তমার প্রণয় সাগরে নিজ মন বিসর্জ্জন সঙ্কল্প করতঃ বন্ধুগণ সনে অশ্বারোহণে গমন করিয়া কত ঝর্ঝর ঝঙ্কার নদ নদী বনোপবন ও পর্ব্বতাদি পার হইয়া নিশি অবসান সময়ে সমুদ্র তীরে উপস্থান হইলেন। তথায় একখানি উত্তম অর্ণবযান প্রাপ্ত হইলে দুর্গানাম স্মরণ করতঃ তদারোহণ পূর্ব্বক গমন করিলেন। ঐ গমনকালে পার্শ্বস্থ তীরে সকলে পর্ব্বতাদি মহারণ্য মধ্যে করীন্দ্র, কপীন্দ্র, গজেন্দ্র, মৃগেন্দ্র, ও ফণীন্দ্র নানা জাতি জঙ্গম বিহঙ্গম প্রভৃতি জীব জন্তুগণের ক্রীড়া কৌ-

তুক দর্শনকরিতে করিতে সকলে মনের কৌতুকে গমন করিতে ছিলেন, কিন্তু দ্বাদশ দিবসের দিবাবসান সময়ে নাবিকগণকে ব্যস্ত হইয়া ত্রস্ত হস্তে কার্য্য করণ দৃষ্টে, রাজকুমার কিঞ্চিদু-ন্মনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অহো কর্ণধারগণ ! তোমরা কি কারণ এতদ্রূপ ব্যস্ত হইয়াছ কহ। তদুত্তরে পোত চালকগণ বক্ষে করাঘাৎ করিয়া সজল চক্ষে কহিতে লাগিল, হে কর্ত্তা হে মহাশয়গণ ! এতৎ সময়ের গতি দর্শনে অনুমিতি হইতেছে যে, অতি অনতি কাল মধ্যে অস্মজ্জলযান প্রতি দুর্ঘটনা ঘটন সম্ভাবনা। এতচ্ছ্রবণে রাজকুমার ভয়ার্ত্তমনে জিজ্ঞাসা করিলেন ওহে কর্ণধারগণ ! তোমরা কোন্ লক্ষণ দ্বারা উপ-স্থিত অলক্ষণ বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছ বল। তখন পোত-চালকগণ কহিতে লাগিল, মহাশয় ! দেখুন, বহু বাত ভব-নার্থে নির্ব্বাত হইয়াছে, ও বর্ষোৎপল পতন ভয়ে খচর সকল অম্বর হইতে নিম্নগ হইতেছে, ও জলপ্লাবন হেতু সামুদ্রীয় তরঙ্গশব্দ প্রায় নিঃশব্দীয়মান হইয়াছে ও তীরস্থ মেরু সক-লের নির্ঝর সকল মহাশব্দে ঝরিত হইতেছে। বিশেষতঃ মধ্যাহ্নকালে দূর সূর্য্য মণ্ডল দর্শিত হইয়াছে, এবং ক্ষুদ্র পিপীলিকা সকল অনবরত উত্থিত দর্শন হইয়াছে। হে মহা-শয়গণ ! এতৎ সকল অমঙ্গলের মূলাকর জানিবেন। ঐ নাবিক গণ এতন্নিবেদন করিতেছিল, এমৎকালে পূর্ব্বদিকে মহা মেঘাকার ও পশ্চিমদিকে প্রবল বায়ু সঞ্চার হইয়া দুর্ঘটনার উন্মুখ সম্মুখবর্ত্তি হইয়া যখন ঐ অর্ণবপোতকে দোদুল্যমান করিতে লাগিল, তখন বালক স্বভাবতঃ রাজ কুমারের মাতা পিতার সন্তান বাৎসল্য স্নেহকর ক্রিয়া সকল স্মরণ হইয়া

অক্ষি শতধার হইতে লাগিল, এবং ঐ কুমার প্রাণভয়ে অতি ভীত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ! হে গর্ভধারিণি! হে জননি! আমার এই প্রাণপ্রয়াণ সময়ে আপনি কোথায় রহিলেন, হে মাতঃ! আমাকে একবার দর্শন দেও, হে জননী! এই ভয়ঙ্কর সময়ে আমাকে একবার ক্রোড়ে করিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন্, হে পিতঃ! আপনকার এতদ্দ্রাজ্য বৈভবে কি বিধাতা আমাকে কোন আশ্রয় প্রদান করিলেন না, হে বন্ধুগণ! হে ভ্রাতৃগণ! হে পরিবার সকল! আমি কি তোমাদের প্রতি স্নেহকর কোন কার্য্য কখন করি নাই, হে রাজ্যসম্পদ! হে ধন জন সুখসম্পদ! তোমরা কি আমার এই বিপদাস্পদের অনুগামী হইলে, হে কৌতুক ক্রিয়া যাবৎ! হে বনবিহার! তোমরা কি সকলি বৃথা হইলে, কেহই কি আমার সঙ্গী হইলে না। আঃ হায়! কেবল কি সেই সুধাংশুমুখীর এই দারুণ বিরহই আমার সঙ্গী হইল। হে প্রণয়িণি! হে অঙ্কুরিত যৌবনে! তোমার প্রণয় ধন উপার্জ্জন আশে অবশেষে আমার এই পরম ধন জীবন ধন বিসর্জ্জন করিতে হইল। আঃ! ইত্যাদি নানা বিলপনীয় বাক্য প্রয়োগে রোরুদ্যমান হইলে, মন্ত্রিপুত্র বিশ্বশখা, রাজপুত্রকে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ধারণ করতঃ অভয় প্রদান পুরঃসর কহিতে লাগিলেন, হে প্রিয় বন্ধো! হে রাজপুত্র! বিপদি ধৈর্য্য অর্থাৎ বিপদ সাগর উদ্ধারের ভেলা স্বরূপ যে ধৈর্য্য তাহাকেই অবলম্বন করুন্, আর কোন উপায় নাই, এবং স্মরণ করুন্, কাশী বিভু অগাধ জলমগ্ন হইয়াও দুর্গানাম ফলে পুনঃ প্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অদ্যাপি আমরা তদ্রূপ মগ্ন হই নাই,

বিশেষতঃ আপনিও যাত্রাকালে দুর্গানাম করিয়াছেন, অতএব নির্ভয় হউন, ভয় নাই। এতচ্ছ্রবণে রাজকুমার কহিতে লাগিলেন, হে বন্ধুগণ! আমি কেবল আমার প্রাণ হইলে এতাদৃশ ভীত হইতাম না। দেখ, আমি অতি অভাজন, ও আমি তোমাদের জীবন নাশের কারণ হইলাম, ও আমি তোমাদের পিতা মাতার হৃদয় ক্ষেত্রে শোকাঙ্কুরের বীজ হইলাম, ও আমিই তোমাদের পিতা মাতার জল গণ্ডূষ লোপের কারণ হইলাম, বলিয়া রাজপুত্র অনেকানুতাপ করিতেছিলেন, ক্রমে যখন অস্তাচল সূর্য্য দেবের মুখ নিরীক্ষণ করিলেন, তখন প্রলয় অন্ধকার আরোহণে স্বয়ং সায়ংকাল উপস্থিত হইলে ভয়ে দিক্ সকল লুক্কায়িত হইলেন, এবং বিন্দু বিন্দু খদ্যোত বিন্দু বিনেন্দু মেদিনী পরিপূরিত, ও স্থান স্থান শব্দে পক্ষী সকল অবতরিত হইতে লাগিল ও চতুর্দ্দিকে গর্জ্জমান হইয়া প্রলয় কালের মেঘসম, ঘোরতর মেঘ সকল ঘেরিত হইয়া, ঘন ঘন বজ্রঘাতন, ও করকা পতন, ও ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝন শব্দে দিক্ সকল বধির হইতে লাগিল, এবং তৎ সহকারার্থে মহা শব্দে ঝটিকা সকল ক্ষণকাল মধ্যে প্রলয়কালের কালোপস্থিত করিলে যখন রাজপুত্রের অর্ণবপোত ভগ্ন ও জলমগ্ন হইতে লাগিল, তখন কেহ বহিত্র, ও কেহ চেলকাষ্ঠ, ও কেহ ঐ তীরস্থ ভগ্ন কাষ্ঠ ধারণ করতঃ কে কোথায় গমন করিলেন, তাহার উপলব্ধি হইল না, কিন্তু যেমন রাজপুত্র কিছুই আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন না, তেমনি বিনা জলমগ্নে অক্ষি স্রোতে ও জলস্রোতে ভাসমান হইয়া বহু দূর গমন করিলে যখন উপস্থিত দুর্ঘটনার, ও রজনীর অবশেষ হইল,

তখন রাজপুত্র অভাবনীয় তট প্রাপ্তে যেন প্রাণপ্রাপ্ত হইলেন।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! কালের এতদ্রূপ প্রবল গতি যে, তদ্দ্বারা বিপদ একাকিনী আগমন করেন না, উপর্য্যুপরি আপদাগত হইয়া থাকে। তদ্‌যথা ঐ রাজকুমার তীরে অবরোহিত হইবা মাত্রেই অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, কৃষাঙ্গ, দীর্ঘ হস্ত, দীর্ঘ দন্ত, কোটর অক্ষি, হ্রস্বোদর, বিশালবদন, অতি ভয়ানক আকার, পুরোভাগে আগত হইয়া রক্ত চক্ষে কর্কশ বাক্যে কহিতে লাগিল, ওরে নরাকৃতি! তুই কি জানিস না যে আমি দৈত্যপতি. তুই আমার পৃষ্ঠে পদার্পণ পূর্ব্বক আরোহণ করিয়া তট প্রাপ্ত হইয়াছিস, জান না যে ক্ষণকাল মধ্যে আমি তোমার প্রাণ নষ্ট করিব। শ্রবণ করিয়া রাজপুত্র মনে করিলেন, আঃ, এ আবার কি, কিন্তু শীঘ্র উত্তর দানে রাজপুত্র কহিয়াছিলেন, হে দৈত্যপতি! আমি অতি বিপদগ্রস্ত হইয়া সমুদ্র জলে পতিত হইয়াছিলাম, আমি কিপ্রকারে আপনকার অঙ্গে পাদস্পর্শন করাইলাম, আর আপনিই বা এই ঝটিকা কালে ঐ মহা তরঙ্গিত সমুদ্র জলে ছিলেন ইহারি বা কারণ কি? তচ্ছ্রবণে দৈত্য গম্ভীর হাস্যযুক্ত বাক্যে কহিল, ওরে বালক! অস্মদাদি দৈত্য জাতির স্বভাব এই যে. এইরূপ সময় ঘটনা হইলেই অস্মদাদি আহ্লাদে সস্ত্রীক সমুদ্র জল কেলী করিয়া থাকি। এতদ্রূপ পরিচয় দেওন কালে সেই উলাঙ্গ দৈত্য এরূপ প্রস্রাব করিতে লাগিল, যদ্দ্বারা সেই তটের বালুকা ক্ষয় পাইয়া একটি ক্ষুদ্র নদী সম হইয়া তৃণাদি ক্ষুদ্র দ্রব্য সকল ভাসিয়া সমুদ্র স্রোতে পতিত হইতে লাগিল। দৈত্য মনোনিবেশ পূর্ব্বক

তাহাই দেখিতেছিল। এমৎকালে শ্যামবর্ণা গাত্রে জললগ্না, নগ্না পদ্মস্তনা, কটিক্ষীণা, উরুরম্ভা, গুরুনিতম্বা, ঈষদ্ধাস্যাননা, কামাসক্ত নয়না, ঝটিত আগতা হইয়া ঐ দৈত্যের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক শূন্য পথে গমন করিলেন, কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যে সেই শূন্য হইতে কেবল কুহরিত প্রতিধ্বনি শ্রুতিপথগামী হইতে লাগিল। তখন রাজপুত্র মনে করিলেন যে, আমি আপাততঃ নির্ভয় হইলাম, এইরূপ মনে করিয়া কিঞ্চিৎ কাল উপবেশিত ছিলেন। এমৎকালে সেই দৈত্য অন্য এক দৈত্য সঙ্গে ঐ রাজপুত্রের নিকট আগত হইতেছিল। তদ্দর্শনে রাজ-পুত্র ভয়ে ভীত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দৈত্য দূর হইতে ঐ রুদিত রাজকুমারকে অতি ভয়াতুর দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে অভয় প্রদান পূর্ব্বক নিকটাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন। ওহে যুবক! তুমি অতি সৎপাত্র এবং সুপণ্ডিত, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি স্থির হও, যে হেতুক তুমি অস্ম-দ্বিবস্ত্রা স্ত্রীর মুখাবলোকন না করিয়া তৎকালে নিম্ন মস্তকে ছিলে। দেখ, প্রাণনাশশঙ্কাসত্ত্বেও যুবা মনুষ্যগণ উলাঙ্গিত স্ত্রী বিনাবলোকনে কখন ধৈর্য্য হইতে পারে না, আমি ইহা বিলক্ষণ অবগত আছি। এইরূপ দৈত্য পত্নী দর্শনাপরাধে কত শত যুবা ও রাজপুত্র দৈত্য হস্তে নিপতন হইয়াছে, অতএব তোমার উত্তম শিক্ষা, ও উত্তম বংশে জন্ম বলিয়া তুমি সেই ঘৃণিত কর্ম্ম কর নাই, অতএব যে মহোদধির মধ্য দ্বীপ হইতে পর পার গমনে মনুষ্যের কি গন্ধর্ব্বাদি অশক্ত, সেই দ্বীপ হইতে তোমার এই গুণে আমি বশীভূত হইয়া আমার এই ভৃত্য দৈত্যকে প্রদান করিতেছি, তুমি ইহার স্কন্ধারূঢ় হইয়া

পর পারে গমন করতঃ স্থল পথগামী হইয়া কৃতকার্য্য হও বলিয়া দৈত্য পতি গমন করিলেন। রাজপুত্র ঐ ভৃত্য দৈত্যের স্কন্ধারোহণ পূর্ব্বক জলন্তকার অন্ত হইয়া যেন অন্তকের কবল হইতে অন্তর হইলেন। তদনন্তর যখন ভৃত্য দৈত্য রাজপুত্রকে স্থল পথে পরিত্যাগ করতঃ নিজ দেশে চলিল, তখন ঐ কোমলাঙ্গ রাজপুত্র কোন্ দিকে কাহার নিকটে কোথায় গমন করিবেন তাহার কিছুই জানেন না, বিশেষতঃ একে মাতা পিতার স্নেহ বিচ্ছেদ তাপে, দ্বিতীয় সঙ্গী বন্ধুগণ বিয়োগ সন্তাপে, তৃতীয় দেহ ক্লান্তি মনস্তাপে, চতুর্থ ঐ কঠিন তপনোত্তাপে, পঞ্চম সেই আপন প্রিয়তমা দ্বিগুণ চন্দ্রার বিরহানুতাপে রাজপুত্র পঞ্চতপার ন্যায় তাপিত হইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টে বিধাতার প্রতি আক্ষেপোক্তি করণ পূর্ব্বক রোদন করিতেছিলেন। ঐ ঊর্দ্ধদৃষ্ট সময়ে দৃষ্টি হইল যে, নানা দিগ্ দিগন্তর হইতে পুঞ্জে পুঞ্জে বিরহ গুঞ্জরিত গান করিতে করিতে ভ্রমর সকল গন্ধবহের গন্ধযোগে মত্ত হইয়া পদ্মিনীগণের সঙ্কেত স্থানে গমন করিতেছে। তদ্দর্শনে রাজকুমার বিরহে আকুল হইয়া সেই অলিকুল পশ্চাৎ গমন করিয়া দূর হইতে এতদ্দর্শিত হইল যে, অতি সুচিত্রিত স্যন্দনের ন্যায় পর্ব্বত চতুষ্টয়ে একটী বৃহৎ স্থান ঘেরিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে ঐ উড্ডীয়মান ষট্পদ সকল অবতরিত হইতে লাগিল। রাজপুত্র তত্র গমনাশয়ে যখন তদ্দ্বার পথে উপনীত হইলেন, তখন হাস্যমতী যুবতী প্রহরিণীগণ কর্ত্তৃক দ্বারদেশে বারিত হইয়া রাজপুত্র একভিতে উপবেশিত থাকিলেন। সন্ধ্যাকালে ঐ দ্বারপালিকাগণ একত্রিত হইয়া রাজপুত্রকে দেখিয়া দয়াদ্রি্ত

চিত্তে আহারীয় ফল মূল প্রদান পূর্ব্বক তন্নিশি তত্র রক্ষণ করিলেন। পর দিন প্রাতে রাজকুমারের অতি সুরূপ দর্শনে ও সুকোমল বার্ত্তা শ্রবণে প্রহরিণীগণ আহ্লাদিনী হইয়া রাজপুত্রের আগমন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, রাজপুত্র আপন যাবৎ বৃত্তান্ত কহিয়া পরিশেষে আপন মনোগত অর্থাৎ তদভ্যন্তরে গমন স্পৃহা বিজ্ঞাপন করিলেন। যুবতীগণ তদাকর্ণনে হাস্য করতঃ কহিলেন, হে যুবন্! তোমার লক্ষিত স্থানে পুংগমনের অনুমতি নাই, তবে যদি তুমি তৃতীয় দিবস অত্র অবস্থিতি করণক্ষম হও, তদা অস্মদাদি যে কোন প্রকারে হউক আপনাকে ঐ তৌর্য্যত্রিকী সভা দর্শন করাইতে সক্ষম হই। রাজপুত্র তৎস্বীকার করণ পূর্ব্বক তত্র অবস্থান করিলেন। তিন দিবসের দিন মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে প্রহরিণীগণ, রাজপুত্রকে লইয়া তন্মধ্যস্থ নিভৃত স্থানে রক্ষিত করিলেন। রাজকুমার তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথম ঐ চিত্রিত কন্দর চতুষ্টয়ের মধ্যস্থলে চতুর্দ্দিকে স্ফটিক গৃম্ফিত অবতরণ সোপানযুক্ত অতি সুস্বাদু অমৃত তুল্য জল পরিপূরিত, একটি উত্তম বৃহদ্ হ্রদে, কাহার এক যোজন, কাহার দ্বিযোজন, ও কাহার যোজন চতুষ্টয় ও কাহার অষ্টম যোজন, কাহার দশ যোজন ব্যাপিত সুগন্ধিযুক্ত শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত বর্ণের দ্বিদল, চতুর্দ্দল ষড়দল, অষ্টদল, দ্বাদশ দল, ষোড়শ দল, শত দল, ও সহস্র দল, প্রভৃতি অতি বৃহচ্ছত্রাকার সরোজ সকল বিরাজিত রহিয়াছে। যদ্গন্ধে পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জরিত ভ্রমরগণ মকরন্দ পানাশয়ে প্রফুল্ল পদ্মিনীগণের মুখানুসন্ধানে মত্ত হইয়া পদ্মে পদ্মে ভ্রমণ করিতেছেন এবং ঐ মধুভারাক্রান্তা পদ্মিনীগণ ভ্রমর সকলকে মধুদানার্থে

অধীরা হইয়া যেন মলয়া সমীরণ সহযোগে কম্পিত হইতেছে। যদ্দর্শনে রতিপতি শঙ্কিত হইয়া পদ্মিনী দম্পতীয় অঙ্কে অঙ্কে ভ্রমণ করিতেছে। তদ্দর্শনে ঋতুরাজগণ ক্ষুভিত মনে বনে বনে বনপ্রিয়গণ সহ বনবাসী হইয়াছেন। এতদ্ যাবৎ রাজপুত্র কখন দণ্ডায়মান, কখন উপবেশন পূর্ব্বক অবলোকন করিতেছিলেন, কিয়ৎকালান্তে অর্থাৎ যখন দিবাবসানে চন্দ্রোদিত হইলেন, তখন সেই সকল চিত্রিত পর্ব্বত প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকৃত দগ্ধ সুবর্ণবর্ণা আগুল্‌ফ এক বেণী, কুম্বু কণ্ঠী, পীন পয়োধরা, ক্ষীণ কটি, গুরু নিতম্বিনী, উরু কামগুরু সম, যুবতীগণ মরাল গমনে অবতরিত হইয়া স্বর্ণ চন্দ্র প্রায় সেই সরোবরস্থা পদ্মাসীন হইলেন। রাজপুত্র তদ্দর্শনে যেন স্বপ্ন দর্শন করিতেছিলেন, এমৎকালে প্রধান পর্ব্বতস্থ গুহ দ্বার উদ্ঘাটন করণ মাত্রেই, যেন নীল কুঝটিকা, কিরণ মধ্যস্থা, দ্বিরদ গমনা নীরদ বরণা, নবীনা, নীলোৎপল নয়না, নীলোৎপল কলিকাস্তনা, নীলোৎপল সম বসনা, নীলোৎপল ভূষণা, নীলোৎপলবালা নীলোৎপল ললিত মালা ও আলুলায়িত কুন্তলা, ষোড়শী বয়সী বালা সঙ্গিনীগণ সঙ্গে অবতরণানন্তর মধ্যস্থ নীল নলিনী বাসিনী হইয়া ঐ নারীবৃন্দের মুখারবিন্দ নিরীক্ষণে ঈদৃশ হাস্য করিলেন, যেন তড়িৎ জড়িত হইয়া ওষ্ঠাধরে নিমীলিত হইল। তৎপরক্ষণেই ঐ অনঙ্গ মনোমোহিনী রমণীগণ স্বস্ব বীণাদি যন্ত্র মিলনে তাল মান রাগালাপনে, সেই কোকিলকণ্ঠীগণ এরূপ গান করিতে লাগিলেন, যদ্দ্বারা নর্ত্তকীগণ বিনা ইঙ্গিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নর্ত্তনারম্ভ করিলেন। তচ্ছ্রবণে বিমানস্থা দেবীগণ বিমোহিত হইয়া দেবগণ ক্রোড়ে

পতিতা হইতে লাগিলেন। যদ্দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ অম্লান পারিজাত পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্রূপে সেই সুখদ চন্দ্রোদিত ত্রিযামার ত্রিযামকালে সভা ভঙ্গ হইলে প্রধানা নীলাঙ্গী সঙ্গে হাস্য পরিহাস্যে ঐ স্বর্ণবর্ণাগণ গমন করিতেছিলেন। হঠাৎ একটা জ্যোতির ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিয়া যুবতীগণ দ্রুতগতিতে গমন করতঃ কুমারের চতুর্দ্দিক ঘেরিত হইলে যেন, কুমুদ বনে অভিমানে সম্পূর্ণ পূর্ণ চন্দ্র পতিত হইলেন যখন, তখন ঐ চঞ্চলাগণ চঞ্চল চক্ষে কুমারের চমৎকার রূপ দর্শনে চিত্ত চমৎকৃত হইয়া অলসাঙ্গিগণের লালস জন্মিয়া মধুরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে! তুমি কে হে! রমণী মনোবিমোহন। ওহে তুমি কোথা হইতে কামিনী কামিনী করণে আগমন করিয়াছ। ওহে তুমি এরূপ রূপ লাবণ্য নিধি কোথায় পাইলে। ওহে তোমাকে এরূপ অক্ষি ভঙ্গি কে দিল। ওহে তুমি কি হরকুমার অনঙ্গ সঙ্গে অঙ্গ মিলিত করিয়া অঙ্কুরিত নব যৌবনা বনে কোন ফলাকাঙ্ক্ষায় ভ্রমণ করিতেছ? ওহে যুবক! তোমাকে বিধাতা কোন্ রূপে সাগরের সকল সম্পত্তি দিয়া নির্জ্জনে গঠন করিয়াছেন। ওহে রমণীরঞ্জন! তুমি কি চিত্রিত, কি জীবনধারী? যদি জীবনধারী হও তবে একবার কথা কও। বলিলে কুমার মণিময় কহিয়াছিলেন, হে সুন্দরীগণ! দেব বা কিন্নরাদি কিছুই নহি, আমি মনুষ্যজাতি। রাজকন্যা দ্বিগুণ চন্দ্রার প্রণয় আশে দেশে দেশে ভ্রমণানন্তর অবশেষে এই আপনাদের আশ্রয়ে আগত হইয়াছি। অতঃপর যে আমি কোথায় যাব কি করিব তাহার কিছুই জানি না। বলিতে বলিতে রাজকুমারের নয়নজলে বয়ন ভাসিত হইল।

তদবলোকনে সেই যুবতী প্রধানা রত্ন জ্ঞানে যত্ন পূর্ব্বক হস্ত ধারণ পুরঃসর আপন অট্টালিকায় আনয়নকরতঃ রাজকুমারকে আতিথ্য বিধানে আহার পান দানে উত্তম শয্যায় শয়ন করাইলেন। পর দিন প্রাতে ঐ যুবতীগণ, একত্রিত হইয়া আপনা আপনি বহু অনুতাপ করতঃ রাজপুত্রের প্রতি কহিতে লাগিলেন, হে রমণীমনোবিনোদন! আমাদের আত্ম কলহভয়ে আপনাকে আমরা ওষ্ঠে প্রাণ করিয়া এতন্নিষ্ঠুর বাক্য কহিতেছি যে, আপনি ইচ্ছা মত স্থানে গমন করুন্, কেন না প্রকৃতির মনোবৃত্তি বুঝিতে 'দেবাদি অপারগ, অপর অন্যে পরে কা কথা। দেখ অস্মদাদির মধ্যে আপনাকে কোন্ জন কোন্ সময়ে কোন্ গোপনীয় স্থানে লইয়া সুখবর্দ্ধিনী হইবেন, তখন অস্মদাদি সকলেই চির ক্ষুভিত হইব। আর দেখ অস্মদাদি বহু কষ্টে আশু শাপোদ্ধার হইয়াছি, পুনর্ব্বার কি তব সম সুপুরুষ সহবাসিনী হইয়া পুনঃ কি বিপদে পতিতা হইব। বিশেষতঃ এই স্থান পুং অবস্থানের চিরনিষিদ্ধ স্থান। এবিধায় অস্মদাদির প্রতি ক্ষমা দান করুন্ এবং আপনি শীঘ্র গমন করতঃ সেই দ্বিগুণ চন্দ্রার্ক মনোরথ পূর্ণ করুন্। এতচ্ছ্রবণে রাজপুত্র নম্র বচনে কহিতে লাগিলেন, হে মহিলাগণ! প্রথম আমাকে জ্ঞানোদয়ের কাল প্রদান করুন্, যেহেতুক আমি এতৎ সরোবর সরোজাদি, ভূধর প্রভৃতি যুষ্মদীয় রূপ লাবণ্য, নৃত্য গীতাদি যাবৎ দর্শন করিয়াছি ও করিতেছি, এতাবৎ স্বপ্ন, কি প্রকৃত, অগ্রে তদনুবোধন করি, পশ্চাৎ গমন বিষয়ের বিবেচনা হইবে। এতচ্ছ্রবণে রমণীগণ কহিলেন, হে যুবক! একটি সামান্য উদাহরণ বলি, যদি গত নিশিযোগের

জল পানে আপনকার পিপাসা শান্তি সত্য হইয়া থাকে, তবে ঐ সরোবরাদি, নৃত্য গীত প্রভৃতি সকলি সত্য বোধ করুন্। এতদাকর্ণনে রাজপুত্র কহিলেন, অহো! ভাল মনে হইল, দেখুন কেবল ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়, এমত নহে, আচণ্ডাল নীচ প্রভৃতিকে ও যে যেমন, তেম্নি ভোজন দক্ষিণা দিতে হয়, ইতি লোক প্রসিদ্ধ এবং উত্তম প্রথাও বটে। যথা—ব্রাহ্মণকে ধন ও মহৎকে যত্ন এবং নীচ প্রভৃতিকে কেমন উদর পরিপূর্ণ হইয়াছে এই মিষ্ট সম্ভাষণ স্বরূপ দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। কিন্তু গত রজনীর অভ্যাগত ভোজনের দক্ষিণা প্রদান হয় নাই, অতএব আপনাদের নিজ পরিচয় রূপ দক্ষিণা দানে অস্মদকে বিদায় প্রদান করুন্। এতচ্ছ্রবণে সেই সুমুখী হাস্যমুখীগণ ঈষন্নম্রমুখী হইয়া কহিতে লাগিলেন, মহাশয়! অস্মদাদির পরিচয় সারথি মুখে প্রাপ্ত হইবেন, বলিয়া সকলে স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অতি অব্যবহিত কাল মধ্যে উত্তম স্যন্দন সহ সারথি আগত হইয়া রাজপুত্রকে রথারোহণ করাইয়া শূন্যপথগামী হইলেন। যখন প্রচুর বেলা হইল, তখন উত্তম সরোবর জলে স্নান পূজাদি করণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রথারূঢ় হইয়া গমন কালে ক্রমে সূর্য্য কিরণের বিরাম হইয়া চন্দ্র কিরণোদিত হইলে, নিম্নভাগে কত শত নদ, নদী, ও সমুদ্রাদি, পর্ব্বত প্রভৃতি মহারণ্য ও নানা রাজ্য সকল অবলোকন করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন। তন্মধ্যে অট্টালিকার উপরিভাগে কত কত রাজকন্যাদি স্ত্রীসাধারণ, মনুষ্যাদি দর্শনে রাজপুত্রের মনে দুঃখ ও খেদ উপস্থিত হইয়া

সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহানুভব! আপনি কে, ও কাহার অনুমতিতে আমাকে কোথায় লইয়া যাইবেন? এতদাকর্ণনে সারথি কহিতে লাগিলেন, হে সুকুমার! প্রথম আত্মবৃত্তান্ত বলি, শ্রবণ কর বলিয়া কহিতে লাগিলেন। অস্মন্নাম অনুকূল দৈত্য, আমি কৃত যুগে শুম্ভ নিশুম্ভ রাজার রথ কুটুম্ব ছিলাম। পরমাপ্রকৃতি ভগবতী মহামায়া সহ ঐ দৈত্যরাজের যুদ্ধকালে আমি ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক শিবারাধনায় রত হইলে, বহু কালান্তে সেই দয়াময়ের করুণায় রাজকোপে নির্ভয় হইয়া এই সুন্দরী নারীগণের স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালাদির রথ কেলী করণ কারণ এক্ষণে ঐ রমণীগণের রথপ্রদ হইয়াছি, ঐ স্ত্রীগণাজ্ঞায় তোমাকে রথারূঢ় করাইয়াছি। এতচ্ছ্রবণে ঐ যুবতীগণ স্বর্গস্থা দেব কন্যা কি কোন্ জাতি, রাজপুত্র ঐ দৈত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে সারথি দৈত্য কহিতে লাগিলেন, হে যুবকরাজ! আশ্চর্য্য শ্রবণ কর। যৎকালে বিষ্ণু কণ্ঠবিলাষিণী, বাগ্‌বাদিনী অসুরগণ কর্ত্তৃক হারিত হইয়া, বিষকুণ্ডে বিরাজিতা থাকিয়া ঐ কুন্দ কুসুমাঙ্গী শ্যামাঙ্গী হইয়া অসুরগণের মনোরথ পূর্ণ করণ পূর্ব্বক, দৈত্যেশ্বরী ঐ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া যখন স্বস্থানে আবির্ভাব হইলেন, তখন, ঐ দেবীর এই পরিচারিণীগণ শুভ্র মহাদেবীকে পরমাশ্চর্য্য শ্যামা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া চমৎকার জ্ঞানে হাস্য করিয়াছিলেন। বাগীশ্বরী আশু হাস্য দর্শনে ব্যঙ্গ বিবেচনায় আপন পরিচারিকাগণকে মলিনাঙ্গ ভব বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। করণ মাত্রেই সকলেই মলিনাঙ্গ হইয়া দেবীর বিবেচনার বিনিময় জ্ঞানে পরিচারিণীগণ রুদিতা হইয়া বিনয়ে কহিয়াছিলেন, হে

পরমেশ্বরি! হে মাতঃ! আমরা কোন্ অপরাধে অপরাধী হইলাম, আমরা ঐ পরম মূর্ত্তি দর্শনে কৌতুক বা ব্যঙ্গ বুদ্ধিতে হাস্য করি নাই, অর্থাৎ এরূপ চমৎকার শ্যামা রূপ কখনত দেখি নাই, ইতি পরম জ্ঞানে আহ্লাদে হাস্য করিয়াছিলাম, আমরা আপনাকে পরিহাস করি নাই। এতদাকর্ণনে সেই সর্ব্বান্তর্যামিনী বিষ্ণু কামিনী নিজ পরিচারিণীগণের অন্তর্বৃত্তি জানিয়া ঈষল্লজ্জিত হইয়া আপন অলঙ্ঘনীয় শাপ ক্ষয় হেতু ঐ তোমার দর্শিত উত্তম স্থানে তপস্যায় প্রেরণ করিলে, তপোবলে প্রায় সকলে শাপ বিমোচন হইয়াছেন, কেবল ঐ নীলাঙ্গী প্রধানা শাপোদ্ধার হইলেই সেই মহাদেবী সরস্বতী সমীপে গমন করতঃ স্বস্ব কার্য্যে নিযোজিতা হইবেন।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! এই মহাবিস্তার কথন সঙ্ক্ষেপে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ দিনে রাজপুত্রের নিকট এতদ্যাবৎ কথিত হইলে, পুনঃ দৈত্যপুঙ্গব ঐ রাজপুত্রের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া কহিলেন, হে মহাশয়! যখন আপনি কোন বিপদিপতিত হইবেন, তখন, অনুকূল দৈত্যকে স্মরণ করিলে সানুকূল হইয়া তোমার বিপদুদ্ধার করিবেন বলিয়া ঐ দৈত্য রাজপুত্রকে চৈত পর্ব্বতে রাখিয়া গমন করিলেন। হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! রাজকুমার ঐ তিন দিবসপর্য্যন্ত চৈতপর্ব্বতস্থ থাকিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ পর্ব্বতের উত্তর পশ্চিম ভিতে একটী প্রস্তরিত সোপানশ্রেণী নিরীক্ষণে, ক্রমে অবতরিত হইয়া সায়ংকালের প্রাক্কালে একটী ত্রিকোণমন্দিরের বহির্ভাগে অতি সুরূপা, তেজঃপুঞ্জা, এক জটা, রক্তবর্ণ ফোঁটা, রক্ত পাটা, রক্তাম্বরা, ত্রিশূলধারিণী, উপবেশিনী দেখিয়া রাজপুত্র সমীপস্থ হইয়া

প্রণামপুরঃসর দণ্ডায়মান থাকিলেন। যোগিবেশা রাজপুত্রের অবস্থান স্থানাশা জানিয়া আসন প্রদানে, বসুন ইঙ্গিত করিলেন। তদনন্তর রাত্রিযোগে সেই মৌনি স্বর্ণপাত্র পরিপূরিত শিবপ্রসাদ ভোজন করিতে দিয়া আপনি কবাটাবরোধ করিলেন। প্রাতে শিব পরিচারিণীগণ আগতা হইলে রাজকুমার বিদায় হইয়া এতন্নিম্নদেশ প্রবেশ করিলেন। যত্র চন্দ্র সূর্য্যের আভামাত্র, কিন্তু তদ্দেশ নানা শস্যশালিনী বটে, বিশেষতঃ বিষফলবিধায়ে দ্রাক্ষফল তদ্দেশীয় লোকের ব্যবহরণীয় নহে। এতন্নানা রীতি প্রকৃতি দর্শন করিয়া রাজপুত্র নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন ইত্যাদি।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! কালের গতি অতি দুর্নিবার। সেই কাল গতিতে একদিন ঐ রাজকুমার মণিময় যে পথে গমন করিতেছিলেন, তৎপথপার্শ্বে এক জন বিলক্ষণ পরিচ্ছদধারী উপবেশিত ব্যক্তি কিঞ্চিদ্দূর হইতে ঐ যুবকাবলোকন করিয়া কাপট্য আহ্লাদ প্রকাশে আসুন আসুন বলিয়া আহ্বান করিলে, রাজকুমার নিকটস্থ হইবামাত্র সেই শঠশিরোমণি অমনি দৃঢ়রূপে রাজপুত্রের হস্তধারণপূর্ব্বক স্কন্ধারূঢ় হইয়া অস্থিহীন ত্বচ পদে, শরীর বেষ্টন করিয়া কহিতে লাগিলেন,ওরে যুবা! অস্মদ্দেশের সকলেরি অস্থিহীন পদ, কেবল ত্বচ্‌মাত্র ও ব্যবহার বিদেশীয় মনুষ্যস্কন্ধারোহণে গমনাগমন করিয়া থাকি, কিন্তু বহু দিনাবধি অস্মদের তদাভাব ছিল, অদ্য তোমাকে লাভ করিয়াছি, অতএব এক্ষণে শীঘ্র তুমি মদ্ভবনে গমন কর, নতুবা কশাঘাত সহ্য করিতে হইবে। রাজপুত্র যখন এতন্নিষ্ঠুরবাক্য শ্রবণ করিলেন, তখন যেন মস্তকে বজ্রপতন হইল। কি করেন, রাজ-

পুত্র নিরুপায় হইয়া ঐ শঠগৃহে গমন করিলেন। সেই শঠপত্নী বাহনপ্রাপ্ত আহ্লাদে শীঘ্র শৃঙ্খল হস্তে আগতা হইয়া রাজপুত্রের হস্ত পদ শৃঙ্খলিত করিয়া পতিকে অবতরণ করাইয়া আহার পানদানে স্নিগ্ধ করণানন্তর, যথাকালে ঐ গৃহিণী কিঞ্চিৎ ভক্ষ্যদ্রব্য লইয়া বাহককে প্রদানার্থে আগতা হইয়া বাহকের রূপ নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওরে বাছা! তুমি কে, কোন দেশীয় মনুষ্য? তদুত্তরে রাজপুত্র কহিলেন, এতদ্বিস্তার আমি আপনাকে পশ্চাৎ কহিব, অগ্রে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনাকে এই সংসারের কর্ত্রীর স্বরূপা দর্শন হইতেছে, কিন্তু ঐ গৃহকর্ত্তার নিকটে আর একটী স্ত্রী বসিয়া, উনি কে? তদুত্তরে ঐ স্ত্রী অতি খিদ্যমানা হইয়া কহিল, আমি ঐ কর্ত্তার প্রধানা স্ত্রী, আর ঐ নিকটে উপবেশিনী আমার সপত্নী পতিপ্রিয়া। তচ্ছ্রবণে রাজপুত্র কহিলেন হাঁ, আমি তাহা প্রায় জানিতে পারিয়াছি বলিয়া কতকগুলীন দ্রাক্ষফল রাজপুত্রের নিকট ছিল, তাহাই ঐ গৃহিণীকে দিয়া জল ও অগ্নিদ্বারা যেরূপে প্রস্তুত করিতে হয় তাহা কহিয়া, আরো কহিলেন, ঐ প্রস্তুতদ্রব্য আহারকালে আপনার পতিকে প্রদান করিলে আপনিও স্বামি নিকটে আদরণীয়া হইবেন। তৎকথনানুসারে ঐ স্ত্রী অতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া মনে করিলেন, আমি কি অতি প্রিয় হইব? বলিয়া শীঘ্র ঐ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ভোজনকালে স্বামিকে পান করাইলেন। স্বামী পানান্তেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে প্রিয়ে! আহা এতদুপাদেয় দ্রব্য তুমি কোথায় পাইলে, ও কি প্রকারে প্রস্তুত করিলে, আহা! আরো কিঞ্চিৎ

আনিয়া দেও বলিলে, গৃহিণী যৎকিঞ্চিৎ ছিল, তাহাই আনিয়া দিল। পরদিন এতদ্রূপ প্রস্তুত করাইলেন যে, পরিবারসহ ভোজন করিয়া সকলেই আহ্লাদ প্রকাশ করিল। আর ঐ কর্ত্তা বাহককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বাহক! কল্য অস্মৎ পিতৃশ্রাদ্ধ হেতু আমি কুটুম্ব স্বজনাদি গ্রামস্থ তাবৎকে ভোজন নিমন্ত্রণ করিয়াছি, এজন্য তুমি স্বয়ং পরিশ্রমপূর্ব্বক সেই পানীয় পরমদ্রব্য অধিকতর প্রস্তুত কর, অর্থাৎ যদ্দ্বারা অকুলান না হয়। এতচ্ছ্রবণে যুবরাজ রাশি রাশি ফল আনয়ন করাইয়া সেই মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করতঃ বৃহদ্বৃহৎ পাত্র পরিপূরিত করিয়া রাখিলেন। মধ্যাহ্নকালে ঐ নিমন্ত্রিত ত্বচপদগণ সকলেই মনুষ্যবাহনে আগত হইয়া আহারে বসিলেন। সকলের অর্দ্ধাশন সময়ে কর্ত্তা বাহককে প্রস্তুতীকৃত স্বহস্তে সেই যুষ পরিবেশন করিতে কহিলেন। রাজপুত্র প্রথম ক্ষুদ্র পাত্রে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। পানে সকলেই হৃষ্ট হইয়া পুনঃ প্রার্থনা করিলেন যখন, তখন রাজপুত্র পাত্র সকল পরিপূর্ণ করিয়া প্রদান করিলেন। উদর পূর্ণ হইলেও মাদকত্ব গুণে মত্ত হইয়া সকলেই দেহিং কহিলে রাজপুত্র ক্রমে ক্রমে অপর্য্যাপ্ত প্রদান করিতে লাগিলেন। পানে প্রবল মাদকতা শক্তিগুণে সকলেরি অবসাঙ্গ হইয়া সকলেরি দেহ বেষ্টনীয়া পদত্বচ্ ক্রমে শ্লেথ ভবনানন্তর আলুলায়িত হইয়া সেই নিষ্ঠুর দুষ্ট সকল যখন ভূমিশায়ী হইতে লাগিল, তখন মণিময় ঐ বাহকগণ প্রতি কহিতে লাগিলেন, কেমন, চির আবদ্ধ বাহক সকল! এক্ষণে আমি অনুমান করি যে, তোমরা সকলেই আবদ্ধপ্রায় হইয়া থাকিবে। তদুত্তরে সকলেই কহিলেন, হাঁ

মহাশয়, তোমার প্রসাদে আমরা সকলেই মুক্তপ্রায় হইয়াছি, এক্ষণে আজ্ঞা করুন্, এই চির জীবন শত্রুগণের মস্তকে প্রস্তরাঘাত করিয়া নিপাত করি। এতৎ কথনে রাজকুমার কহিলেন, না, না, না, ভ্রাতৃগণ! অস্মদাদির ক্লেশদাতৃগণ কালে বহু ক্লেশ ভোগ করিবে, তোমরা ইহাদের জীবন নাশ করিয়া প্রাণি-হত্যার পাপভাজন কেন হও, আইস আমরা অন্যের ভাবি কষ্ট নষ্ট হেতু এতদ্যাবৎ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করতঃ উচ্চ স্থানে রক্ষণপূর্ব্বক গমন করি। ভাবিকালে ঐ অস্মৎকৃত লিপি দর্শনে অন্যের অনাগমন হইলেই এতদ্দুষ্টগণের মনে নানা কষ্ট হইবে। এতচ্ছ্রবণে সকলে রাজকুমারকে সাধুবাদ করতঃ ঐ বৃত্তান্ত ঘটিত যাবৎ লিপি বদ্ধ করণ পূর্ব্বক সকলে বহু দূর গমন করিয়া এক প্রবাহিত নদী জলে স্নান পূজা করণ পূর্ব্বক বহু দিনান্তে বিনা পরিশ্রমে উপবেশন করিলেন, এবং সকলেই বাষ্পবারি পরিপূর্ণ লোচনে রাজকুমারের সমর্য্যাদে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণ পূর্ব্বক বিনয়ে কহিতে লাগিলেন, হে মহানুভব! আপনি কি অস্মদাদির জীবন দান হেতু মনুষ্যরূপী হইয়া অত্রাবির্ভাব হইয়াছেন? বিশেষতঃ আপনার যে রূপ ও যে গুণ ও যে সকল কৌশল দর্শনে কদাচই মনুষ্যজ্ঞান হয় না, তবে যদি যথার্থ মনুষ্যজাতি হন, তবে কোন্ মহদ্বংশোদ্ভব, আজ্ঞা করুন্। তখন রাজকুমার মণিময় অতি নম্র ভাবে কহিলেন, হে বন্ধুগণ! দেহিগণের দেহে কালে সুখ দুঃখ উদ্ভব হইয়া থাকে, কালই কর্ত্তা জানিবেন, মনুষ্যের সাধ্য কিছুই নহে। সে যাহা হউক আমি একাকী, আমার পরিচয় দানে বিলম্ব হইবে না, আপনারা বহুজন, যদিও জিজ্ঞাসা করিতে শঙ্কা হয়, তথাচ

আপনারা কোন্ দেশীয় ও কোন্ বংশোদ্ভব,দয়া প্রকাশ করিয়া কহিলে অত্যন্ত সুখী হই। তচ্ছ্রবণে সকলেই সকলের মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন যখন, তখন এক জন সর্ব্ব দেশজ্ঞ পথদর্শক ভট্ট গাত্রোত্থান পূর্ব্বক করযোড়ে কহিতে লাগিল, মহাশয়! আমি আপনকারদিগের স্তুতি পাঠক ও বন্দী, অস্মদ্বাক্যে অবগতি করুন্। এই সকল মহাশয়, ইঁহারা সকলেই রাজপুত্র, পালিব্রত রাজ্যের রাজকন্যার স্বয়ম্বরে গমন করিয়া আগমন কালে মহাশয়ের উদ্ধারিত বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। আমি ইঁহাদের সকলকেই জানি, এবং মহাশয় যে মহাকাল নগরীয় রাজপুত্র তাহাও বিদিত আছি, বলিয়া অঙ্গুলির দ্বারা দর্শন করাইয়া কহিতে লাগিলেন, এই মহাশয় হিড়ম্ব দেশীয় রাজার পুত্র ও এই মহাশয় বরারী রাজ্যের রাজাত্মজ ও এই মহানুভব ক্রমানন্দ রাজ্যের নৃপ নন্দন। এতদ্রূপে ক্রমান্বয়ে একোনশত রাজকুমারের পরিচয় প্রদান করিলে কুমার মণিময় ঐ সকল রাজপুত্র সহ প্রেমালিঙ্গন আলাপনাদি হাস্য পরিহাসে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া গমন করিয়া সেই গভীর ভূমির অন্তে দক্ষিণ পশ্চিমদিকের সোপানোত্থিত হইয়া পৃথিবীর সম ভূমিতে রেবা নদী তীরে বৎসেশ্বর নামক শিব সন্নিধানে পরিশ্রমের বিশ্রামার্থে স্থানস্থিত হইলেন। কিন্তু এক বৎসর এই বৎসেশ্বরারাধনা করিলে মনোরথ পূর্ণ হয়। এতচ্ছ্রুতে মণিময় ভিন্ন অন্য রাজপুত্রগণ ঐ বৎসেশ্বরারাধনার সংকল্প করিয়া পূজারম্ভ করিলেন, মণিময় নিত্য পূজা করিয়া থাকেন ইত্যাদি।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! সুখ দুঃখাদি ভোগ ভয়ে হর্ষ বা অনুতাপিত হওয়া সে সকলি অলীক, যেহেতুক তৎ কর্ত্তা কাল, ঐ কালের

গতি অতি সূক্ষ্ম, কাহার বুঝিবার শক্তি নাই। দেখ যে রাজকুমার মণিময় আপন বুদ্ধি কৌশলে মহা বিপদ হইতে একোনশত রাজপুত্রকে উদ্ধার করিয়া জীবনপ্রদ হইলেন। সেই রাজকুমার একাকী পুষ্প চয়নার্থে বহুদূর গমন করিলে, এক স্থান হইতে শীতল সমীরণ সহকারে পুষ্পগন্ধে দিক্ সকল প্রমোদিত হইতেছে। তদ্দর্শন হেতু রাজপুত্র তদভ্যন্তরে গমন পুরঃসর চতুর্দ্দিকে জলজ, স্থলজ পুষ্প সকলে লোলুপ মধুপ সকল মধুপানে মত্ত হইয়া পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করিতেছে ও জলাশয় সকলে রাজহংস, রাজহংসী ও সারস, সারসী, ডাহুক, ডাহুকী, চক্রবাক, চক্রবাকী, নানা জাতি জলচরগণ, সুশীতল সুকোমল কমল ছদ ছায়ায় নানা রঙ্গে কেলী করিতেছে। কুমার মণিময় তদ্দর্শনে একেবারে বিরহে বিহ্বল হইয়া এতৎ প্রলাপ বাক্যের ন্যায় কহিয়াছিলেন যে, হে নিশ্চঞ্চলা চপলা রাজবালা! একবার হংসী মালার ন্যায় আমার হৃদয় রূপ শরৎ গঙ্গায় অক্ষি জলপ্রবাহে কেলী করতঃ আমার তাপিত জীবনকে সুশীতল কর। হে চকোরনন্দিনি চন্দ্রবদনে রাজনন্দিনি! একবার আমার হৃদয়াকাশে উদয় হইয়া সুধা দানে এই তৃষিত চকোরের প্রাণ দান কর। ইত্যাদি নানা বিলপনীয় বাক্য প্রয়োগে মুগ্ধ প্রায় হইলেন। পুনঃ জ্ঞানোদয় হইয়া মনে মনে করিলেন, অহো! ইহারি নাম অরণ্যে রোদন, কেন না আমি কাহাকে কহিতেছি, কেবা শ্রবণ করিতেছে। আমি যাহার জন্য সংসারের সুখসচ্ছন্দ যাবৎ পরিত্যাগ করিতেছি, তথাচ যখন তাহার দর্শনের কোন প্রসক্তি নাই, তখন আর এছার জীবনের প্রয়োজন কি, ইতি বিবেচনায় আরও কিয়-

দূর গমন করিলে, ঐ উদ্যানস্থ শিবালয় একটী নয়নপথগামী হইল। ক্রমে তত্র গমন পূর্ব্বক মন্দিরস্থ ভবধব ভবানী পতিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করণ পূর্ব্বক মস্তকোত্তোলন কালে ঐ শিব পশ্চাৎ ভাগে অতি সুশীলা, রোদনশীলা, বিদ্যুন্মালার ন্যায় রূপবতী, যুবতী স্ত্রী একটী হঠাৎ দর্শন করিয়া অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল, এবং যদিও রাজপুত্রের জিজ্ঞাসনের কোন প্রয়োজন ছিল না, তথাচ রুদিতা অনুরোধিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইল, হে সুন্দরি! আপনি কে, আর কি কারণ ক্রন্দন করিতেছেন, কহ? তচ্ছ্রবণে সেই অবগুণ্ঠনবতী ঐ জিজ্ঞাস্যের উত্তরাভাবে নিজ উপায়াভাব হেতু সেই নলিনীমুখী মলিনমুখী হইয়া নিম্ন মুখে কহিতে লাগিলেন, হে মহাশয়! এই অভাগিনী পালিব্রত রাজ্যের রাজনন্দিনী, যদিও অস্মৎ স্বয়ম্বর কালে বহু রাজপুত্রের সমাগম হইয়াছিল, কিন্তু আমার বরমাল্য সেই বিজয় রাজ্যের রাজকুমার চন্দ্রকুমারের রূপ আকর্ষণ করিল। তদ্দর্শনে পিতা মাতা সকলেই আপ্যায়িত হইলেন, এবং সখীগণ সকলে পরম সন্তুষ্টা হইয়া আমাকে পিতৃ অট্টালিকার উপরিভাগে সেই পতি সহ শয়ন করাইয়াছিলেন, কিন্তু পর দিন প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গে আমি এক পর্ব্বত গুহ মধ্যে শায়িনী রহিয়াছি, এবং সঙ্গিনী কেহই সঙ্গে নাই, দর্শন করিয়া ভয়ে ক্রন্দন করিতেছিলাম, এমৎকালে একটা দৈত্য ঐ গুহ মধ্যে আসিয়া অস্মন্মনোমোহনের বহু চেষ্টা করিল, যখন অস্মদকে নিতান্ত নিরুত্তর দেখিল, তখন ক্রোধে গমন করিয়া পুনঃ ক্ষণকাল পরে কতকগুলা দগ্ধমাংস ও আসবাধার হস্তে আর একটা দৈত্যসহ আগত হইয়া মদিরাপাণ করিতে করিতে

আমা প্রতি রক্তাক্তলোচনে কর্কশবচনে কহিতে লাগিল, ওরে পাপস্ত্রীমতি! তোর সেই সামান্য মনুষ্য প্রতি, প্রিতীক্ত মনের আসক্তি এত, আর আমি দৈত্যজাতি, আমার প্রতি তোর অবহেলা, ভাল আমি এইক্ষণেই তোর প্রিয় রাজপুত্রকে নষ্ট করিতাম, কিন্তু সেই নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে প্রাণে নষ্ট না করিয়া আমি অদ্যই তাহাকে অন্তদ্বীপের শেষ ভাগে লইয়া রাখিব, কল্য তোমাকে অস্মৎ প্রতি অসম্মতির দণ্ড প্রদান করিব, বলিয়া উভয়েই চলিয়া গেল। তদনন্তর রাত্রি সার্দ্ধদ্বিতীয় যাম সময়ে সেই সঙ্গী দৈত্য আগত হইয়া আমাকে কহিল, অহো রাজকন্যে! যদি জীবনেচ্ছা কর, তবে শীঘ্র আমার সঙ্গে আইস। তদুত্তরে আমি মনে করিলাম যে, তুমিও তাহারি সঙ্গী, আবার তুমি বা কি করিবে। ইতি বিবেচনায় আমি অনেক ক্ষণ নিরুত্তর থাকিলে, দৈত্য উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া শয্যাসহ আমাকে এতদুদ্যানের দ্বারপথে আনিয়া রক্ষণপূর্ব্বক কহিল, এই দৈত্যাগম্য উদ্যানের শিবালয় গমন করত তুমি আপন প্রাণ রক্ষা কর। আমি এতচ্ছ্রবণে কিঞ্চিৎ নির্ভয় হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, এই স্থান দানব অনাগমনের হেতু কি? তদুত্তরে দৈত্য কহিল, পূর্ব্বে এতৎ রম্যকোদ্যানে স্বর্গাধিপতি শক্রসন্তান জয়ন্ত স্বীয় পত্নীসহ ক্রীড়া করিতেন। একদিন জম্ভাসুর ঐ জয়ন্ত পত্নীকে ভয় প্রদর্শন করাইলে ইন্দ্রসুত কুপিত হইয়া ঐ জম্ভ দৈত্যকে অনেক ভৎর্সনা করিল। দৈত্য সেই নিন্দাবাদ কটূক্তি শুনিয়া যুদ্ধাদি নানা বিঘ্নদ্বারা জয়ন্তের নিত্য সুখক্রীড়া ভঙ্গ করিতে লাগিল। তৎকর্ত্তৃক সর্ব্বদা ক্রীড়াবিঘ্নভবনশঙ্কায় সুরপতিসুত

মনে করিলেন যে, এরূপে অসুরের শীঘ্র কিছুই করিতে পারিব না, অতএব এই স্থানে ইষ্ট দেবদেবের স্থাপনা করিয়া বর প্রার্থনা করি, বলিয়া এই জয়ন্তেশ্বর শিবস্থাপন করত বহুদিন প্রার্থনা করিয়া এস্থলে দৈত্যছায়া পতিত হইলে, দৈত্যস্কন্ধ হইতে মস্তক ভূতলে পতিত হইবে, এই বরলাভ করিয়া বহু যত্নে জয়ন্তেশ্বরের পূজা করিয়াছিলেন। তদবধি এস্থলে অসুর আগমন প্রসক্তি নাই। এতৎকথনানন্তর দৈত্য গমন করিলে আমি এই শিবালয়ে দুই দিবস অবস্থান করিতেছি। এতচ্ছ্রবণে ভাবিতান্তঃকরণে রাজপুত্র নদীতে স্নানহেতু গমন করিয়া কতকগুলীন ফল, পুষ্প ও জল আনিয়া অতি কাতরে জয়ন্তে-শ্বরের পূজা পাঠ করণানন্তর যোড় হাতে এক পদে ক্রন্দন করিতে করিতে সকাতরে কহিতে লাগিলেন। হে হিমাদ্রি-সুতানাথ! হে বিশ্বনাথ! হে অগতিরগতি নাথ! এই স্বধর্ম্মিণী রাজনন্দিনীর ধর্ম্মরক্ষণপূর্ব্বক অস্মজ্জীবনরক্ষা করুন্, বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। এমৎকালে যেন সেই দয়া-ময়ের অনুকম্পার চিহ্ন, হঠাৎ এক চতুর্দন্তা, শ্বেতাঙ্গী, মাতঙ্গী আগতা হইয়া প্রথম ঐ রাজকন্যাকে নিজকরে আকর্ষণ করতঃ পৃষ্ঠে স্থাপন করিল। তৎপরে রাজপুত্রকেও তদ্বৎ গ্রহণকরণ-পূর্ব্বক নিশাকালে অরণ্যপথে গমন করিয়া যে স্থলে জলশূন্য, শস্যশূন্য, বৃক্ষাদি ছায়াশূন্য, গুল্মলতাশূন্য, সেই স্থানে স্থাপন করতঃ আপন স্থানগামী হইল। ইত্যাদি চমৎকারদর্শনে রাজপুত্র কহিতে লাগিলেন। বিধাতা, এ তোমার কিছুই আশ্চর্য্য নহে, বলিয়া রাজকন্যাকে তথায় রাখিয়া ছায়া ও জল অন্বেষণে রাজকুমার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইতি মধ্যে

প্রখর সূর্য্যকিরণে রাজকন্যার চতুর্দ্দিগাকীর্ণ করিলে, রাজকন্যা ঐ অসহ্য তপনোত্তাপে ক্রন্দন করিতেছিলেন। মণিময় দূর হইতে তদ্দর্শন করিয়া ত্বরায় আগত হইয়া নিরুপায়ে আপন দেহছায়ায় ঐ রাজকন্যাকে রাখিয়া, বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, অদ্য নিদারুণ সূর্য্যকিরণেই অস্মদুভয়ের জীবনের নাশ হইবে, যেহেতু অস্মদ্দেহে আর কতই সহ্য হইবে, বলিয়া প্রাণপ্রয়াণ সময়ের বিলাপ করিতেছিলেন।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! কালের কিবা অদ্ভুতক্রীড়া, যাহা দেবাদির বোধগম্য ও অগোচর। দেখ ঐ রাজসন্তানদ্বয়ের নিরুপায় বিপদের অচিরে উপায়রূপী, শূন্যমার্গগামী মহাশব্দে যেন নৃত্য করিতে করিতে একটী সুবর্ণবর্ণ অঙ্গ, রক্তবর্ণ পদদুটী, মরকতবর্ণ পক্ষদ্বয়, পীতবর্ণ সুদৃশ্য চঞ্চুতে দুইটী কল্পবৃক্ষের ফল, পদনখে ধৃত দুইটী করিশাবক ও গলায় রামগুণ গান করিতে২ বিহগবর অবতরিত হইয়া, প্রথম নিজ পক্ষদ্বারা ছায়া করত কহিলেন, হে সুকোমলকান্তি বালক বালিকা! তোমরা অগ্রে এই ফলদুটি ভোজনকরণপূর্ব্বক জীবনরক্ষণ কর, আমি এতদবকাশকাল মধ্যে অস্মন্নখধৃত করিযুবকদ্বয়কে আরণ্যপথদর্শন করাই, বলিয়া গমন করিলেন। কিন্তু নিমেষার্দ্ধ মধ্যাগত হইয়া পূর্ব্ববৎ অনাতপ করিলেন। তদ্দর্শনে জীবন প্রাপ্তের উপকার প্রাপ্তে কৃতজ্ঞতার সহিত অতি বিনয়ে রাজপুত্র ঐ পক্ষী প্রতি কহিতে লাগিলেন। হে দয়ার্দ্রচিত্ত মহাশয়! অস্মদাদির প্রতি এতদ্রূপ করুণা করণের কারণ কি, এতদাকর্ণনে দ্বিজরাজ কহিতে লাগিলেন। হে অমৃতভাষি রূপরাশি বালক! এতৎকার্য্যকরণ অতি আশ্চর্য্য নহে, যেহেতু জীবের

উপকার জীবের কর্ত্তব্যকার্য্য বলিয়া কহিতে লাগিলেন। হে বালক! আমি শ্রীরামমৈত্র জটায়ুবংশোদ্ভব, এই স্থল অস্মদধিকার, যথাসাধ্য আমি নিত্য এই স্থলের বিপদাক্রান্ত জীবের সম্পদচেষ্টা করিয়া থাকি, অদ্য পঞ্চদিবস হইল, মৃদাকার একটী মনুষ্য যুবা রাজপুত্র এই স্থলে পতিত ছিলেন, আমি সেই যুবককে সুশ্রূষাকরণপূর্ব্বক নিজ ভবনেরক্ষণ করিয়াছি, এবং অদ্য ঐ করিযুবাদ্বয় যুদ্ধ করিতে করিতে সমুদ্রজলে পতিত্ত হইয়াছিল, তাহাদের বনপথদর্শন করাইলাম, এইক্ষণে যদি দয়া করিয়া অস্মদ্ভবনে গমন কর, তবে আইস, আমি লইয়া যাই। তৎকথনে রাজপুত্র কহিলেন, মহাশয়! ফলদানে, ছায়াদানে প্রাণপ্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা আপনকার পালিত হইয়াছি, যথাকর্ত্তব্য করুন্। বলিলে বিহঙ্গমবর উভয়কে ক্রোড়ে করিয়া কত নদ, নদী, ঝোর, ঝঙ্কার, বন, উপবন নিম্নে রাখিয়া ত্রিসপ্তাহের পথ শূন্যপথে গমনপূর্ব্বক সায়ংকালে যখন নিজালয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন ঐ রাজকন্যা নিজ পতি চন্দ্রকুমারকে তত্র দর্শন করিয়া অত্যন্ত হর্ষ ও প্রফুল্লিত হইলেন ও তত্রত্য পক্ষী ও পক্ষিণীসমাজ রাজপুত্রদ্বয়কে ও ঐ রাজকন্যাকে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এতদ্রূপে রাজপুত্রদ্বয় তথায় কিয়দ্দিন থাকিলেন। তদনন্তর একদিন বিহগরাজ বহু বিহঙ্গম সঙ্গে রাজপুত্রদ্বয়কে কহিলেন, হে মহাশয়! যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার পিতৃরাজ্য এই বিন্ধ্যাটবী দর্শন করাইতে ইচ্ছা করি, বলিলে রাজপুত্রদ্বয় অতি আহ্লাদপূর্ব্বক ঐ বিহঙ্গম সঙ্গে গমন করিয়া সেই বিন্ধ্যবিপিনের চতুর্দ্দিকে শাল, তাল, তমাল,

হীন্তাল, পিয়াল, রসাল, বেল, বকুল, কুল, পনষ, পূগ, নাঙ্গুল, বিতঙ্গ, বিড়ঙ্গ, খদীর, লবঙ্গ, জাতিফলাদি, নিম্ব, কদম্ব, দাড়িম্ব, জম্বু, জাম্বির, ইক্ষু, দ্রাক্ষা প্রভৃতি নানা ভক্ষ্যফলের বৃক্ষ সকলে স্থূল সূক্ষ্ম শাখোপশাখোপরি নম্রীভূত হইয়া সুগন্ধি সুরস ফল ফুলের রসপান করিয়া শারী, শুক, পিক, ময়ূরাদি পক্ষিগণ সুখে গান করিতেছে ও মধুপ সকল মধুপানে লোলুপ হইয়া পুষ্প সকলের মুখোদ্ঘাটন করিতেছে। ইত্যাদি মনোলোভা, নন্দন বনাপেক্ষা বনশোভা দর্শনে রাজপুত্র মণিময়ের সেই প্রাণপ্রতিমাসমা দ্বিগুণ চন্দ্রার রূপ স্মরণ হইয়া মরমজ্বালায় ব্যাকুলিত কুমার, পক্ষিরাজ নিকটে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তদুত্তরে বিহগবর কহিলেন হাঁ, আমরা বিলক্ষণ সুজ্ঞাত আছি যে, অরণ্যপক্ষিমণ্ডলী মধ্যে মনুষ্যগণের,বিশেষ রাজপুত্রদিগের অবশ্যই ক্লেশ সম্ভাবিত, এবং পক্ষিস্কন্ধে গমনেও আপনাদের অধিক ক্লেশ হইতে পারে, তজ্জন্য পূর্ব্বেই আমি চতুর্দ্দোলবহন উপযুক্ত বলবান্ পক্ষিগণ আনয়নে সুবোধপক্ষী সকলকে প্রেরণ করিয়াছি। এতৎকথনে রাজপুত্র বিনয়ে কহিলেন, হে অস্মজ্জীবনদাতা! পুনঃ অস্মাদাদির গমনজন্য আর আপনাকে ক্লেশ গ্রহণ করিতে হইবে না, যেহেতু অস্মাদের গমনোপায় আছে, কেবল আপনকার আজ্ঞা হইলেই হয়। তদুত্তরে পক্ষিপুঙ্গব কহিলেন, যদি অন্য উপায় থাকে তবে পরমোত্তম, কিন্তু অপর পক্ষী সকল মনে মনে করিলেন যে, একে রাজপুত্রের শিশুস্বভাব, দ্বিতীয় চাঞ্চল্যবুদ্ধিবিধায়ে কি বিবেচনা করিয়াছেন বলা যায় না, কেননা এই অপার সমুদ্র সকল ও হিংস্রক পরিপূরিত মহারণ্য সকলের পরপার মনুষ্য শরীরে কি প্রকারে

গমন করিবেন তাহার কিছুই বিবেচনা করেন নাই। এই রূপা-ন্দোলন করিতেছিলেন, এমৎকালে ঊর্দ্ধপথে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকারবযুক্ত দেবস্যন্দনের ন্যায় রথাগত হইতে অনুকূল দৈত্য অবতরণ করত রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল প্রশ্নাদি নানা কথোপকথন করণানন্তর ঐ রাজপুত্রদ্বয়সহ রাজকন্যাকে রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিয়া যখন অতি দূর গমন করিলেন, তখন অতি মনোহর জ্যোতির্যুক্ত, সুপরিষ্কৃত, নয়নান্দকারিণী স্থানে সৌদামিনী সমারূপবতী যুবতীগণ, স্বীয় স্বীয় স্বর্ণকান্তি পবিত্র পতিগণ সহ, কেহ পুষ্পাসনে, কেহ পুষ্পভূষণে, কেহ পুষ্পবনে, কেহ পুষ্পচয়নে, কেহবা নিজ নিকেতনে পুষ্পমালা, কেহ পুষ্পবালা ও কেহ পুষ্পহার গৃন্থনে ও কেহ পুষ্পবিহার স্থানে, কেহ পতি সনে রসালাপনে, কেহ পতিমুখ নিরীক্ষণে, কেহ পতি আলিঙ্গনে, কেহ পতিমুখচুম্বনে, কেহ পতিরসগানে, কেহ পতি সহ পানে, সকলেই প্রেমালাপনে, পতিগণ পত্নীগণের প্রীতিকরকার্য্যকরণে কালকর্ত্তন করিতেছেন। কুমার মণিময় দুর হইতে দর্শন করিয়া দৈত্যপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! ঐ আনন্দকর স্থলে, পুলোকস্তম্ভে, হর্ষাচ্ছাদনে, আহ্লাদরূপ প্রাচীর মধ্যে, ইচ্ছাময় পুত্তলিকা সকল মনোহর কার্য্যকরণে পরমসুখকর রত্নলাভ করিতেছেন, ইহাঁরা কে, এবং ঐ পুরীর বা নাম কি, কথনাজ্ঞা হউক। এতচ্ছ্রবণে দৈত্যপতি কহিতে লাগিলেন, হে রাজপুত্র! যদিচ এতৎ কথনে বিস্তার, তথাচ সামান্যাকারে বলি। যথা,—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এইএকি ব্রহ্মাণ্ড? ইহাঁর অধে পাতালাবধি, ঊর্দ্ধে গোলোকধামপর্য্যন্ত, চতুর্দ্দশ লোকান্তর্গত ইহ চন্দ্র গোলিকা

প্রভাপুরী, ভূলোক হইতে লক্ষযোজম উচ্চ, এই স্থল রোগ, শোক, হিংসা, দ্বেষশূন্য, ইহার নাম চন্দ্রলোক। এতৎ কথন মধ্যে রথ তত্রোপস্থিত হইলে, পরস্পর কথায় কথায় স্ত্রী পুরুষ সাধারণ, বিশেষ যুবতীগণ, সকলেই কুমার মণিময়ের রূপদর্শনে কহিতে লাগিলেন, আহা, আ মরি এতদ্রূপ আশ্চর্য্যরূপত কখন দেখি নাই! কেহ কহিলেন, স্বর্গস্থ দেবমূর্ত্তি যাবৎ দর্শন করিয়াছি, তন্মধ্যে এরূপ রূপ নিরীক্ষণ করি নাই। আবার কোন কোন যুবতী কহিলেন, ভাল, আমরাও সকলে পাতালস্থ অনেক যুবা পুরুষ দর্শন করিয়াছি, তন্মধ্যে এরূপ সুপুরুষ দর্শন করি নাই, বিশেষতঃ মর্ত্ত্যলোকের কথাই কি। কোন যুবতী কহিলেন, ওগো রমণীগণ! বুঝি বিধাতা গোপনে অন্য কোথাও এই রূপ রূপবান্ লোকের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। সারথি দৈত্য স্ত্রীগণের এই রূপ রূপব্যাখ্যা শ্রবণে, দৈত্য মনে করিলেন যে. এস্থলে অস্মৎকর্ত্তৃক মনুষ্যানীত হইয়াছে, প্রকাশ হইলে আমাকে গঞ্জিত, লজ্জিত ও অনুযোজিত হইতে হইবেক, বিবেচনায় ঐ কুমারগণসহ রথ লইয়া শীঘ্র পলায়নপরায়ণ হইয়া ঐ রাজকুমার চন্দ্রকুমারকে ও রাজকন্যাকে স্ব স্ব রাজ্যের নিজ নিজ প্রাসাদের মৌলিস্থ করিয়া, কুমার মণিময়কে লইয়া সেই বৎসেশ্বর শিবসন্নিধানের কিয়দ্দূর ব্যবধানে অবতরণ করাইয়া, অনুকূলদৈত্য গমন করিলেন।

—oo—

বিশ্বসখার উপাখ্যান।

তদনন্তর গন্ধর্ব্বদ্বয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ শিবগণ মহাশয়! তদনন্তর সেই রাজকুমার মণিময় কোথায় গমন করিয়া কি করিলেন, কথনাজ্ঞা হউক। তখন শিবগণ কহিতে লাগিলেন, কুমার মণিময়, বৎসেশ্বর মহাদেবকে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপুরঃসর প্রণাম করণানন্তর, সেই একোনশত রাজ-পুত্রগণসহ প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বক মধ্যস্থানে উপবেশন করিয়া সকলের মুখ নিরীক্ষণকরত কুশলপ্রশ্নাদি করিতেছিলেন, এমৎ কালে সেই সভা মধ্যে, বিশ্বসখা উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে কুমার মণিময়, অত্যন্তাপ্যায়িত হইয়া, আইস, আইস বন্ধুবর, আইস, তুমি কি সেই সমূহ দুর্ঘটনা সহ্য করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছ? আহা, কি সৌভাগ্য! আইস, অগ্রসর হও, বলিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া কহিলেন, সখে! কি প্রকারে প্রাণপ্রাপ্ত হইলে ও কিরূপে কোথায় কালকর্ত্তন করিলে ও কি প্রকারে এস্থলে আইলে, তদ্বিস্তাররূপে সভাকে শ্রবণ করাও। আজ্ঞা করিলে, বিশ্বসখা বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনে কহিতে লাগিলেন, মহাশয়! প্রথম আপনকার বিচ্ছেদস্রোতে ও সমুদ্রস্রোতে ও অক্ষিস্রোতে একটী ভগ্নবহিত্র আশ্রয়ে ভাসমান হইয়া বহু দুর গমন করিলে, যখন দুর্যোগের বিয়োগ ও নিশিপ্রভাত হইল, তখন আমি তীরস্থ দৈহিকক্লেশে অতি

দুর্ব্বল হইয়া এক বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়াছিলাম, একেবারে সূর্য্যতাপে অঙ্গ তাপিত হইলে গাত্রোত্থানকরণপূর্ব্বক দর্শিত হইল যে, নানা বর্ণের নানা প্রকার পক্ষিগণ অস্মচ্চতুর্দ্দিকে ঘেরিত হইয়া চরিত হইতেছে, তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ দীর্ঘকায় পক্ষী যেন কতকগুলিন পক্ষীকে কি কহিয়া কোথায় প্রেরণ করিল, এবং সেই শুভ্রদ্বিজরাজ সন্নিকটাগত হইয়া কহিল, ওহে অনা-হারি ক্লেশবিহারি যুবা! তুমি এই বিহঙ্গম সমভিব্যাহারে গমন্ করত স্নাতভবত আগত হও। তখন সেই উপায়াপেক্ষা আমার আর অন্য কি উপায় আছে, এতদ্বিবেচনায় আমি তদুপায় অবলম্বন করত আগতমাত্রেই আমাকে কতকগুলিন চঞ্চুচিহ্নভিন্ন সুস্বাদু রসালফল ভোজন করাইয়া আর একটী ফল আমাকে দিয়া কহিলেন, কল্য এই ফল আহার করিলে ইচ্ছামত ক্ষুধা হইবে, বলিয়া সেই ফলদানানন্তর সকলেই উড্ডীয়মান হইলেন, আমিও তৎস্থলত্যাগী হইয়া পঞ্চ বা ষষ্ঠ দিবস আরুণ্যার্দ্ধে গমন করিয়া শেষ দিন মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে স্নানার্থী হইয়া নদীজলে গমন করিলে, কতকগুলিন উত্তমা স্ত্রী যেন স্নান করিতেছিলেন, কিন্তু অস্মদ্দর্শনমাত্রেই জলমগ্না হই-লেন, অনেক ক্ষণ, গাত্রোত্থান বা মস্তকোত্তোলন না করিলে, আমি অতি আশ্চর্য্যবোধে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, এমৎকালে তন্মধ্যেরই কেহ একটী স্ত্রী, অস্মন্নিকটে আগত হইয়া অনেক ক্ষণ ব্যাপিয়া অনেক কথা বার্ত্তা কহিলে, আমি ঐ দর্শিত আশ্চর্য্য কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি অনুমান করি যে, মৎপ্রতি কিঞ্চিৎ সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন, তুমি আমাকে স্পর্শনপূর্ব্বক অস্মৎ সমভিব্যাহারে আগমন কর, বলিলে,

আমি স্পর্শনমাত্রেই জলমগ্ন হইয়া তৎসহ গমন করত দর্শন করিলাম, এক বৃহৎ স্থানে নানা প্রকার হর্ম্ম্যাদি ও অনেক প্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য এবং ঐ মনুষ্যাদির কটীর অধোভাগ মৎস্যাকার, ঊর্দ্ধে উত্তম মুখ ও পদ্মচক্ষু ও ভ্রূযুগের উত্তমতা বিচারে কত যুগক্ষয় হয় এবং কেশবেশের কথা আর কি কহিব, দন্তপাঁতি মুক্তাপাঁতির ন্যায়, মুক্তামালা গলায় ও মুক্তাভরণে ভূষিত, হাস্য পরিহাস, কেলী কৌতুকেই কালযাপন করে, অস্মদকে অবলোকনার্থে তৎসকলেই আগতা হইয়া আমা প্রতি বহু আহ্লাদ প্রকাশ করিল,' এবং নানা প্রকার খাদ্যাদি প্রদান করিয়া যত্নপূর্ব্বক এক পক্ষ অবস্থান করাইলেন। আমি বিনয়ে বিদায় প্রার্থনা করিলে তৎসকলেই একবাক্য আশীর্ব্বাদ স্বরূপ ঈদৃশ একটী রত্নাঙ্গুরী প্রদান করিলেন, যদ্ধারণে মনুষ্যের বুদ্ধিমত্তা প্রবল করে। এই উত্তম রত্ন দিয়া আমাকে কহিলেন, যুবক! অতঃপর তুমি যথায় গমন করিবে, ক্রমে তোমার মঙ্গলাস্পদ হইবে, বলিয়া বিদায় দিলেন। আমি ক্রমে বহু দেশ বিদেশ মাসত্রয় ভ্রমণ করিয়া যে স্থানে উপস্থান হইলাম, সেই স্থান আমার দর্শিত যাবৎ স্থানাপেক্ষা উত্তম, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে পৃথক্, তথাচ আমি সেই স্থানে একটী মরকতনির্ম্মিত সোপানযুক্ত পুষ্করিণী জলে স্নান পূজা করত প্রণাম করণোত্তর কি মনে করিতেছিলাম স্মরণ হয় না। এমৎ কালে এক বৃদ্ধ পণ্ডিতবেশধারী বিনয়ে কহিল, মহাশয়! এই স্থানাধিকারী পুত্র আপনাকে আহ্বান করিতেছেন, আপনি অস্মদ্ সমভিব্যাহারে আগমন করুন্। এতদাকর্ণনে আমি কত কি মনে করিতে করিতে তৎ সহ গমনকালে

নানা দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত প্রস্তর নির্ম্মিত একটী বৃহদ্দ্বারাভ্যান্তরে প্রবেশ করত, হে মহাশয়গণ! যদিও আমি কুবেরপুরী দর্শন করি নাই, কিন্তু অনুমান যে, তত্তুল্য স্থানে স্থানে রাশি রাশি স্তবকে স্তবকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণি মাণিক্যাদি রত্ন সকলে শত শত ভাণ্ডারপুরীপূরিত অবলোকন পূর্ব্বক গমন করিয়া একটি শুভ্র গৃহাভ্যান্তরে অতি উত্তম শ্রীমন্ত কিশোরবয়ঃ মৃগ ত্বচাসনে উপবেশিত ছিলেন, অস্মদ্‌কে দর্শন করিয়া একখানি পৃথকাসন প্রদান করাইয়া উপবেশন করাইলেন। নিমেষার্দ্ধ পরেই আমার পরিচয় গ্রহণেচ্ছা করিলে, আমি সকাতরে কহিয়াছিলাম, মহাশয়! আমি মনুষ্যজাতি, এই স্থলে আগমন করিয়া এই স্থলও নানা রূপ বৈভবাদি এবং অতি সুধীর সুস্নিগ্ধ মূর্ত্তি আপনাকে দর্শন করিয়া আমার মন অত্যন্ত উন্মনা হইয়াছে, আমি অনুমান করি যে, এক্ষণে আপন নিকটে কথনকথনে আমার ভ্রম ভবন সম্ভাবনা। এবিধায় যদি আপনি প্রথম দয়া প্রকাশে এই স্থল, কোন্ স্থল, এবং আপনিই বা কে? জানিতে পারিলে আমার কতক ভরসা হয়। তচ্ছ্রবণে হাস্যাস্যে যুবক কহিল, ভ্রাতঃ! তুমি ভীত হইও না, এই সামান্য একটী যক্ষপুরী, এই পুরীর অধিকারী আমার পিতা, যে মহাশয় এস্থলের কিয়দ্দূরানন্তর অরণ্য মধ্যে তপস্যা করিতেছেন, সায়ংকালে গৃহে আগমন করিবেন। এতদ্রূপে পিতা পুত্রে তপস্যা ও ধন রক্ষণ করিয়া দিন গত করিয়া থাকি, এস্থলে মানব গতির প্রায় শক্তি নাই, কিন্তু আমি জানি, মানবজাতির প্রকৃতি অতি নরম, এবং পরম মিষ্টভাষী বিধায়ে আমি ঐ অট্টালিকার উপর

হইতে আপনাকে দর্শন করিয়া আনয়ন করিয়াছি, বলিয়া আমাকে আহারাদি প্রদান পূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে তৎ পিতা সহ সন্দর্শন ইত্যাদি নানা সুখে আমাকে রক্ষণ করিলেন। এবম্প্রকারে মাসদ্বৌ গত হইলে, এক দিন মহামহোপাধ্যায় ভার্গব বংশীয় এক জন পরম পণ্ডিত আগত হইলে, যক্ষপুত্র সমাদরে আসন প্রদানে উপবেশন করাইলেন। সেই মহাশয় অস্মদুভয় সহ অনেক কথোপকথনানন্তর কি মনে করিয়া অস্মদুভয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হিতোপদেশ গ্রন্থ পাঠে স্বল্প জ্ঞানিগণ পরম জ্ঞানী হয়, তোমরা কি সেই হিতোপদেশ গ্রন্থ উত্তম উপদেশক সমীপে উপদেশ হইয়াছ। তদুত্তরে আমি কহিয়াছিলাম, না মহাশয়! অস্মদাদির তৎ পাঠ হয় নাই। যক্ষপুত্র ক্ষণকাল মৌনী থাকিয়া বিনয়ে কহিলেন, যদি আপনি অস্মদাদির আচার্য্যত্ব স্বীকার করেন, তদা অস্মদাদি তৎ পাঠে চরিতার্থ হই। তচ্ছ্রবণে ঐ দৈত্য গুরু বংশীয় তৎ স্বীকার পূর্ব্বক এক পক্ষ পাঠনানন্তর অস্মদুভয় প্রতি কহিলেন, সিন্ধু পাদরাজ্যে অতি সুপণ্ডিত গণপতি নামক রাজমন্ত্রীর নিকট এতদ্গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে তোমরা কৃতকার্য্য হইবে, অধুনা, আমাকে সাল্মূল দ্বীপে অস্মদাত্মজ সনিঢ়ে গমনের অত্যাবশ্যক হইয়াছে বলিয়া গমন করিলেন। আমরা উভয়ে, সেই তপস্বী যক্ষ পতিকে কহিয়া, রাজমন্ত্রী গণপতি নিকটে গমন পুরঃসর পাঠারম্ভ করিয়া ক্রমে শ্রুত হইলাম যে, সেই মন্ত্রী গণপতি বিদ্যাবিশারদ, অর্থাৎ অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ও ধনেও অদ্বিতীয় কুবের তুল্য, এবং কৃপণেও অদ্বিতীয় ও ব্যয়কুণ্ঠের তুলনা নাস্তি,

অর্থাৎ পুষ্করিণীর জল ন্যূন ভবন ভয়ে বৈশাখ মাসে পিপাসিত জনকে জল পানে নিষেধ করেন, এবং ঐ রূপ তপন তাপিত জনকে শাখা ভঙ্গ ভয়ে বৃক্ষতলে বসিতে দেন না। সেই কৃপণাগ্রগণ্যের সমর্য্যাদে অস্মদাদির পাঠ সমাধা হইলে যক্ষসুত গমন প্রার্থনা করিলে মন্ত্রিবর তন্নিকটে গুরু দক্ষিণা যাচ্ঞা করিলেন। যক্ষপুত্র মন্ত্রীকে আচার্য্য জ্ঞানে প্রণাম পুরঃসর করযোড়ে কহিলেন, মহাশয়! এক বৎসর পরে আমি স্বয়মাগত হইয়া গুরু দক্ষিণা প্রদান করিব। যক্ষপুত্রের এতৎ কথনে গুরু অসন্তোষ বিজ্ঞাপন করিলে, পুনঃ যক্ষপুত্র কহিতে লাগিলেন, মহাশয়! যদি এতাধিক বিলম্বে আপনকার মনে প্রীতি না জন্মে, তবে সপ্তাহ মধ্যে অস্মদ্ সমভিব্যাহারী সহ মহাশয় স্বয়ং মদ্ভবনে গমন করিলেই যথাশক্তি প্রদানীয় মন্ত্রী অগত্যা তাহাই স্বীকার করিয়া ষষ্ঠ দিবস গতে সপ্তম দিনের প্রথমেই অস্মদাচার্য্য মন্ত্রিবর অস্মৎ প্রতি কহিলেন, ওহে বাপু! অদ্য সপ্তম দিবসাগত, চল সেই ছাত্র ভবনে গমন করি, বলিলে উভয়ে গমন করিয়া আমি পথিমধ্যে মনে মনে করিলাম যে, কৃপণ স্বভাবের ধন, গুণ, মান, জীবন কিছুতেই যশোলাভ হয় না। কেন না, এই প্রধান দেশমান্য ও কার্য্য ও মহামান্য এবং ধনিগণ গণনা মধ্যে অগ্রগণ্য ও বিদ্যায় শরীর পরিপূর্ণ এতাদৃশ ব্যক্তিই সামান্য ধনাকাঙ্ক্ষায় কোথায় গমন করিতেছেন তাহার কিছুই স্থির নাই। আহা! ইত্যাদি নানাবিধ বিবেচনায় বিবেচিত হইল যে, ইনিও আমার গুরু বটেন, ভাল, যথাসাধ্য মঙ্গলচিন্তাই অস্মৎকর্ত্তব্য বলিয়া সেই যক্ষপুরীর দ্বারপ্রবেশকালে ঐ কৃপণ মন্ত্রী প্রতি

কহিয়াছিলাম, মহাশয়! পূর্ব্বাবধি এতদ্যক্ষভবনের ও যক্ষগণের যাবৎ রীতি প্রকৃতি, ব্যবহারাদি বিদিতাছি, যদি আপন জীবনোপায় বাঞ্ছা করেন্, তবে অস্মদ্ পরামর্শ গ্রহণ করুন্। এতদাকর্ণনে মন্ত্রিবর সভয়ে আমাকে কহিলেন, হে শিষ্য! যদি এই স্থল এতদ্রূপ ভয়ানক জ্ঞান হয় তবে আইস, বিনা বিদিত ভবনে শীঘ্র পলায়ন করি। তদুত্তরে আমি কহিয়াছিলাম, না মহাশয়, এক্ষণে আর পলায়নের প্রশক্তি নাই, চলুন গমন করি, কিন্তু আপনি সমাদরে ভুলিয়া কিছুই কহিবেন না, প্রয়োজন মতে যাহা কহিতে হয় তাহা আমিই কহিব। মন্ত্রিবর তৎ স্বীকার পূর্ব্বক গমন করিয়া যক্ষ শিষ্য সম্মুখে উপস্থান হইলে, শিষ্য বহু সমাদরে আহারাদি প্রদান পূর্ব্বক আপন পিতা সহ সাক্ষাৎ করাইলেন। সেই পিতা দিক্‌পাল যক্ষপতি মহা সমাদরে উপস্থান করাইয়া নানা কুশল প্রশ্নাদি কথোপকথনানন্তর কহিলেন, গুরো! আমার অক্ষয় ধনাগার সকল অপর্য্যাপ্ত ধন রত্নাদি পরিপূরিত আছে, আপনি দক্ষিণা স্বরূপ যাহা গ্রহণে সন্তুষ্ট হইবেন তাহাই দিব। যদিও মন্ত্রিবরের বহু আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু ভয়ে কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তদ্দর্শনে আমি অগ্রসর হইয়া কহিয়াছিলাম, মহাশয়! গুরুর দক্ষিণা দানে বিদ্যা ফলবতী হয়েন, এতদ্বিধায়ে যদি দক্ষিণা প্রদান বিধেয় হয়, তবে ঐ গুরুর ভাণ্ডারে যে সকল রত্নাদি ধন সম্পত্তি আছে তাহাই প্রদান আজ্ঞা হউক। এতচ্ছ্রবণে যক্ষপতি ও গুরু গণপতি, উভয়েই আমা প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, কিন্তু যক্ষপতি আমাকে কহিলেন, তুমি মৌনী

থাক, তোমার আর কথার প্রয়োজন নাই। তথাচ আমি বহু উদাহরণযুক্ত বিস্তর বিনতি করিয়া কহিলেও তিনি অস্বীকার প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, না, আমি তদ্দানে অক্ষম, অন্য যাহা প্রার্থনা করিবেন তাহাই প্রদান করিব। তৎকথনে আমি পুনর্ব্বার কহিলাম, হাঁ মহাশয়, সকলি আপনার ক্ষমতার অধীন, কিন্তু যাচকের, বিশেষ গুরুর প্রার্থনা মত গুরুদক্ষিণা হইলেই উভয়েরি কার্য্য সিদ্ধ হয়। এতৎকথনেও যক্ষপতির যদিও মনে প্রীতি জন্মিল, কিন্তু সেই অস্বীকারের অপলাপ হইল না। তদ্দর্শনে ঐ যক্ষপুত্র ও আমি উভয়ে যক্ষপ্রতি অনুনয় বিনয়ে বিস্তর কহিলে যক্ষরাজ অনেক ক্ষণ মৌনী থাকিয়া অস্মদুভয়কে কহিলেন, হে পুত্র! ওহে পুত্রবৎ! তোমাদের এই অমেয় তুল্য বাক্য হেলন করিতে অক্ষম হইয়া কহিতেছি, দেখ, ঐ রাজমন্ত্রী গুরু মহাশয়ের ভাণ্ডারে যে সকল রত্নাদি আছে তাহা আমার অজ্ঞাত কিছুই নাই, কিন্তু কি করি, ইতি পূর্ব্বে আমি সেই সকল ধন রত্নাদি, আমার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহকালে যৌতুক প্রদানার্থে রাখিয়াছিলাম, তোমাদের স্নেহে বদ্ধ হইয়া সেই সকল ধন রত্ন তোমাদের গুরুদক্ষিণায় প্রদান করিলাম, বলিয়া যক্ষপতি তপস্যায় গমন করিলেন। ঐ যক্ষপুত্র আরো কিঞ্চিৎ ধন দানে গুরুকে বিদায় দিলেন। পথি মধ্যে গুরু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, বাপু, যক্ষপতি ক্ষিপ্তের ন্যায় এ কি কথা কহিলেন যে, আমার ভাণ্ডারের ধন রত্ন সকল যক্ষ আপন কন্যাকে যৌতুক দিয়াছেন যে বলিল, ইহার বীজ কি তুমি বল। তদুত্তরে আমি কহিলাম মহা-

শয় ! আপনি কি ইহাও জানেন না যে কৃপণের ধন সম্পত্তি সকলি যক্ষদিগের, না দিলে ব্যয়াধীনে আইসে না, এক্ষণে তোমার ভাণ্ডার তোমার হইয়া তোমার ব্যয়াধীনে হইল। বলিলে মন্ত্রী হাস্য করিয়া কহিলেন, বাপু, তুমি কি পাগল হইয়াছ, আমার উপার্জ্জনের ধন আমার নহে, ভাল, ইহার প্রত্যক্ষ কি ? তদুত্তরে আমি কহিলাম, কালে অনুভব হইবে, বলিতে বলিতে প্রত্যাগমন কালেই কেমন কালের গতি, ঐ মন্ত্রীর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইয়া, ঐ পথিমধ্যে মরুভূমি সকলের স্থানে স্থানে বৃক্ষাদি রোপণের ও পুষ্করিণী আদি জলাশয় খননের, ও নিরন্ন স্থানে অন্নশালা করণের অনুজ্ঞা দিলেন, স্বদেশেও দুঃখী গরিব ও নিরাশ্রয় জন সকলকে দান দ্বারা দয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তৎ কর্ত্তৃক দেশ বিদেশে যশের পরিসীমা থাকিল না যখন, তখন সেই পরম পণ্ডিত মহাজ্ঞানী, সূক্ষ্মদর্শী, রাজমন্ত্রী ঐহিক পারত্রিকের উত্তম কার্য্যের অতি সৎ মন্ত্রণাজ্ঞানে, মন্ত্রিবর আমা প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইয়া, আপন কন্যা সহ আমার পরিণয় করিলেন, এবং আমাকে রাজ সভাসদ্ করিয়া দিলেন যখন, তখন রাজা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সজল নয়নে আপন পরিচয় প্রদানানন্তর বিদায় প্রার্থনা করিলে, রাজা ও রাজ্য সুদ্ধ সকলেই আমা প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বহু ধন জনে, অর্ণবযানে তৎ কন্যা সনে বিদায় দিলেন। আমি এক পঞ্চাশত দিনে এই স্থানে উপস্থান পূর্ব্বক আপনাকে সভাস্থ দর্শন করিতেছি।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয় ! এতদুপাখ্যানের পরিশেষ না হইতে হইতে, প্রিয়সখাগত হইয়া রাজপুত্র মণিময়কে নমস্কার করিলেন। তদ্দর্শনে মণিময়ের আনন্দাশ্রু বহিতে বহিতে কহিতে লাগিলেন, সখে ! তুমি কি সেই দুঃসহ দুর্য্যোগে জীবনপ্রাপ্ত হইয়াছ? আ ! আমরি, আইস বলিয়া ক্রোড়প্রদানপূর্ব্বক উপস্থান করিতে কহিলেন। প্রিয়সখা বিশ্বসখাকে আলিঙ্গন ও নমস্কার করত সভায় উপবেশন করিলে, রাজকুমার মণিময় আপন সখা প্রিয়সখাকে কহিলেন, ভ্রাতঃ ! তুমি কোন্ উপায়বলে প্রাণধারণপূর্ব্বক এস্থলে আগত হইয়াছ, কথনে সুস্থির কর বলিলে, প্রিয়সখার পূর্ব্বকথাস্মরণে মোহোপস্থিত হইয়া সজল চক্ষে কহিতে লাগিলেন, মহাশয় ! সেই জলযানভগ্নে, বিনা জলমগ্নে তটপ্রাপ্ত হইয়া ও প্রবল ঝটিকায় তত্রতিষ্ঠনে অপারগবিধায়ে দিগ্ দিগ্বোধশূন্য অন্ধকারে গমন করিতে করিতে একটা অতি স্থূল বৃহৎকায়োপরি পতিত হইলে, সেই হস্ত পদবিশিষ্টা আমাকে হস্তদ্বারা ধারণ করত ক্রোড়ীকৃত করিল যখন, তখন যেন আমি কালক্রোড়ে পতিত হইলাম, নিশ্চিত মৃত্যুজ্ঞান করিতেছিলাম। এমৎকালে ঐ কিম্ভূতি কহিতে লাগিল, আ, বিধাতঃ ! তুমি কি অদ্য আমার উপবাসের ফল স্বরূপ এই আহার প্রদান করিলে ? এতচ্ছ্রবণে নানা উপায় চিন্তায় যখন কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না, তখন আমি প্রাণভয়ে ক্রন্দন করিতেছিলাম, কিন্তু কিবা কালের গতি ! তৎক্ষণাৎ ঐ কিম্ভূতির মস্তকোপরি যেন একটা বজ্রাঘাতের ন্যায় মহাশব্দ হইল। সেই শব্দে কিম্ভূতি আপন মস্তক রক্ষার্থে শীঘ্র অস্মদ্গাত্রবেষ্টিত

হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক আপন মস্তকে রাখিল। আমি ঐ অবকাশে যথাসাধ্য একটী লম্ফপ্রদানকরণপূর্ব্বক বহু দূর পতিত হইয়াও মৃত্তিকায় বক্ষঃঘর্ষণ করত আরো কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়া পলায়ন করিলাম। কিন্তু ঐ পলায়নকালে একে ভয়ে, দ্বিতীয় ঘোরান্ধকারে, তৃতীয় অজ্ঞাতপথে গমনবিধায়ে আর একটা তদ্বদাত্রে পতিত হইলাম। সেটাও অস্মদ্‌কে ধারণপূর্ব্বক তদ্বৎ ক্রোড়ীকৃত ও ঊর্দ্ধদৃষ্টে কহিল, আ! যেমন উপবাসীকে আহার প্রদান করিলেন, তেমনি শীঘ্র প্রভাত প্রদান করুন্। আমি সেই কিম্ভূতাকারের এই কথা শ্রুত হইয়া, আর জীবনচিন্তা না করিয়া কেবল পরাৎপরচিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া, দিনমণি উদয়ের বিলম্ববাসনায় পূর্ব্বদিক্ নিরীক্ষণে থাকিলাম। কিন্তু সেই পরম কারুণিক কালের গতি, তাহা কাহার জ্ঞানে আইসেনা, দেখ, যে পূর্ব্বদিক্ আমি প্রাণভয়ে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, সেই পূর্ব্বদিগেই অগ্নিশিখার ন্যায় উদয় হইতেছেন, দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়া মনে করিলাম যে, ঐ আমার প্রাণনাশক উদয় হইতেছেন, কিন্তু তাহা না হইয়া একক্ষণকাল মধ্যেই, অবলোকিত হইল যে, নিকটস্থ বন সকল দাবানলে দগ্ধ করিতে করিতে লহ লহ শব্দে প্রবল অগ্নিশিখাগত হইতেছে। তদ্দর্শনে সেই খঞ্জ কিম্ভূতাকার দগ্ধভয়ে অতি কাতর হইয়া আমাকে কহিতে লাগিল, হে যুবা! তুমি আমাকে স্কন্ধে লইয়া দূরে গমন কর, আমি তোমার পরম উপকার করিব, আর তোমাকে প্রাণে মারিব না। এতচ্ছ্রবণে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঐ কিম্ভূতকে স্কন্ধে লইয়া দূরে গমন করত সেই অন্ধা কিম্ভূতীর ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিলাম।

কিন্তু দৈহিকক্লেশে ও মনের ক্লেশে অত্যন্ত ক্লেশিত হইয়া, নিতান্ত গমনাক্ষম হইয়া একটী বৃক্ষতলে উপবেশনেও অশক্ত-প্রযুক্ত একেবারে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলাম। পরদিবা সপ্তমভাগগতে, চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া উদরচিন্তায় ইতস্ততঃ অন্বেষণপূর্ব্বক ফলমূলে উদরপোষণ করত পুনঃ বৃক্ষমূলে আগমনকালে, একটা দীর্ঘহস্তের দ্বারা আমার গ্রীবাধারণ-পূর্ব্বক একটা গভীর স্থানে তদ্বৎ আর একটা ভীষণমূর্ত্তি স্ত্রীর ন্যায় ও তৎসন্তানের ন্যায় একটা, ঐ দুইটার নিকটে আমাকে রাখিল, এবং সেই পুরুষাকার স্ত্রীমুখাবলোকন করিয়া কহিল, কেমন অদ্য আমাদের উদর পূর্ণ আছে, ইহাকে মারিবার আবশ্যক নাই, কল্য যাহা হয় হইবেক, বলিয়া অন্যান্য কথোপকথন করিতে করিতে নাসিকাধ্বনিকরণপূর্ব্বক নিদ্রিত হইল। কিন্তু তৎসন্তান কনিষ্ঠটী সন্নিকটে আগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, এখানে কেন আসিয়াছিলে? তখন আমি মনে করিলাম যে, এই রূপে যতক্ষণ বাঁচি, বলিয়া অস্মদাদ্যোপান্ত যাবৎ কথনে অনুমান হইল, যেন বালকের আমা প্রতি কিঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক হইয়াছে। তৎপরে ঐ বালক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, ভাল, তোমরা গৃহে কি আহার করিয়া থাক? তখন আমি মনে করিলাম যে, রাক্ষস জাতি অধিক আহারপ্রিয়, অতএব অধিক করিয়া বলি, বলিয়া কহিয়াছিলাম যে, মনুষ্য জাতি সকল গোধুমচূর্ণান্ন ও শাল্যন্ন ও যবান্ন, ঘৃতান্ন করিয়া ও নানা ফল মূল শাকাদি সকল ও অন্যান্য শস্যাদি অনেক দ্রব্য একত্রিত করত ঘৃত সৈন্ধবযোগে জলাগ্নিদ্বারা পাককরণপূর্ব্বক ব্যঞ্জন ও দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, পরমান্ন,

পিষ্টকাদি যাবৎ এবং সুস্বাদু রসাল মিষ্টান্ন সকল প্রস্তুত করত ঈশ্বরোদ্দেশে নিবেদনকরণপূর্ব্বক সকলেই নিত্যপ্রসাদ পাইয়া থাকি। এতৎ শ্রুতে ঐ লোভান্ধ, কৌণপ যুবা, আমাকে কহিল, বন্ধু! তোমার কথিত দ্রব্য সকল আমাকে একবার ভোজন করাইতে পার? আমি কহিয়াছিলাম, ভ্রাতঃ! একদিন কি, আমার কথিতদ্রব্য সকল আমি তোমাকে নিত্য নিত্য উদর পরিপূর্ণ করিয়া আহার করাইতে পারি। তচ্ছ্র-বণে ঐ ক্রব্যাদ যুবা, লোভান্তঃকরণ আহ্লাদে নিদ্রিত হইল। যদিও আমি প্রাণভয়ে অনিদ্রিত থাকিলাম, কিন্তু কিঞ্চিৎ জীবনাশা হইয়াছিল। তৎপরে প্রভাত হইলে সেই নিশাচর নিশাচরীকে কহিতে লাগিল, দেখ, অদ্য আহারজন্য আর পরি-শ্রমের প্রয়োজন নাই, গৃহেই প্রস্তুতাছে। তদাকর্ণনে ঐ রাক্ষসবালক একেবারে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, না পিতা, তুমি এই মনুষ্যকে বধ করিতে পারিবে না, ঐ মনুষ্য যুবা আমার পরমবন্ধু হইয়াছে, আমি ক্ষুধায় মৃত হইলেও ঐ বন্ধুর মাংস কদাচ ভোজন করিব না, তুমি আমার ঐ বন্ধুকে নষ্ট করিলে আমি নিজ প্রাণ নষ্ট করিব। এতদাকর্ণনে রাক্ষস মাতা পিতা উভয়ে হাস্য করত কহিল, তুমি মনুষ্য বন্ধুসহ এই স্থানে থাক, আমরা আহারান্বেষণ করি, বলিয়া ঝড়াকার গমন করিলে আমি তত্র উপবেশিত থাকিয়া, বংশ-খণ্ডের দ্বারা তিনটী তীর ও একখানি চাপ প্রস্তুতকরণপূর্ব্বক একটী মৃগশিশু মারিয়া ঐ রাক্ষসবন্ধুকে প্রদান করিয়া ক্রমে ক্রমে যখন তাহার বিলক্ষণ উদর পরিপূর্ণ হইল, তখন সেই নিশাচর বালক আমাকে কহিল, বন্ধু, আমারোদর পরিপূরিত

হইয়াছে, তোমার আহারের কি হইবে, চল, ফল মূল অন্বেষণ করি, বলিয়া উভয়ে অরণ্য মধ্যে গমন করিলাম। আমি স্নানাহ্নিককরণপূর্ব্বক ফলভক্ষণানন্তর উভয়ে পুনঃ সেই স্থলে আগত হইয়া থাকিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাক্ষসদ্বয় আগত হইলে রাক্ষসপুত্র কহিল, মাতা, অদ্য বন্ধু আমার উত্তম কোমল মাংসে উদর পরিপূর্ণ করাইয়াছেন, আর আমার জন্য যে মাংসাদি আনিয়াছ তাহা তোমরা উদর পূরিয়া আহার কর বলিলে, তদুভয়ে তাহাই করিল। এবম্প্রকারে রাত্রি প্রভাত হইলে তদুভয়েই আহারান্বেষণে গমন করিলে পর, আমি সেই বহুরূপী রাক্ষসবালককে মনুষ্যরূপ ধারণ করাইয়া, এক সঙ্গে এক নগরে উপনীত হইয়া নানা মিষ্টান্ন ক্রয় করায় তাহার উদর পূর্ণহইলে, আমি সেই কৌণপকুমারকে কহিলাম, ভ্রাতঃ! আমি বহুদিনান্তে অদ্য এই স্থলে ভোজনাদি করি, তুমি কল্য এই স্থলে আগমন করিলেই সাক্ষাৎ হইবে। রাক্ষস তাহাই স্বীকারকরণপূর্ব্বক গমন করিল। পরদিন আমি স্বীয় দৈহিককার্য্যাবসানে কতকগুলি অধিকতর মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া রাখিলাম। মধ্যাহ্নকালে সেই ক্রব্যাদ, আগমনপূর্ব্বক ভোজন করিলে উভয়ে একত্রে নগরভ্রমণ করত সন্ধ্যাকালে রাক্ষসপুত্র গমন করে ও নিত্য মন্নিকটে আইসে। এবম্প্রকারে আমি সেই রাজ্য মধ্যে থাকিয়া ক্রমে শ্রুত হইলাম যে, সেই রাজ্যের রাজা অতি দোর্দণ্ডপ্রতাপান্বিত, ধনবলে ও রাজ্যবলে ও মহাবলবলে ও দেহবলে এবং নিজ সমূহ বন্ধুবলে অত্যন্ত পরিপুষ্ট ছিলেন। কিন্তু রাজার গ্রহবৈগুণ্যহেতু রাক্ষসসহ বিবাদে ঐ রাক্ষসগণকর্ত্তৃক রাজ্যের

হয়, হস্তী, গবাদি সকল নিত্য নিত্য হরণ হইয়া একেবারে রাজ্যের পশ্বাবলি নিঃশেষ হইল ও মনুষ্যাদির প্রতি এরূপ হিংসা হইতে লাগিল যে, সৈন্যসামন্ত বলাদি কিছুই রহিল না। এরূপে রাজ্যের অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। যদ্দ্বারা নিম্নশিরা সামন্তমণ্ডলেশ্বরপ্রভৃতি ক্ষুদ্ররাজগণ মস্তকোত্তোলনপূর্ব্বক রাজ্যহরণ করিতে লাগিল। এতৎকর্ত্তৃক রাজা অনুবোধন করিলেন, বুঝি আমার রাজলক্ষ্মী চঞ্চলাপ্রায় হইয়াছেন। এতদ্রূপ মহাভাবনায় শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া আত্মাবল ও দেহবলের হ্রাস হইলে, একদিন সভা মধ্যে অতি খেদপূর্ব্বক কহিলেন, হে সভাসদ্গণ! দেখ আমি জীবন্মৃত্যু হইয়া রহিয়াছি, যদি অস্মদ্কর্ত্তৃক রাজ্যরক্ষণ না হইল, তবে আর আমার এ ভারদেহবহনে কি প্রয়োজন? এক্ষণে তোমরা আমাকে বিদায়প্রদান কর, আমি বনস্থ হইয়া দেহপরিত্যাগ করি। ইত্যাদি নানা খেদজনক বিলপনীয় বাক্যকথনে রাজা বারম্বার বিদায়প্রার্থনা করিলেন। তচ্ছ্রবণেও সভাস্থগণ বাষ্পাকুললোচনে ও মনোদুঃখে হেটবদনে কেহই উত্তর প্রদান না করিয়া নিঃশব্দে উপবেশিত থাকিলেন। কিন্তু আমিও তৎকালীন তৎসভায় উপবেশিত ছিলাম, দণ্ডায়মান হইয়া কহিলাম, মহারাজ! যদি অস্মন্মন্ত্রণাগ্রহণে কার্য্য করেন, তবে আমি অনুমান করি, এতদ্রাজ্যের দুরবস্থার অন্যথা হইয়া শুভঘটনার সম্ভাবনা। এতচ্ছ্রবণে রাজা অস্মদ্ পরিচয় গ্রহণানন্তর কহিলেন, এক্ষণে আপনি অস্মদ্ প্রতি যৎ করণোপদেশ প্রদান করিবেন, তাহাই অস্মৎ করণীয় জানিবেন, বরং কি কর্ত্তব্য এইক্ষণেই অনুমতি করুন, আমি তাহাই

এও

করি। এতদ্বচনের প্রতিবচনে, অস্মৎকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছিল যে, মহারাজ! প্রচুর অন্ন, ব্যঞ্জন ও মৎস্য, মাংস, দধি, দুগ্ধ, পূপ, পরমান্নাদি মিষ্টান্নপ্রভৃতি যাবৎ খাদ্য, অদ্য একখানি শকট পরিপূর্ণকরণপূর্ব্বক রাত্রিযোগে রাজ্যের প্রান্তরে রক্ষণাজ্ঞা প্রদান করিলেই কল্য এই রাজ্যের মঙ্গলোন্মুখ জানিতে পারিবেন। এতদাকর্ণনে রাজা ভৃত্যগণ প্রতি তৎক্ষণাৎ তদাজ্ঞা প্রদান করিলেন। আমি আপন বাসস্থলে গমন করিয়া রাক্ষসবন্ধুকে কহিলাম, ভ্রাতঃ! তুমি অদ্যাবধি এতদ্রাজ্য হইতে অশ্ব, হস্তী, গবাদি কিছুই হিংসা করিও না, যেহেতুক, রাজা তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজ্যপ্রান্তভাগে অনেক ভোজ্যদ্রব্য শকটপূরিত প্রেরিত করিয়াছেন, অদ্য তুমি তদাহরণপূর্ব্বক গমন কর, আর প্রতি অমানিশি ও পূর্ণিমাতে রাজপূজ্য খাদ্যদ্রব্য প্রান্তরেই প্রাপ্ত হইবেন। এবিধায় বিবেচনা করুন্ যে, যে রাজ্যে আপনি রাজপূজ্য হইলেন, সেই রাজ্যে আপনি আর ইতরহিংসা করিলে তোমার কুলের মহিমার হানি হইবেক। এতচ্ছ্রবণে রাক্ষসপুত্র অতি আহ্লাদিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বন্ধু! আমাকর্ত্তৃক, কি আমাদিগের নিশাচরজাতিকর্ত্তৃক আর এতদ্রাজ্যে উপদ্রব হইবে না, বলিয়া মহাসন্তুষ্ট হইয়া রাক্ষসপুত্র গমন করিল। হে মহাশয়গণ! আমি তৎপরদিবা রাজসভায় গমনকরণপূর্ব্বক দর্শন করিলাম যে, অস্মদ্বাক্য সত্য মিথ্যা তথ্যবিজ্ঞাপনার্থে রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ধনী, মানী, প্রধানাপ্রধান অনেকে এবং স্ত্রীসাধারণ যাবৎ যথাযোগ্যস্থানে উপবেশিতাছেন, এবং অন্তঃপুরস্থা রাজরাণীদ্বয় তিরস্করিণীর অন্তরালে অধা-

সীন রহিয়াছেন। এমৎকালে অশ্বপাল, গোপালাদি গজরক্ষক সকল আগত হইয়া নমস্কারপুরঃসর রাজসমীপে নিবেদিল, মহারাজ! গত নিশিযোগে অশ্বাদি পশ্বাবলির ক্ষয় হওয়া দূরে থাকুক বরং কোন ভয়ও উপস্থিত হয় নাই। তচ্ছ্রবণে সভাজন সকলেই আমাকেই প্রশংসা করিলেন, এবং রাজা তদ্দিনাবধি আমাকে সভাস্থ পদাভিষিক্ত করিয়া, ক্রমাগত ছয় মাস যখন রাজ্যের জীব, জন্তু ও মনুষ্যাদি অক্ষয়দর্শনে রাজা মহাপ্রফুল্লিত মনে আমাকে নিত্য নিত্য নূতন নূতন সমাদরে প্রশংসা করত আপন মন্ত্রিকন্যাসহ আমার পরিণয় প্রদান করাইলেন। তদনন্তর আমি কতিপয় দিনান্তে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক একোনশতদিনে অত্র উপস্থানভবত আপনাকে দর্শন করিতেছি।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! এবম্প্রকারে যদিও রাজকুমার আপন বন্ধু বিশ্বসখা ও প্রিয়সখাদর্শনে হর্ষ হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই প্রণয়সখা ও প্রাণসখার অনাগমনে ঐ সুধীর রাজকুমারের মন, অতি অধীর হইয়া অক্ষিধারা বহিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ঐ একোনশত রাজপুত্র অতি দুঃখিতমতি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বন্ধুবর! বহুদিনান্তে আপনার সখাদ্বয়ের আগমনে হর্ষ বিনিময়ে বিমর্শের হেতু কি বলুন? শ্রবণে রাজকুমার কহিতে লাগিলেন, মহাশয়গণ! ঐ বন্ধুদ্বয়ের আগমন হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমরা ততদিন স্বরাজ্যে গমন করিতে পারিব না, যত দিন আমার সেই প্রণয়সখা ও প্রাণসখার মুখদর্শন না করিব। তদ্ধেতু এই যে আমরা গৃহে গমন করিলে যখন সেই বন্ধুদ্বয়ের মাতা পিতা আপন পুত্রদিগের কথা অস্মদাদিকে জিজ্ঞাসা

করিবেন, তখন আমরা তাহাদের কোন প্রবোধবচনে প্রবোধ করিব, বিশেষতঃ আমরা তাঁহাদের সন্তানবিচ্ছেদের কারণ বিবেচনায় সর্ব্বদাই অস্মদ্কে দর্শনমাত্রেই তাহাদের সন্তান বিরহানলে মনোদগ্ধ হইবে, অতএব বিনা সেই বন্ধুদ্বয় অস্মদের দেশযাত্রা কদাচই মঙ্গলদায়ক নহে, বরং এক্ষণে সেই বালক বন্ধুদ্বয়ের অন্বেষণকরণোচিত বলিয়া, দুর্গাস্মরণকরণপূর্ব্বক গমনোদ্যোগ করিলেন যখন, তখন ঐ রাজপুত্রগণ রাজকুমা-রের প্রকৃতির প্রতি বারম্বার সাধু সাধু প্রশংসাকরণপুরঃসর যেমন সুবর্ণশৃঙ্গবেষ্টনে সুমেরু সুশোভিত হয়েন ও যেমন উজ্জ্বল তারকাবলীবেষ্টনে তারাপতি সুশোভিত হইয়া থাকেন এবং যেমন যূথে যূথে যূথগণকর্ত্তৃক বেষ্টনে যূথপতি সুশোভিত হইয়া অরণ্যপথগামী হয়েন, তেমনি ঐ একোনশত রাজপুত্র-গণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া, কুমার মণিময় গমন করিয়া যখন বহু-দূর অর্থাৎ লোকাকীর্ণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যাকীর্ণে পতিত হইলেন, তখন অনেক নদ, নদী, ঝোর, ঝঙ্কার, বন, উপবন, পর্ব্বতাদি পার হইয়া কে কোথায় গমন করিলেন, তাহার কিছুই উপলব্ধি হইল না। এবম্প্রকারে তন্নিশি অবসান হইলে, পরদিন প্রাতে, পূর্ব্বাভিমুখে একাকী কুমার মণিময় যে পথে গমন করিতেছিলেন, সেই পথে যাদৃশ ঈর্ষাবশতঃ বিন্ধ্যগিরি আপন দেহোন্নত করত, নভোমণির পথাবরোধ করিয়াছিলেন, তাদৃশী সন্ধিবন্ধি নামক করকা শিলাপর্ব্বতে, ঐ কুমার মণিময়ের পথাবরোধিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে অতি দুঃখিত মনে ঐ কুমার তদুপত্যকায় পথানুসন্ধান করি-তেছিলেন, ঐ কালে পর্ব্বতস্থ সুমধুর অলঙ্করণধ্বনি হইল।

শ্রবণে কুমার মণিময় ঊর্দ্ধদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিলে, একটী অমলকমলমুখী, খঞ্জনগঞ্জনাক্ষী, সুরঙ্গে অনঙ্গের অঙ্গলক্ষ্মী, কুন্দকুসুমদশনা, বসন্তবসনা, কত মরকতভূষণা, কুম্বকণ্ঠে গজমতিধারণা, মাজাক্ষীণা, কদম্বকুসুমস্তনা, অরুণবিম্বাধরা, অনঙ্গে অধীরা, কবাটধরা, ঐ বরাঙ্গনার দৃষ্টি, কুমারের দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র, ঐ অরবিন্দনয়নার শরীর শীৎকার, মনোবিকার জন্মিয়া পলকাপতন চক্ষে আসংশু ঈক্ষণে ঈক্ষণ করিতেছিলেন। তন্নিরীক্ষণে সখী জিজ্ঞাসা করিল, সজনি! বল না, কোথায় কি নিরীক্ষণ করিতেছেন? তদুত্তরে ঐ বিরহাসক্তা, কথনাসক্তা হইয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগে দর্শন করাইলেন, সখীও তদ্দর্শনে সীহরিয়া কহিলেন, আহা! ও কি, ও কি গো? মনুষ্য, না ভূমে চন্দ্রোদয়, বলিয়া আবার ঐ অপ্সরেশকন্যার মুখনিরীক্ষণকালে, যেন বিরহধারা নয়নধারাযোগে প্রবাহিত হইতেছে, অবলোকন করিয়া, সখী মুখনিমুঞ্চন করত ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, একি, কেন, কি জন্য, বলত ঐরূপ নিধি পুরস্থ করিয়া একেবারে তোমাকে প্রণয়াঢ্য করিয়া দেই, বলিলে, বিধুমুখী কিঞ্চিৎ বিরহশান্তা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি! তুমি কি বল? তখন সখী, হানি কি, বলিয়া একখানি প্রস্তরাচ্ছাদিত গোপন সোপানপথে কুমারকে আনীত করিয়া একাসনে উপবেশন করাইলেন যখন, তখন সেই অপ্সরাযুবতী ব্যস্তা হইয়া নিজ হস্তে কুমারগাত্রে সুগন্ধি গন্ধলেপন ও তালবৃন্ত ব্যজন করিতে করিতে অতি সুকোমল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রমণীমনোবিনোদন! আপনি কে ও কোথায় গমন করিবেন? সুভাষিণার এতৎ কথন

শ্রবণে কুমার কহিলেন, আমি দেশভ্রমক, আমার বন্ধু হারিত হওয়ায় অন্বেষণে গমন করিতেছি। শুনিয়া অপ্সরকামিনী অত্যন্ত কামিনী হইয়া মনে করিলেন যে, গৃহে সখীর নিকট লজ্জা ও পারিবারিকভয়, অতএব অগ্রসরবিধায়ে যুবক সঙ্গে কিয়দ্দূর গমন করিয়া কোন নিবিড়ারণ্যে মনোরথপূর্ণ করিয়া, ভাব ভঙ্গিদ্বারা যুবকমনোরঞ্জন করত গৃহে আনীত করিয়া বিবাহকরণপূর্ব্বক এই রমণীবিমোহিত রূপসম্পত্তিভোগিনী হইয়া চিরানন্দিনী হইব। ইতি স্থিরীকৃত করিয়া কহিলেন, যুবক-রাজ! চলুন, আমি পথদর্শিনী হইয়া আপনকার সঙ্গে সঙ্গিনী রূপে কিয়দ্দূর গমন করি, বলিয়া একখানি নভোযানে দুই জনে আকাশপথে গমন করিলেন যখন, তখন প্রচুর বেলা হইল, বিশেষ সূর্য্যদেবের নিকট কিরণে কুমারের নবনীতাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত ও তালুশুষ্ক হইয়া, নয়নপথ ঝিল্লিপথদর্শন করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে অপ্সরকন্যা অতি কাতরা হইয়া শীঘ্র একটী দেব-সরোবরতুল্য সরোবর নিকটে অবতরণপূর্ব্বক কুমারকে স্নানা-বগাহনে স্নিগ্ধ করিয়া আপন বিমানস্থ স্বর্গীয় সুখদফল সকল ভোজন করাইয়া, একটী নিবিড়ছায়ান্বিত পাদপতলে উভয়ে উপবেশিত হইয়া কুমারী নিজ মনোগতকথা কথনপূর্ব্বেই কতকগুলিন হাব, ভাব, হেলা, লীলা, কেলীরসসম্পূর্ণা, পূর্ণচন্দ্র-বদনা, হাস্যাননা, কন্দর্পদলনা, ললনাগণ, নানা অঙ্গভঙ্গিতে জলক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে অপ্সরকন্যা ঈদৃশ ঈর্ষা-কুলা, ব্যাকুলা, বিকলা হইয়া কুমারের মুখনিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, ঐ যুবকের যুবতীগণদর্শনস্পৃহা দূরে থাকুক সে দিকে ভ্রূভঙ্গি হইল না, বরং নয়ন বয়নভঙ্গিতে বোধ হইতে

লাগিল, যেন উন্মত্ত বিরহরাজ সময়াগত হইয়া কুমারকে আলিঙ্গন প্রদান করিতেছেন। কুমারের এবম্প্রকার ঔদাস্য-ভাব দেখিয়া ঐ অপ্সরতনয়ার স্মরণ হইল যে, এই সেই দ্বিগুণচন্দ্রা চন্দ্রাননার মনশ্চকোর হইবে, যাহা পূর্ব্বে দেব-সমাজে শ্রুত হইয়াছিলাম তাহার আর সন্দেহ নাই, কেননা এরূপ রূপবতী রমণীগণ দর্শনেও যখন মনের বৈকল্যভাব হইল না, তখন ইনিই সেই চন্দ্রার প্রতি আসক্ত বটেন, মনে করিয়া সেই অপ্সরযুবতী অতি বিষণ্নমতি ও লজ্জাবতী হইয়া কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে! তুমিই কি সেই দ্বিগুণ-চন্দ্রার মনশ্চকোর? ওহে! তুমিই কি সেই কুমার মণিময়? আ! তুমিই কি সেই দ্বিগুণচন্দ্রার প্রেমডোরাকর্ষণে গমন করিতেছ? হায়! কি লজ্জা, হায়! আমিই কি অস্মদ্ কামিনীকুলের মনোবৃত্তি প্রকাশের মূলীভূত হইলাম? আ! আমায় ধিক্, ধিক্ আমায়, বলিয়া কুমার প্রতি কহিতে লাগি-লেন, হে কামিনীকুল কুমুদিনীর প্রিয়বন্ধু! হে রমণীচকো-রিণীগণের প্রিয় ইন্দু! হে প্রণয়ভূষিত মহিলাগণের সুখ-সিন্ধু! আমার মনোবিকারের প্রতি যেন আপনকার মনে ঘৃণা না হয়, কেননা, বল দেখি, আপনকার ঐ সুশীতল, সুনি র্ম্মল, অগাধ রূপসাগর দর্শনে কোন্ রমণীর অবগাহনেচ্ছা না হয় ও তোমার ঐ বিমলমুখচন্দ্রের অধরসুধাপানে কোন্ কামিনীর মন ব্যাকুল না হয়? ইত্যাদি অনেক অনুতাপ কর-ণানন্তর পরিশেষে কহিলেন, যুবরাজ! যেন আমাকে স্মরণ থাকে, বলিয়া বিদায় হইলেন।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! যখন সূর্য্যকিরণ বিরামোন্মুখ হইল, তখন কুমার মণিময় মন্দ মন্দ গতিতে বহুদূর গমন করিলে, যেন অতি দূরে পুনর্ব্বার ভাস্করোদিত হইতেছে। দর্শিত হইলে মনে করিলেন, হা বিধাতঃ! তুমি কি আমাকে উত্তপ্ত করণজন্য পুনর্ব্বার তপনোদিত করিতেছ? বলিয়া আবার মনে হইল, না, ভাস্কর হইলে ঈদৃশ শীতলসমীরণ গাত্রে সংলগ্ন হইত না। ইতি বিবেচনায় কিয়দ্দূর গমনান্তে বিপুল স্থূল, অত্যুচ্চ, দগ্ধস্বর্ণপ্রভাময়ের আলোকময় বিলোকন হইলে, বুঝি স্বর্ণাদ্রি অর্থাৎ সুমেরু হইবে, কুমারের মনে হইয়া অতি কাতরে কহিতে লাগিলেন। আ! আমি এত দূরে আসিয়াছি, আর কি আমার জীবনের অন্তকাল মধ্যে প্রত্যাগমনের প্রসক্তি থাকিল না, আহা! আমি এই স্বর্ণপর্ব্বতের নিকট কেন আইলাম, হায়! কোথায় আমার সেই সুবর্ণবর্ণা, সুবদনা, হায়! কোথায় আমার উন্মত্তমনের প্রমোদদায়িনী, হায়! কোথায় আমার সেই হৃদয়ভুজঙ্গের শিরোমণি। ইত্যাদি বহু বিলাপ করিতে করিতে অগত্যা তন্নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, অতি চাকচিক্য পীতপ্রস্তরিত বৃহন্মঞ্চোপরি অতি সুদীর্ঘ, সুচিত্রিত, সুপরিষ্কৃতচন্দ্রগোলিকার ভীত্যাবৃত একটী দেবমন্দির, যচ্চূড়া নভোমণ্ডলসহ নিত্যক্রীড়া করত আহ্লাদিত হইয়া থাকে, এবং যন্মন্দিরের নানা বর্ণের পতাকার বায়ু আদর্শনে মলয়াজীবন জীবনদ হইয়াছেন, রাজকুমার তন্মন্দির অবলোকনে যেন জীবনোপায় অবলোকন করিলেন। এবম্প্রকারে তদ্দিন দিবাবসান হইলে, কুমার আপন প্রিয়-

তমাচিন্তনে চিন্তিত হইয়া, একখানি সুনির্ম্মল সুশীতল শিলা-পৃষ্ঠে শয়ন করিলেন ইত্যাদি।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! তদনন্তর নিশীথসময়ে কতকগুলিন দেব-কন্যা, নাগকন্যা ও অপ্সরাদি গন্ধর্ব্বকন্যাগণ আগতা হইয়া ঐ মন্দিরস্থ দেবদেবকে পূজনানন্তর গমন করিলে, যামিনী গামিনীমুখে কয়েকটী রাজকন্যাসহ স্বর্ণসৌদামিনীনিকরকরা, তড়িজ্জড়িতনখরা, পীনপয়োধরা, জগৎধন্যা, সুশীলা, সৎমান্যা, যুবতীগণ অগ্রগণ্যা, অশীতীশ্বর রাজকন্যা, দ্বিগুণচন্দ্রা সম্মিলিতা হইয়া সেই শিবসরোবরে স্নানাবগাহন করত সকলে নানা বর্ণীয় কৌষেয়বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে ভগবান্ ভূত-ভাবন, পতিতপাবন, ভবানীপতি পশুপতিকে পূজনপূর্ব্বক গালবাদ্যে, কক্ষবাদ্যে, আনন্দে নৃত্যকরিতে করিতে সেই নবনিতম্বিনীগণ ঘেরিত হইয়া প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। কিন্তু করিলে কি হবে, দেখ, প্রণয়সূত্র যেন ভ্রামর, অর্থাৎ চুম্বকধাতু-সম আকর্ষণীয় যন্ত্রপ্রায়, যাহা দেবাসুর, নাগ, নর, পশু, প-ক্ষ্যাদি কীট পতঙ্গপ্রভৃতি কাহার ছিন্ন করিবার ক্ষমতা নাই, বরং ঐ প্রণয়সূত্রযন্ত্রে দূর হইতে নিকটস্থ করিয়াও স্পর্শপরা-ঙ্মখে হর্ষ হয়েন না যেমন, তেমনি ঐ দ্বিগুণচন্দ্রার প্রণয়সূত্রে রাজকুমার মণিময়কে দূর হইতে নিকটস্থ করিয়াও মনোহর্ষ বিনিময়ে দাবাদগ্ধা হরিণীর ন্যায় দ্বিগুণচন্দ্রা চতুর্দ্দিক নিরী-ক্ষণ করিতে করিতে ঈক্ষণ হইল, যেন অশ্বিনীকুমার শিব-কুমারাপেক্ষা একটী সুকুমার রাজকুমার আপন বদনসরোজ-বনে, কুরঙ্গীনয়নাগণের জীবন জীবিকারূপ সুরঙ্গ অধরপল্লব-বিয়োগ শরজালাচ্ছাদন করত শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। সেই

অলৌকিকরূপমাধুরী,ঐ বালকুরঙ্গী লোলনয়নার নয়নপথগামিনী হইলে, সেই সুরঙ্গ সুধাধর, অধর নবপল্লবাস্বাদনে বালিকা-মন ধাবিত হইয়া একেবারে সেই অমোঘশরজালে নিপতিত হইল যখন, তখন সেই উপায়হীনা ইনি দৃশীদৃশা দৃশাকুলা দ্বিগুণচন্দ্রাপ্রকাশসরমে, বিরহমরমে, অতি কাতর হইয়া একটী নিভৃতস্তম্ভান্তরালে উপবেশিত থাকিলেন। এখানে সেই নবীনানটনিতম্বিনী রাজনন্দিনীগণ, দ্বিগুণচন্দ্রার অদর্শনে যেন চন্দ্রহীন কুহনিশি দর্শন করিয়া, শশিমুখীগণ ব্যস্তসমস্তা দ্বিগুণচন্দ্রার নিকটস্থ হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, কেন, ভগ্নি ! একি দেখি, এমন অনিমিষনেত্রে, ঔদাস্যচিত্তে, আসন-ক্ষেত্রে, উপবেশন কেন ? বলিলে তখন ঐ দ্বিগুণচন্দ্রা ইন্দুমুখী, সরমিন্দুমুখে কহিতে লাগিলেন, না ভগিনীগণ ! কোন কারণ উদ্ভূত হয় নাই, কেবল একটী অনিবেদিতকুসুমঘ্রাণগ্রহণে মনের বৈকল্য হইয়াছে মাত্র। ঐ বালিকাবদনে এতচ্ছ্রবণে সকলে চন্দ্রাননার চন্দ্রাননধারণ করত হাস্য করিতেছিলেন। এমৎকালে ঐ রাজকন্যাগণ মধ্যে বসন্তপালিনী কহিলেন, ভগিনী সকল ! দেখ, ঐ দেখ, প্রস্তরপৃষ্ঠে কিরারত্ন জ্যোতিঃসম শোভা পাইতেছে দেখ। বলিলে রাজনন্দিনী স্মরমাদিনী কহিয়াছিলেন, ভগিনি ! এই দেবস্থানে এ অতি আশ্চর্য্য নহে, কেননা, এই জ্যোতির্ম্ময় নিকটে রত্নদ্যুতির অসম্ভব কি, বিশেষ আমি অনুমান করি, বুঝি কোন বিরহিণী সাধুরমণীরত্নের হৃদয়-রত্ন পতিরত্ন, অতি দূর হইতে সম্মিলিত হইয়াছে,সেই বিরহি-ণী,পতিপ্রণয়িনী,প্রণয়রত্নাঢ্য হইয়া গোপনে এই রত্নরাশি দিয়া মন্দিরস্থ দেবরত্ন রত্নেশ্বরের পূজা করিয়া থাকিবেন। এতচ্ছ্রবণে

রাজকন্যা স্মরমোহিনী কহিতে লাগিলেন, না ভগিনি! ঐ দেখ, অতি কমনীয় রমণীমনোমোহন অনঙ্গনিন্দিতাঙ্গে একটী সুপুরুষ ভূমিচন্দ্রের ন্যায় শয়নে রহিয়াছেন। ওটী রত্নরাশি নহে, যেন যুবকরত্ন বোধ হয়। তচ্ছ্রবণে চারুবদনী কহিতে লাগিলেন, সখি! আমার যেন এই বোধ হয়, কিন্তু তোমরা বিবেচনা করে দেখ। আমি অনুমান করি যে, শশধর কলঙ্ককে মলিনবোধে শশত্যাগী হইয়া, কৌরবকুলের মনোমোদন করিতে গমন করিলে, কুমুদিনীগণ ঐ শশাঙ্কের শশহীন নূতন বেশ দেখিয়া বুঝি কৌতুক করিয়া থাকিবেন, তাহাতেই ক্ষপানাথ ক্ষোভিতান্তঃকরণে ক্ষিতিতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। এতদাকর্ণনে কণককমলা কহিলেন, ভগিনি! তোমার এই অনুমান মন্দ নহে, কিন্তু আমি আর একটী অনুবোধন করি, তোমরা বিবেচনা কর, বুঝি অনঙ্গপত্নী অনঙ্গকে অঙ্গহীন বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়া থাকিবেন, তাই সঙ্গভঙ্গে অনঙ্গ অঙ্গধারী হইয়া অভিমানে পুষ্পধন্বা এই পুষ্পবনে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তদুত্তরে স্মরমাদিনী কহিলেন, হাঁ সখী, কামদেব হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু প্রস্তরশয়নের সে ভাব নহে, কেনই বলি শুন। ঐ কামদেব, পতিপ্রাণা যুবতীগণকে পতিবিচ্ছেদ সময়ে বিরহহুতাশনে দগ্ধ করিয়া থাকেন, কিন্তু কামিনীগণের অতি সুকোমল সরলপ্রাণ, সামান্যোত্তাপেই দগ্ধ হইয়া থাকে। বক্রী সেই প্রজ্বলিত বিরহহুতাশন সকল, এই রতি বিচ্ছেদের সময় পাইয়া যদি কামতনু দগ্ধ করেন্, এই ভয়ে রতিনাথ অনাথপ্রায় হইয়া, সুশীতল সুনির্ম্মলশিলাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তদুত্তরে রাজনন্দিনী বসন্তপালিনী ও চারুবদনী

অঙ্গিভঙ্গি করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ভগ্নী সকল! তোমরা কি ঐ কন্দর্পবিনিন্দিত অভিনব যুবকমণিকে অযোগ্যযোজনা-বাক্যে পরিহাস করিতেছ? আহা! ভগ্নী তাহা করিও না, কেন বলি, বোধ হয় ঐ যুবকমণি, বুঝি কোন বিরহকুপিতারমণী ফণীর শিরোমণি, একে সেই বিরহিণীবিচ্ছেদরাগে, আবার তোমাদের ব্যঙ্গবাক্যের অনুরাগে, দংশন করিলেও করিতে পারেন, যেহেতুক সেই বিরহভামিনীর বিচ্ছেদবিষে গর গর। ভাল, বল দেখি, ঐ বিনা কটাক্ষদংশনে তোমরা জ্বর জ্বর হই-য়াছ কি না? তচ্ছ্রবণে কণককমলা কহিতে লাগিলেন, ভগিনি! আপনি ভাল বলিয়াছেন, কেননা সকলেই মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, ঐ যুবকের মুখ দেখিলে আর বুক দেখিতে মনে হয় না ও বুক নিরীক্ষণকালে কি আর নাভিকূপ স্মরণ হয়, না, নাভিকূপাবলোকনে নয়নকে কি আর নয়ন করা যায়? ভাল, আরও বল দেখি, সেই নেকৃত কামকটী অপেক্ষা এই যুবককটী কোটিগুণ কমনীয় কি না? বিশেষ ঐ রমণীমনোমোহনের কটী দর্শনে কোন্ কামিনীর নিজকটী শেন্থ না হয়? এতচ্ছ্রবণে সখীগণ সকলে কুমারের কটী ঈক্ষণকরণমাত্রেই সেই লাল-সাঙ্গীগণ অলসাঙ্গী হইয়া আর কটীবসনের কোটি আর কে করে, প্রায় সকলেরি সর্ব্বাঙ্গ আলু থালু হইয়া পড়িল যখন, তখন সখীগণ সকলে অম্বরসম্বরণপূর্ব্বক নিম্নমস্তকে এমন মধুর হাস্য করিয়াছিলেন, যাহাতে সম্মোহনের মোহ জন্মিয়াছিল ইত্যাদি।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! ঐ সুকুমারী রাজকুমারীগণ ঐ সুকুমারের বৃত্তান্ত অবগতার্থে সন্দিগ্ধচিত্তে রত্নেশ্বরের নিকটে আগতা

হইলে, ঐ রত্নেশ্বর শিবসেবক সাক্ষাৎ বিনায়ক, ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী, রাজকন্যাগণের বিতর্কিতমন ও বিশীর্ণবদন দর্শনে দয়া করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎসগণ! নির্ভয়ে শ্রবণ কর। ঐ যুবকেন্দ্র সূর্য্যসুর নৃপেন্দ্রসুত. বাহুবলে সুরেন্দ্র ও সুধীবর, কবিগণ মধ্যে কবীন্দ্র ও সুরসিকা রসবতী যুবতীগণের রসিকেন্দ্র, অথচ জ্যোতির্গণ মধ্যে জিতেন্দ্রিয়, বিশেষ ঐ দ্বিগুণচন্দ্রার হৃদয়েন্দ্র বলিয়া, আপনি দৃষ্টেন্দ্র মুদ্রিত করিলেন যখন, তখন যুবতীগণ ঐ কুমারসহ রাজকুমারী দ্বিগুণচন্দ্রার পরিণয় সোপান পাইয়া, আহ্লাদমদে এবং যৌবনমদে ও রূপমদে মত্ত হইয়া কেহ পুষ্পবনে, কেহ জলসন্নিধানে ও কেহ সুগন্ধি গন্ধপরিগ্রহণে, কেহ বিহগগণের বিরহগান শ্রবণে ও কোথাও একাকিনী সৌদামিনীসমা, কোথাও সখীদ্বয়ের হস্তধারিণী হইয়া বিদ্যুন্মালাসমা, গজেন্দ্রগমনাগণ, পুষ্পগহনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সেই অখলা, সরলা, বিরহবিহ্বলা, নৃপেন্দ্রবালা দ্বিগুণচন্দ্রা, লতারতা হইয়া, একটী মাধবীলতান্তরালে অতি বিরলে চিত্তপুত্তলিকাসমা চিত্তার্পণ করত, আসংশু ঈক্ষণে কুমারের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে চতুরা চারুবদনা, চন্দ্রার নিকটস্থ হইয়া বাহুমূলে গ্রীবাধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ভগিনি! এই নবোদ্গাত যৌবনে যদি মানসিক যন্ত্রণায় কালকর্ত্তন করিবে, তবে আর কবে পতিপ্রেমপাগলিনী হইয়া প্রণয়রসে পতিতোষণী হইবে? আ, ও উন্মাদিনি ও পাগলিনি! তুমি কি তোমার প্রাণবল্লভাপেক্ষা প্রকাশভয় কি এত গরীয়সী জ্ঞান করিয়াছ? আ, ছিছি ভগ্নি! যদি অস্মদ্‌কে মান, তবে আমার এই কথা

মান, শুন বলি, তোমার ঐ হৃদয়োত্থিত কণককলিকারূপ মেরুস্তম্ভে ঐ যুবক ভুজঙ্গবেষ্টনকরণপূর্ব্বক তোমাদের অপার বিরহপারাবার মন্থন করিয়া সুধামৃত উত্থিত করত মুখামৃত পানে পরিণয়রূপ প্রণয়রসাস্বাদনের সুখভাগিনী হও। বলিলে, তদুত্তরে ঐ বিরহোন্মাদিনী দ্বিগুণচন্দ্রা, অতি মলিনবদনে কহিলেন, সজনি! চল, গৃহে চল, বলিয়াই অমনি পদচালন করিলেন যখন, তখন ঐ ঔদাস্য উত্তরাকর্ণনী মলিনী চারুবদনী অতি অভিমানিনী হইয়া, ঐ দ্বিগুণচন্দ্রার অনুগামিনী হইলেন। হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! পশ্চাদ্গামিনী হইলে কি হবে, আদৌ ঐ অগ্রগামিনীর এমনি অস্থির গতি যে, প্রতি পদার্পণেই স্মৃতিবিভ্রমের ন্যায় চরণচালনে বিচালন হইতে লাগিল, আরো যত সেই প্রস্তররাশির রূপরাশি মনে হইতে লাগিল, ততই ঐ বিরহভরে ও যৌবনভরে দেহ ভারাক্রান্ত হইলে, পদচালনপালনে অশক্তা হইয়া, অক্ষিজল ছল ছল করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, সখি! কৈ, গৃহ কৈ, আমার শয্যা কৈ। ঐ চন্দ্রাননার এই কাতরোক্তি শুনিয়া চারুবদনা, দ্বিগুণচন্দ্রার মনের ভাব অনুভব করিয়া ভাবিলেন, আমরি! একে নবীনবিরহিণী নারী, তাহে রাজকুমারী, বিশেষ প্রকাশভয়ে অতি ভারী, মনে মনে বিবেচনা করিয়া চারুবদনা আপনি নিজ বাহুলতায় সেই গুরুনিতম্বিনীর সরু কটী ধারণপূর্ব্বক একটী সুশীতল মঞ্জুল মধ্যে শিরাহীন নবীনপল্লবশয্যাশায়িনী করিয়া, চক্ষু, মুখ, স্তনমণ্ডলে সুস্নিগ্ধশীকরনিকর সিঞ্চন করত সুস্থা করিতেছিলেন, এমৎকালে সেই রঙ্গিণী, প্রিয়সঙ্গিনী, বনভ্রমণকারিণী, রাজনন্দিনী প্রণয়িনীগণ, ঐ মঞ্জুল

মধ্যে মিলিতা হইয়া দ্বিগুণচন্দ্রার দশমদশার ন্যায় বিরহদশা দর্শনে, সেই রতিপ্রাণা, পতিপ্রাণা, কমলপ্রাণাগণ আপনাপন অঙ্কুরিত যৌবনকালের স্মরশরদশা স্মরণ হইয়া, ঐ দ্বিগুণচন্দ্রার মরমজ্বালা বুঝিয়া, অতি ব্যস্তা হইয়া কেহ ঐ বিরহবিহ্বলা রাজবালার গণ্ডে গণ্ড, কেহ হৃদয়ে হৃদয় ও কেহ ওষ্ঠে ওষ্ঠস্পর্শনপূর্ব্বক অতি বিনোদনাদে কহিতে লাগিলেন, ও অঙ্কুরিতযৌবনী, ও বিপুলজঘনী, ও ইন্দীবরনয়নী, ও কোরকস্তনী, তুমি লজ্জাত্যাগিনী হইয়া একবার কথা কও, হে কন্দর্পদর্পদলনে! হে বালকুরঙ্গী লোলনয়নে! একবার আমা পানে অবলোকন করিয়া, সেই অবিহিত বচনের দোষমোচন কর। কেহ বলিলেন, ও বাল্যাজ্ঞানী, ও উন্মাদিনী, তুমি কি জাননা যে, চন্দ্রোদয়, আর নব প্রণয় উভয়েরি ভাব সমভাব হইয়া থাকে, যেমন দিন দিন চন্দ্রকিরণ বৃদ্ধি হয়, তেমনি নিত্য নিত্য ঐ প্রণয়বর্দ্ধন প্রকাশ পায়। হে ভগিনি! ও মিত্রমন অগোপ্যধনকে গোপনেচ্ছা করিয়া কি আপন জীবনধ্বংস করিবে, আহা, কি করিতেছ? কেহ কহিলেন, ও নবীনপ্রমদা, সঙ্গবিশারদা, তুমি কি সেই সমুদ্রদগ্ধকারী বাড়বানলসম বিরহানল তোমার সুকোমল হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিজ প্রাণনাশ করিবে? আ, এ কেমন বিবেচনা! ছি ভগ্নী। কেহ কহিলেন, ও বিধুনির্ম্মাণাদর্শাননে, ও পীযূষভাষিণি! তুমি একবার তোমার ঐ বিধুবদনে, আধ আধভাষণে ঈষদ্ধাসনে অস্মদাদির মনোমোদন কর। রাজকন্যাগণের এতৎকথন শ্রবণে, সেই মোহময়ীর মনে মোহোদয় হইয়া নয়নকজ্জলজলরেখা বয়নে পতিত হইয়া যখন অধরসুধাধরকম্পিত হইতে লাগিল, তখন যেন ঐ চন্দ্র-

বদনার বদনচন্দ্র রাহুগ্রস্তের ন্যায় চন্দ্রগ্রহণ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজকন্যাগণের মন স্নেহার্দ্র হইয়া, অঞ্চলে মুখনিমুঞ্চন করাইয়া নানা সন্তোষবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ইত্যাদি।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! কালের অতি সূক্ষ্মগতি, যাহা পদ্মযোনি প্রভৃতির বোধাগম্য, সেই সুখ দুঃখপ্রদাতা কালানুবলে কুমার মণিময় প্রাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্নাতভবত, ঐ মন্দিরস্থ ত্রিলোকনাথ, অলোকনাথের পাদপদ্মপূজনপূর্ব্বক সেই শিবারণ্য দর্শনেচ্ছায় বহির্গমন করিলে, ইচ্ছাফলদায়িনী, ত্রিলোকপালিনী, নয়নানন্দকারিণী, মনোহর কল্পপাদপসম তরুবর সকলের, ফলফুলে দিকসকল প্রভাষিত হইতেছে, অশোক, কিংশুক, চন্দন, চম্পক, পুন্নাগ, নাগকেশর, পলাশ, কাঞ্চন, শ্বেতকী, কেতকী, ধাতকী, কদম্ব, নিম্ব, রঙ্গণ, শিরীষ, অতসী, বাকশী, বক, বকুল, চন্দ্রাননী, সূর্য্যাননী, কুন্দ, কামিনী, যামিনী, গন্ধাপ্রভৃতি গন্ধরাজাদি স্থল বিরাজিতপুষ্প সকলের সদ্গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে, অবান্তর, স্থানে স্থানে বাপী, তড়াগাদি সরোবর সকলে শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত, সরোজকমল, কুমুদ, কহ্লার, ইন্দীবরাদি জলজপুষ্পে লোলুপ ভ্রমর সকল মধুপানাশক্ত হইয়া গুন গুনস্বরে গান করিতেছে ও স্থানে স্থানে চতুর্দ্দিগে মাধবীলতা, মালতীলতা, তরুলতা, রাধালতা, শ্যামলতা, লবঙ্গলতা, গুঞ্জলতা ও গুল্মলতা প্রভৃতি নানা লতায় পুঞ্জ পুঞ্জ নিকুঞ্জসম কুঞ্জকুটীর সকলের চতুর্দ্দিগে ঐ ললিতলতা সকলে মুকুলিত পুষ্পগুচ্ছে আকুলিত অলিকিশোর সকল ঐ রসবতী, পুষ্পবতী, পুষ্পিগণের নবীনকটীভঙ্গভয়ে

আলিঙ্গন বিনির্ম্মকে মুখে মুখে মধুপান করিতেছে। দর্শনে মণিময় দূরে থাকুন, ঋতুরাজগণ, স্বয়ং ভীত হইয়া স্বসৈন্যে বনরক্ষণছলে বিরহীজনার মনোরক্ষণ করিতেছেন। সেই নয়নানন্দকারিণী বিরহোন্মাদিনী অটবীর ক্রীড়া সন্দর্শনে সেই নবীন যুবক মণিময়ের নবীন হৃদয়ে, যেন নূতন নূতন শেল বর্ষণ হইয়া নয়ন বর্ষণ হইতে লাগিল। কি করেন, কোথায় যান, ক্রমে মন্দ মন্দ গমনে সেই রাজকন্যাগণের বিশ্রাম কুঞ্জকুটীর নিকটে হঠাৎ উপস্থান হইলে যেমন রাজ-হংসীগণ, রাজহংস দর্শনে, সচকিত মনে ঊর্দ্ধ নয়নে, অবলো-কন করে, তেম্নি ঐ যুবরাজ রাজকুমারকে দর্শনে, রাজকুমারী-গণ চমকিত মনে যেন চঞ্চলা সঞ্চলা হইয়া মঞ্জুল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন যখন, তখন রাজকুমার অকস্মাৎ স্ত্রীগণ সমাজে গমন করণ জন্য যদিও ঈষৎত্রপাযুক্ত হইলেন, তথাচ সরলমনের এমনি কার্য্য যে, সেই মঞ্জুল সম্বোধনে কহিতে লাগিলেন, হে লতামণ্ডপ! তুমিই শুভ গৃহিজনগণের শুভগ্রহ, তো-মাকে আশ্রয় করিয়া জন সকল গৃহস্থ হইয়া পুণ্যভাজন, ও যশোভাজন, সুখভাজন হইয়া থাকে, তুমিও সেই নবলতা নির্ম্মিতাগৃহ, এক্ষণে কি তুমি গ্রহবৈগুণ্যগণের আশ্রয়শূন্য হইয়া অভ্যাগতেরও কি নিরাশ্রয় হইয়াছ। বলিলে, ঐ সর্ব্ব পূজ্য অভ্যাগতের কথা স্তনিয়া রাজকন্যাগণ অভ্যাগতের অনাদর ভবন ভয়ে কুণ্ঠিতা হইয়া, শীঘ্র পল্লবাসন প্রদানে উপবেশন করাইয়া অতি কোমলস্বরে কহিতে লাগিলেন, নবীনাভ্যাগত মহাশয়! অস্মদাদির সমভিব্যাহারে ধন, বা পরিচারিণী জন কিছুই নাই, বলুন, অধিনগণ, কোন্ উপ-

চারে আপনকার তৃপ্তিকারিণী হইবে। এতৎ কথনানন্তরে কুমার কহিলেন, নয়নানন্দকারিণীগণ, আমি ধন, জন, প্রয়োজন বিরহী, কেবল আপাতত কথনোত্তর অভিলাষী মাত্র। এতচ্ছ্রবণে রাজকুমারীগণ কহিলেন, মহাশয়! অস্মদাদি অবলা, কুলবালা, যদি আপনকার কথনোত্তরের উপযুক্ত জ্ঞান হয়, তবে যথারুচি প্রশ্ন করিলে উত্তর দানে পরমাহ্লাদিতা হইব। এতন্মধুরোত্তর শ্রবণে, রাজকুমার কহিয়াছিলেন, সংশাঙ্কবদনাগণ! যদি আমি জিজ্ঞাসনে সশঙ্কিত হই, তথাচ আপনাদের রূপ লাবণ্য দর্শনে দেবী, কি মানবী, যদি মানবী হন, তবে কোন্ কুলভাষিণী বলুন্। বলিলে ঐ সুবদনীগণ নীরবে নতশিরে অনেকক্ষণ মৌনী থাকিলেন। তদ্দর্শনে সেই মঞ্জুল রঙ্গিণী, অমোঘমায়া, ও কুসুমচয়া নাম্নী কুসুমজীবী কন্যাদ্বয়, রাজকন্যাগণকে নিম্নমুখী নিরস্তা দেখিয়া ক্ষণকাল চিন্তনানন্তর করজোড়ে কহিতে লাগিলেন, মহাশয়! এতন্মহানুভবাগণ মানবী বটেন, কিন্তু মানবেশ্বরী, অর্থাৎ ঐ মানবী বিনোদবদনী বিনোদবেণী, বিনোদহাসিনী, বিনোদভাষিণী, বিনোদগামিনী, বিনোদকামিনীগণ সকলেই রাজকন্যা, ইঁহারা নিজ পরিচয় দানে অশক্তা, আজ্ঞা হইলে আমিই সুবিদিত করি। বলিলে, রাজপুত্র বলিলেন ভদ্রে! আপনিই বলুন। বলিলে মালিনী তজ্জননীর অগ্রভাগে দর্শন করাইয়া ক্রমান্বয়ে কহিতে লাগিলেন। যুবরাজ! ঐ কণকবরণী, কণক কলিকান্তনী, কামিনী, কনারক রাজ্যের রাজবালা, কণককমলা নাম, ও ঐ বসন্তবসনা, বসন্তভূষণা, বসন্ত উদ্দীপনা, মল্লারি রাজ্যের রাজনন্দিনী, বসন্তপালিনী অভিধানিনী, ও ঐ ভুবন

মনোহারিণী, ভুবন মোহকারিণী, ভুবনোন্মাদিনী, শরদ রাজ্যায় রাজকুমারী, স্মরমোহিনী, ও ঐ দেখ সুচারু চন্দ্রাননা, সুচারু গমনা, সুচারুভাষিণী, সুচারুহাসিনী, পদ্মকন্দর রাজ্যের, রাজদুহিতা চারুবদনা, এবং ঐ পরম রূপসী, কণক শশী, মদনবিকাশী, পালিত্রত দেশীয় রাজকন্যা স্মরমাদিনী। তদনন্তর ঐ কুটিরস্থা মেঘাকার নব পল্লব কোলে স্বর্ণ সৌদামিনী নিকর করা, তড়িৎ জড়িত নখরী, পীনোন্নত পয়োধরা, জগৎ ধন্যা, সুশীলা, সৎমান্যা, যুবতীগণ অগ্রগণ্যা অশিতীশ্বর রাজকন্যা দ্বিগুণচন্দ্রা বিরহিতা অবিবাহিতা শায়িনী রহিয়াছেন। মুখনির্গলিত এতদ্বচন শ্রবণে কুমার মণিময় মনে মনে হৃষ্ট হইয়া নানা রহস্য যুক্ত কথোপকথন করণ কালে সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইলে রাজকন্যা সকলে আপনাপন হস্ত গৃম্ফিত মনোহর মাল্য রাজপুত্রের গলে প্রদান পূর্ব্বক গমন করিলেন। তদ্দিন রাজকুমার আপন প্রিয়তমা দর্শনে কিঞ্চিৎ মনঃপ্রীতি প্রাপ্ত কুসুম বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমৎকালে সেই করকাশিল পর্ব্বতবাসিনী অপ্সরা কামিনী আগতা হইয়া নানা কথোপকথন দ্বারা রাজপুত্রকে সন্তোষ করিয়া আপন বিমানস্থ স্বর্গীয় ফল ভোজন করাইয়া পরিশেষে এক ছড়া পারিজাত পুষ্পমাল্য প্রদান কয়িয়া বিমানারূঢ়ে গমন করিলেন। এস্থলে ঐ রাজদুলালের মন অতি সকৌতুক দর্শনেচ্ছায় অনুকূল দৈত্যকে স্মরণ করিলে, দৈত্য আগত হইলে, রাজপুত্র আপন মনের ভাব বিজ্ঞাপন করিলেন। দৈত্য হর্ষ পূর্ব্বক কহিলেন, একি আশ্চার্য্য! আমি তোমাকে রথারূঢ় করিয়া স্বল্পকাল মধ্যে বহু দেশ ভ্রমণ করাইতে সক্ষম হই। চলুন, রথারোহণ

করুন্। বলিলে রাজপুত্র রথারোহণ পূর্ব্বক, আকাশ মার্গে গমন করিয়া, সেই রাজকন্যাগণের শয়নাগারে যে শয্যায় রাজকন্যাগণ পতিসহ শায়িনী ছিলেন, সেই শয্যোপরি সেই কুসুমকোরকস্তনাগণের হস্ত নির্ম্মিত কুসুমহার সকল ক্রমে রাজকন্যাগণকে লুক্কায়িত রূপে প্রদানানন্তর, গমন করিয়া সর্ব্বশেষে ঐ অপ্সরার দেওয়া পারিজাত মাল্য আপন প্রিয়তমা দ্বিগুণ চন্দ্রার শয্যায় প্রদান পূর্ব্বক, প্রস্থান পুরঃসর স্বস্থানে উপস্থান হইলেন। এতদ্রূপে নিশি বঞ্চিত হইলে, অতি প্রত্যুষকালে রাজকন্যাগণ, পূর্ব্ববৎ মিলিতা হইয়া সেই শিব সরোবরে স্নানাদি রত্নেশ্বর শিব পূজনানন্তর, পুষ্পবনে সেই লতামণ্ডপে বয়স্যগণ রহস্যাদি করণ পূর্ব্বক বিরাজিতা ছিলেন। এমৎকালে ঐ রাজকুমার শিব পূজাদি কার্য্য সমাপনে যখন সেই কুঞ্জ স্থানে গমন করিলেন, তখন যেন বৃন্দাবনের নিকুঞ্জ স্থান হইল। রাজকন্যাগণ যুবরাজকে এরূপ যত্ন পূর্ব্বক পল্লবাসনে বসাইলেন, যেন যুবতীগণ আপন আপন হৃদয়াসনে উপবেশন করাইলেন। এতদ্রূপে যদিও সাময়িক রস বিন্যস্ত নানা কথা হইল, কিন্তু গত রজনীর পুষ্পমাল্য ও ক্রীড়ার কথা উভয় পক্ষের মধ্যে কেহই প্রকাশ করিলেন না। রাজকুমার ঐ অমোঘ মায়াকে সম্বোধন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মালিনি! যে রাজকন্যাগণ সকলের নিজ নিজ বহির্ভবন দর্শন করণ সুদুর্ল্লভ, সেই রমণীগণ এত দূর ব্যবধানীয় স্বস্ব পিতৃরাজ্য হইতে কোন্ উপায় বলে সকলে সংমিলিতা হইয়া এই রম্যক কাননে কেলী করিতেছেন, বল। তদুত্তরে মালিনী কহিলেন, মহাশয়! যদিও আপনকার

জিজ্ঞাস্য কথন বিলক্ষণ শ্রুতাছি, কিন্তু রাজকন্যাগণের বিনা-জ্ঞায় কথনক্ষম নহি, বলিয়া মালিনী ঐ রাজকন্যাগণকে জিজ্ঞাসা করিলে কন্যাগণ কহিলেন, যদিও অস্মদাদির গুরুমন্ত্রা-পেক্ষাও গোপনীয়া ধন বটে, তথাচ ঐ অতিথি অসন্তোষ ভবন ভয়ে কথনীয়া হইল ইত্যাদি।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! সেই সঙ্কেতজ্ঞ মালিনী, ঐ রাজকন্যা-গণের ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া, কুমার মণিময় প্রতি কহিতে লাগি-লেন, যুবরাজ! অত্যাশ্চর্য্যাখ্যান শ্রবণ করুন্, বলিয়া ক-হিতে লাগিল। যেমন, ভগবৎ স্বেচ্ছায় সাংসারিক কার্য্য মধ্যে পুণ্যকার্য্য সকল বলীষ্ঠরূপে সমুত্থিত হয়েন, তেমনি এই অবনীমণ্ডল মধ্যে স্থানে স্থানে পুণ্যপ্রসবিনী তীর্থস্থান সকল অনাদি কালাবধি সমুত্থিত হইয়া বিরাজিতাছেন, তন্মধ্যে অনির্ণীতকালে, যাদৃশী নির্ব্বাণ ক্ষেত্র বারাণসী কাশীধামে লভস্য দিনে মৎস্যোদরী, ও তীর্থরাজ, প্রয়াগ মধ্যে কুম্ভ সমা-রোহ, ও যেমন হরিদ্বারে পতিতপাবনী সুরধনী মধ্য, দ্বারবতী-পুরী উত্থিতা হইয়া থাকেন, তাদৃশী বহুকালান্তে হেমপিণ্ড নামক স্থানে, মাঘীয় চতুর্দ্দশী দিনে, ধরাধর নামে ধরাধরো-পরি, ধরাধরনাথ শিবোদর মধ্যে, নাভীসরোজ পথে ঈড়া, পীঙ্গলা, সুসমনারে, আনন্দার্থে স্বর্গস্থা অলোকনন্দা মর্ত্ত্যস্থা মন্দাকিনী, ও পাতালস্থা ভোগবতী, অতি প্রবাহবতী হইয়া প্রবেশ পুরঃসর, ঐ সদানন্দময়ের মনানন্দদায়িনী হয়েন, সেই পুণ্যকৃত দিনে ঐ গঙ্গাধর ধরাধরনাথকে, দর্শন করিলে সর্ব্ব পাপ বিমুক্ত হইয়া মোক্ষদ্বার প্রবেশ ভাজন হয়েন, এতল্লাপিত বিধির ফললাভ জন্য দেব, দানব, মানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাদি ও

মুনি, ঋষি প্রভৃতি উচ্চাশ্রমী, এবং পৃথিবীস্থ চতুর্দ্দিগ্‌বাসী বহু জনগণের সমাগম হইয়া থাকে। এক সময় ঐ সময় উপস্থিত হইলে, ঐ রাজকন্যাগণের পিতা মহারাজগণ, স্বস্ব রাজ্য হইতে সপরিবারে চতুরঙ্গিণী দলে গমন করত তথায় পক্ষ-বৃতি হইয়া সস্ত্রীক নিত্য ধরাধরনাথের মন্দিরে গমন করিয়া পূজা, হোম, জপযোগ করিতেন যৎকালে, তৎকালে এই কন্যাগণ সমভিব্যাহারিণী হইয়া সেই মন্দিরের বহির্ভাগে পাংশু ক্রীড়াচ্ছলে সকলেই শিবার্চ্চনা করিতেন। তৎকর্ত্তৃক নিত্য নিত্য দর্শনালাপনে পরস্পর ঈদৃশ প্রণয়বর্দ্ধিনী হইয়া ছিলেন যে, পিতা মাতা প্রত্যাগমন দিনে দর্শনাভাব ভয়ে কেহ কাহাকেই পরিত্যাগ করিয়া গমনেচ্ছুক হইলেন না যখন, তখন পিতা মাতাগণ আপনাপন কন্যাকে অনেক প্র-বোধ বাক্য কহিতে লাগিলেন। সেই প্রবোধ বাক্যে বোধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং পুনঃ পুনঃ ঐ গমন কথায় মন কেমন করিয়া অনাহারে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এতদ্রূপে ঐ কন্যাগণের স্নেহ বশতঃ তদ্দিন রাজগণের গমন স্থগিত থা-কিল। কিন্তু ঐ ধরাধরনাথ, অনাথ নাথের কিবা আশ্চর্য্য কার্য্য, শ্রবণ কর। সেই রজনীযোগে, আপন যোগিনীগণ যোগে রাজবালিকাগণকে স্বপ্ন প্রদর্শনে এতদ্দর্শন করাইয়া ছিলেন যে, জল সন্নিধানে গমন করত ঐ নাথের নাম স্মরণ করণ মাত্রেই ইচ্ছামত স্থানোত্থিত হইতে পারিবেন। এতৎ স্বপ্ন দর্শনে আহ্লাদিতামনে আহারাদি করত পর দিন মাতা পিতার সহ গন্ত্রিণী হইয়া স্বীয় স্বীয় অন্তঃপুরবর্ত্তিনী হইয়া ছিলেন। কাল ক্রমে ক্রমেৎরাজকন্যাগণের স্বয়ম্বরাদিতে

উদ্বাহ হইলে, কিবল কনিষ্ঠা বিধায়ে ঐ চন্দ্রাননা দ্বিগুণ চন্দ্রার বিবাহ হইল না। তদনন্তর, হে যুবরাজ! ক্রমে যখন দ্বিগুচন্দ্রা অঙ্কুরিত যৌবনা হইলেন, তখন যেমন ভূমি উত্থিত গুল্মের ন্যায় হৃদয়োত্থিত স্তনদ্বয় উদয়কালে যেমন স্বাভাবিক নির্জ্জনে নারীগণ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, তেমনি, এক দিন ঐ দ্বিগুণচন্দ্রাকে নিরীক্ষণ করিতে ঈক্ষণ করিয়া রাজকন্যাগণ সকলে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হাস্য বদনে চন্দ্রাকে পরিণয় করিতে কহিলেন। তাহাতে ঐ পাগলিনী বালিকা সমা পরিহাসছলে পলায়ন করিতে উদ্যতা হইলেন। কিন্তু রাজকুমারীগণ হস্ত ধারণ করত ক্রোড়ে বসাইয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক যখন নিতান্ত বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন ঐ খঞ্জন গঞ্জন নয়না বিরসবদনা, সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, জ্যেষ্ঠে সকল! তোমরা আমা প্রতি দয়া করিয়া ক্ষমা প্রদান কর, আমি পরিণয় ইচ্ছুক নহি। বলিলে, এই রাজকন্যাগণ অতি কাতরা হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগিনি! তুমি কি কারণ এই দারুণ বিরহ জ্বালা সহ্য করিয়াও পরিণয় ইচ্ছুক নহ, তদ্বিস্তার প্রকাশ করিয়া কহ। বলিলে চন্দ্রা কহিয়াছিলেন, যথা, এক দিন পিতা মহারাজ আমা প্রতি স্নেহ প্রকাশ করত আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। আমি পশ্চাৎভাগে চেল বস্ত্র দ্বারা পুতলী ক্রীড়া করিতেছিলাম, এমৎকালে এক মধ্যাহ্ন সূর্য্য তুল্য তেজস্পুঞ্জ মন সম্বল দিগম্বর, রাজসভায় আগত হইলে, পিতা মহারাজ বহু সমাদর পূর্ব্বক পাদ্যার্ঘে পূজিত করিয়া উত্তমাসনে উপবেশন করাইলেন, এবং অনেক প্রশ্ন

উত্তরানন্তর দিগম্বর অস্মদ্দিগে নিরীক্ষণ করত কহিয়াছিলেন, আহা! সেই তুমি, বলিয়া সহাস্যবদন হইলেন। তদ্দর্শনে পিতা অতি সন্দেহ মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শুভ্রকলেবর! হে সরলান্তঃকরণ দিগম্বর! আপনার এতৎ কথিত কথনের নিদান কি? আজ্ঞা হউক। তদুত্তরে ঐ ত্রিকালজ্ঞ কহিয়াছিলেন, রাজন্! এই কন্যা পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বকন্যা থাকিয়া বিশ্বানর কর্ত্তৃক পূজিত লিঙ্গ বাল্যাবধি সেবিতা ছিলেন। যুবতীকালে এক গন্ধর্ব্ব যুবক শিব সেবকের প্রতি মনার্পণ করিয়া উভয়ে শিবব্রত ভঙ্গাপরাধে শিব শাপিত হইয়া, উভয়েই মিলন বিরহ বিরহে তনুত্যাগী হইয়াছেন, হে জ্যেষ্ঠ্যগণ! যখন এতৎ কথন রাজসভায় উপস্থান হইল, তখন আমি যেন মৃতবৎ হইয়াছিলাম, তদুপরি রাজসভাস্থ সকলেই অস্মন্মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে আমি সাতিশয় লজ্জিতা হইয়া এতদ্রূপ বহির্ভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছিলাম, যেন বালিকা জন্য আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তথাচ আমি তদ্ব্যবহিত কাল মধ্যে, আপন পুত্তলিকা গুলিন লইয়া পুরবর্ত্তিনী হইলাম, এবং মনে মনে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, যদি অনঙ্গ পীড়ায় আমার প্রাণ বিয়োগ হয়, তথাচ আর অন্য প্রতি মনার্পণ করিব না, কেন না, একবার প্রণয় মন করাতে শিব শাপিত হইয়া নানা বিরহ যন্ত্রণা ভোগিত হইয়াছি। বিশেষতঃ শ্রুতাছি যে, পরাধিনের এই গতি, এজন্য পূর্ব্বেই আমি প্রতিজ্ঞীত হইয়াছি যে, লৌকিক প্রেম বিসর্জ্জন দিয়া শিবারাধনায় দেহার্পণ করিব, বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌনী হইলেন যখন, তখন এই রাজকন্যাগণ ঐ বালিকা বদনে

এতদ্বচন শ্রবণে আপনাপনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, আমরা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া ঐ পবিত্রাকে আর কিছু বলিব না, বলিয়া ঐ মাতা পিতার আদরিণী, সঙ্গিনীগণের প্রণয়পালিনী, চন্দ্রার মতাবলম্বিনী হইয়া নিত্য নিত্য এই রত্নেশ্বর সেবায় আগতা হইতেছেন। কিন্তু কি জানি, অদ্য ঐ অবলা, কুল-বালা, রাজবালা চন্দ্রার মনে কি উদয় হইয়া ধরাশায়িনী হইয়াছেন বলাযায় না বলিয়া অমোঘ মায়া গমনোন্মুখ করিলে, রাজকুমার ঐ যুবতীনারীবৃন্দ সমাজে কৌতুকার্থে মালিনীকে কহিলেন। মালিনী ক্ষণেক স্থির হইয়া আমার এই জিজ্ঞাস্যের উত্তরটী প্রদান করিয়া গমন কর। শুনিয়া কুসুমচয়া কহিলেন, মহাশয়! অস্মদাদির কুসুমচয়নের কালোপস্থিত, আর বিলম্বের সময় নাই। কথন মাত্রেই অমনি অমোঘ মায়া রাগতা মুখভঙ্গি দ্বারা কহিলেন, বৃদ্ধা! তোমার শরীরে কি রসলেষ, বা বিবেচনা কিছুই নাই, একে ঐ রসকুপ, যুবক ভূপ, সুরূপ, তাহে ঠাকুরাণীগণের আরাধনীয় অভ্যাগত, কথা হেলন করিয়া কি গমন করা যায়? বরং অগ্রভাগে গমনাপেক্ষা পশ্চাদ্গমনে মন সন্তুষ্ট হয়, আরকি গমনে মন গমন করে। বলিলে কুসুমচয়া কহিলেন, তোমার রসের সময়, তুমি থাক, বলিয়া কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্টা হইয়া কুসুমচয়া গমন করিলেন। অমোঘ মায়া যদিও নিম্নমুখী ছিলেন, তথাচ হাস্যমুখে কহিলেন, মহাশয়! এক্ষণে কোন্ কথন জিজ্ঞাসনে অভিলাষ, তদ্ব্যক্ত করুন্। এতদাকর্ণনে কুমার মণিময় হাস্যাস্যে কহিলেন, সুন্দরি! তুমি অবলা কাহাকে বলিলে, তাহাই বল। তচ্ছ্রবণে অমোঘ মায়া কহিল, মহাশয়! স্বাভাবিক অবলা স্ত্রীজাতি, দ্বিগুণ

চন্দ্রাকে অবলা বলা হইয়াছে তাহাতে কি হানি হইয়াছে বলুন। তদুত্তরে কুমার কহিলেন, মালিনি! যদিও তোমার কথায় হানি বিরহ, কিন্তু শাস্ত্রকারেরা যুক্তিহীনকথা অসদৃশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কথনে মালিনী কহিলেন, মহাশয়! আপনিওতো সুপণ্ডিত কবিবটেন, তবে যুক্তি যুক্ত কোন কথা বলুন, ঠাকুরাণীরাও শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন। বলিলে একে রাজকুমারের সকৌতুকি মন, বিশেষ আরও কৌতুক করিয়া কহিতে লাগিলেন, মালিনি! ভাল, বলদেখি, যেজন অতি লঘুজ্ঞানে সুকোমল হৃদয়ে যুগ ধরাধর ধারণ, ও যেজন পৃথিবীধারী বিষধর শ্রেণী বেণীছলে ধারণ, ও যেজন অপার-সুরা সিন্ধু, সুধাসিন্ধু সুকোমল নবীন ওষ্ঠাধরে ধারণ, ও যেজন ভুবন বিজয়ী দুর্নিবার মন্মথকে মনোমত মর্দ্দন করিয়া দলি-তাঞ্জনরূপে অপাঙ্গে ধারণ করিয়াছেন, সেজন যদি অবলা, তবে বল দেখি, কোন্ জনকে সবলা বলিবেন বল। এতৎ কৌতুক বাক্য শ্রবণে রাজকন্যাগণ সকলে অতিশয় কৌতূহলা-ক্রান্তাহইয়া রাজপুত্রের নানা প্রসংশা করিতেছিলেন, তন্মধ্যে বসন্তপালিনী কহিতে লাগিলেন, সখি! বিধাতা যাহাকে যেমন অতুল্যরূপ দিয়াছেন, তাহাকে কি তেম্নি অনুপমেয় গুণ দিয়া-ছেন, সখিগণ! দেখ, যেমন চন্দ্রের উপমা চন্দ্রকেই দিয়াছেন, তেমনি কি এই যুবক রত্নের উপমা, ঐ যুবকরত্নকেই দিয়াছেন, আমরি! আর কি দ্বিতীয় করেন নাই, ভাল, আরো দেখ দেখি, ভগবান্ যাহাকে বড় করেন, তাহাকে কি সকলাংশেই উত্তম করিয়া থাকেন, দেখ, একে ঐ অতুল্যরূপ মাধুরী, তদু-পরি ঐ বিধুনিন্দিত বদন ক্ষরিত, সুললিত, রস পূরিত কৌশল

যুক্ত সুমধুর বাক্যে যেস্থলে নীরস প্রস্তর পুত্তলিকার রসোদয় হয়, সেস্থলে তোমাদের ঐ নবীন রসবতী যুবতী দ্বিগুণচন্দ্রার কথাই কি। বলিলে, ঐ হাস্যবদনা, চারুবদনা সখীগণের হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, সজনি! ঐ নব মধুমতী যুবতী দ্বিগুণচন্দ্রার কথা দূরে থাকুক, তোমরা সকলে মনের কথা বলদেখি, ঐ নবীন কিশোর, রূপসাগরের লাবণ্যস্বরূপ তরঙ্গ দর্শনে অস্মদের ধৈর্য্যতরী অধৈর্য্য হইয়া কেবল হরি হরি করিতেছেন কি না, এবং ঐ অকূল রূপপাথার দর্শনে তোমরা সাঁতার ভুলিয়াছ কি না? এতচ্ছ্রবণে সখীগণ সকলে নিম্ন মস্তকে থাকিলেন, কিন্তু ঐ চতুরা চারুবদনা, ঐ সখীগণকে হাস্যবদনে কহিতে লাগিলেন, অহো বয়স্য সকল! তোমরা কি ঐ যুবক শঠশিরোমণিকে সরল জ্ঞানে প্রসংশা করিতেছ? আহা, তাহা কদাচই নহে, কেননা, যখন তোমাদের কথনানুরূপ, দ্বিগুণচন্দ্রাকে, মালিনী অবলা বলিয়াছিল, তখন তদ্বিপরীত উপমায় ঐ যুবরাজ কত কি কহিয়াছিলেন স্মরণ করুন্, সে কেবল ঐ দ্বিগুণচন্দ্রার প্রতিই উদ্দেশ্য নহে, তন্মধ্যে প্রধানরূপে অস্মদাদিও লক্ষিত হইয়াছি। বলিলে, তখন ঐ ঈষৎ প্রণয়ভামিনী কামিনীগণের ইঙ্গিতে ঐ ইঙ্গিতজ্ঞা মালিনী রাজপুত্রের প্রতি কহিতে লাগিলেন, যুবরাজ! কি আশ্চর্য্য, প্রণয় কি এত বড় যে, তন্নিকটে ছোট কিছুই নাই? কেনই বলি, দেখ দেখি, মুকুরিত নবযৌবনীগণের হৃদয়োত্থিত, ইন্দিবর কলিকা সম কণক কলিকাকে আপনি যে ধরাধর জ্ঞান করিয়াছেন, সে জ্ঞান ধরাধরেতেই সমাধান হইবে। অপর আরো বলি, অধর সুধাধরে সুধাসিন্ধু সুরাসিন্ধু যাহা বলা হইয়াছে, তাহা মুখে

থাকিলেই বলিয়া থাকেন, অসম্ভব নহে, আর শিরোবেণীকে যে বিষধর মনে করিয়াছেন, সেও ভ্রম নহে, কেন বলি, আপনি নাকি কমনীয়া রমণীগণের হৃদয়ভূষণ মণি, তেমনি রমণীগণ বেণীছলে বুঝি মণিযুক্ত ফণিভূষণ করিয়াছেন, ইহাও মনে করিলে করিতে পারেন্। রসময়! আর ঐ খঞ্জন গঞ্জননয়নে মন্মথ মথনাঞ্জন যে জ্ঞান করিয়াছেন, সে কেবল আপনকার মহত্ত্বের গুণ বলিতে হইবেক, কেনই বলি, দেখুন মন্মথ অঙ্গহীন অর্থাৎ অনঙ্গ আদৌ যাহার অঙ্গ নাই, তাহাও যখন নয়ন কোণে নিরীক্ষণ করা হইয়াছে, তখন যে আপনি নারীকুলের ছলানুসন্ধায়ী খল বটেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। দেখুন কবিগণ কর্ত্তৃক লোষ্ট্রকে পর্ব্বত, ও গোষ্পদিকে পাথোধিং বিন্যাস করা হইয়াছে, ও সুরসিক কবিগণ কৃত, কামিনী নিতম্বকে মেদিনী, ও রমণীগণের মুখমণ্ডল বিধু নির্ম্মাণাদর্শ, ও যুবতীগণের বক্ষোত্থিত করকবলিত কণককলিকাকে, সুমেরু সঙ্গে উপমা প্রদেয় হইয়াছে যেস্থলে, সেস্থলে আপনিও যে সুকবিকুল কুলতিলক তাহা ঠাকুরাণীরাও বিলক্ষণ সুবিদিতা হইয়াছেন। ইত্যাদি নানা হাস্য রহস্য হইতেছিল, এমৎকালে দিনমণির অস্তাচল গমনের প্রাক্ক্ষণ ঈক্ষণে, চঞ্চলাবরণীগণ, সচঞ্চলা হইয়া মলিনবদনে কহিতে লাগিলেন, রসময়! এসময় নীরস কথন কথনে যদিও অতি দুঃখিতমতি হইতে হয়, তথাচ কথনে বাধ্য হইয়া কহিতে হইল। যথা, অস্মদাদির গমনের অসময় হইলে, আমরা নিজ নিজ ভবনে সকলেই ত্বত্ত্যাজ্য হইব, বলিয়া রাজকন্যাগণ বিদায় হইতে লাগিলেন।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! তদনন্তর সেই করকাশিল-পর্ব্বতস্থা বিদ্যু দাকারা, সুগন্ধা অপ্সরা, পারিজাত পুষ্পগন্ধে গন্ধর্ব্বেরা সেই রাজকুমারের নিকটাগত হইয়া নানা তোষজনক বাক্যে সন্তোষ করিয়া আপন আনীত ফল মূল ভোজন করাইয়া সুকুমারের অঙ্গ পারিজাত মাল্যে সুশোভিত করিয়া হাস্যবদনী হাস্যাস্যে গমন করিলেন যখন, তখন কুমার ঐ মানবিনী রাজকন্যাগণকে দেব দুর্ল্লভ পুষ্পমাল্য প্রদানার্থে অনুকূল দৈত্যকে স্মরণ পূর্ব্বক সানুকূল করিয়া পূর্ব্বমত রথারোহণ করত রাজকন্যা-গণের শয়নাগারে নানা কৌতুক দর্শন পূর্ব্বক ক্রমে ঐ সকল মাল্য প্রদানানন্তর, সেই দ্বিগুণচন্দ্রা একাকিনী বিরহিণীকে যেন বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় অসহ্য বিরহযাতনা দর্শনে কুমার আপনি অতি কাতর হইয়া দূর হইতে মাল্য প্রদান পূর্ব্বক চক্ষু মুদিত করিয়া পলায়ন করত স্বস্থানস্থ হইলেন। যখন রজনীর শেষ হইল, তখন দ্বিগুণচন্দ্রাসহ রাজকন্যাগণ কজনেই মিলিতা হইয়া সেই শিব সরোবরে স্নাত ভবত শিবপূজনাদি গালবাদ্য কক্ষবাদ্যে নৃত্য পরায়ণা হইয়া নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে, মালি-নীকে কুমারের বাসস্থানাবলোকন ও আগমনের সঙ্কেত করণ জন্য প্রস্থাপন করত আপনারা সেই কুঞ্জ মধ্যে আগতা হইলেন কুমার পারিজাত পুষ্পে শিবপূজা করিতেছিলেন, মালিনী দর্শন করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক রাজকন্যাগণের মনোগত নিবেদন করিলে কুমার ক্ষণকাল মধ্যে উপস্থান হইলেন। রাজকুমারীগণ হর্ষমনে আসন প্রদানে উপবেশন করাইয়া কন্যাগণ নিশিযোগে পারিজাত পুষ্পলীলা কথা মালিনীকে কহিলে সেই অমোঘ মায়া কহিল, ঠাকুরাণীগণ! সেই পুষ্প

ক্রীড়াকর্ত্তা এই যুবরাজ, বলিয়াই মালিনী রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, হে রমণী মনোরঞ্জন! আপনি কি প্রকারে নিশীথকালে মালা প্রদান করিয়াছিলেন বলুন? ঠাকুরাণী সকল শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন। বলিলে রাজকুমার কহিলেন, মালিনী সেকথা কথনে অতিশয় দুঃখোদয়, কি করি বলিতে বলিলে বলিতে হয়। তদুত্তরে মালিনী কহিল, মহাশয়! এই প্রিয় আত্মীয় স্বজনগণ নিকট দুঃখ গোপন করিয়া আপন মনোবেদনা বৃদ্ধিকরা ভদ্র নহে, প্রকাশ করিলেই সকলে অংশী হইবেন। শুনিয়া রাজপুত্র হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, মালিনী গত নিশিতে মন্নিকটে সেই সকল পুষ্পহার দর্শনে, পুষ্পধন্বা প্রায় আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন, হে বিরহী যুবক! এই সকল পবিত্র সুগন্ধি পুষ্পহার তোমার উপযুক্ত নহে, পতিবিহারিণী কামিনী কামিনীগণের প্রয়োজনীয় বলিয়া এস্থান হইতে লইয়া গেলেন, তবে কি তোমার ঐ রাজকন্যাগণকে দিয়াছিলেন? আমিত তাহা জানি না। বলিলে কন্যাগণ লজ্জিত হইয়া ঈষদ্ধাস্যবদনে হেঁটবদন করিলেন, ক্ষণ কাল পরেই চারুবদনী কহিলেন, কেমন সখিগণ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইনি পরম লম্পট, অতিশঠ। বলিলে বসন্ত পালিনী কহিতে লাগিলেন, ভগিনি! তুমি ভাল বলিয়াছ, দেখ শঠে শঠেই বিলক্ষণ মিলন হয়। ভগ্নি! দ্বিগুণচন্দ্রাও ঐরূপ, অর্থাৎ সরলা নহেন, ইনিও ঐ কুমারাপেক্ষা চতুর্গুণ চতুরা, কেন না ভগ্নী অস্মদাদির দম্পতী প্রণয় বিষয়ে বিলক্ষণ তত্ত্বজ্ঞা ও তৎকথনে কথনোল্লাসিনী, এবং তৎকৌশলে ও অনুপম নিপুণা, কিন্তু আপনি এই অসহ্য অনঙ্গ পীড়া সহ্য করিয়াও নিজ প্রণয়

মন্তব্য, অদ্যাপিও প্রকাশ ভয়ে অস্মদাদিকেও জানিতে দেন নাই যেস্থলে, সেস্থলে ইহাঁরা উভয়েই কতবড় চতুর, চতুরা, বিবেচনা করুন্। বিশেষতঃ নিতান্ত উভয়ের মন উভয় প্রতি সম্পূর্ণ, তথাচ উভয় কর্ত্তৃক প্রকাশাভাব, এবিধায়, কোন কৌশলবলে ঐ রাজকুমারসহ রাজকুমারী পরিণয় প্রদান করা হইলে, যোগ্যেই যোজনা করা হয়, এবং অস্মদাদির মন্ত্রণাও ফলবতী হয়। চারুবদনীর এতৎকথনান্তে আহ্লাদিনী রসন্তপালিনী কহিতে লাগিলেন, সীখগণ! যদি তোমরা প্রসন্নমনা হও, তবে আমি একটী কৌশল বলি, শ্রবণ করত যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা করিয়া বল। বলিলে রাজকন্যাগণ সকলেই বসন্ত পালিনীকে কহিতে লাগিলেন, সখি! তুমি অস্মদের মান্যা, রাজকন্যা এবং অস্মদাদির কুলধর্ম্ম ক্ষরণের অগ্রগণ্যা, অতএব অবশ্যই তোমার মন্ত্রণাবলে আমরা এতৎ-কার্য্যে পারদর্শিনী হইব। এতচ্ছ্রবণে ঐ বুদ্ধিমন্তা বসন্তা কহিতে লাগিলেন, সখি! আইস, আমরা একছড়া পুষ্পমাল্য লইয়া সকলেই আমি ঐ অতিথি পূজা করিব বলিয়া একটী আত্ম কলহ উপস্থিত করি, তৎপরে প্রিয়সখী চারুবদনী অস্মদাদিকে এই বলিয়া নিরস্তা করিবেন যে, আমরাতো সকলেই অতিথি পূজার ফললাভ করিয়াছি, এক্ষণে দ্বিগুণচন্দ্রাকে অতিথি পূজ-নার্থে মাল্য প্রদান কর। বলিলে, আমরা সকলেই সম্মতা হইয়া কনিষ্ঠাকেই মাল্য প্রদান করিব। ভগিনী, রাজকন্যা, বালিকা, অতিথি পূজায় বিশেষ অনভিজ্ঞা, পদে মালা না দিয়া অবশ্যই গলদেশে মাল্য প্রদান করিবেন, তাহা হইলেই অস্মদের মন্ত্রণা সিদ্ধ হইল, যে হেতুক ঐ নবীন যুবক, বাস্ত-

বিক অতিথি নহেন, বিবাহযোগ্যরাজপুত্র বটেন, ও ভগ্নীও, উদ্বাহ যোগ্যা রাজকন্যা হইয়া যদি স্বয়ং বরমাল্য গলায় প্রদান করিলেন, তবে আর বরমাল্য প্রদান কাহাকে বলে। বলিলে রাজকন্যাগণ, বসন্তাকে বুদ্ধিমতী চতুরা বলিয়া নানা প্রসংশা করত দ্বিগুণচন্দ্রা সহ সংমিলিতা হইয়া ঐ কথনানুরূপ কার্য্য করণানন্তর, ঐ দ্বিগুণচন্দ্রার হস্তে মাল্য প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ভগিনি! ঐ পূজার্হ অভ্যাগত আগত হইয়াছেন, পূজা করিয়া বরলাভ কর। বলিলে সেই অখলা, সরলা, অবলা, রাজবালা, বিরহ বিহ্বলা যেন চন্দ্রমালার ন্যায় পুষ্পমালা হস্তে, দ্বিগুণচন্দ্রা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সেই সুকুমার রাজকুমারের গলে, মাল্য প্রদান করিলে, স্ত্রী স্বভাবতঃ ঐ রাজকন্যাগণ আহ্লাদ সম্বরণ করিতে অপারগ হইয়া, একেবারে সকলেই হুলুধ্বনি প্রদান পূর্ব্বক, অত্যন্ত হাস্য করিতে লাগিলেন। তদবলোকনে সেই চন্দ্রমুখী ম্লানমুখী হইয়া অধোমুখে ধরাসনাসীন হইলেন। এতদ্দর্শনে যেমন কমল মূল আঘাত হইলে নলিনী দল সহ মলিনী হয়েন, তেম্নি ঐ রমণীকুল ঈষৎ ত্রপাকুলা, ব্যাকুলা হইয়া দ্রুতগমনে ঐ চন্দ্রমুখীর মুখচন্দ্র ধারণ পূর্ব্বক অতি লালিত্য বচনে কহিতে লাগিলেন, হে মালিনি! এমন অভিমানিনী কেন, হে শরৎ যামিনি, এমন কুহুরজনী উদয় কেন, হে সরসা রমণি, এমন বিরসা ভাব কেন, হে ভগিনি! এমন সুখজনন কার্য্যে আপনার দুঃখ মনন কেন? সখীগণের এতদ্বচনে সেই মানময়ী বাহ্যিক রোষাভাষে কহিতে লাগিলেন, জ্যেষ্টাগণ! আমি পিতা মাতার স্নেহবৎসলা থাকিয়াও স্বয়ং কুলনাশিনী, কলঙ্ক

ভাষিণী হইলাম, তোমাদের দোষ কি। বলিলে ঐ বালিকার বদন শরাসনের এই অমেয় বচনবাণে ঐ কৌতুককারিণী কামিনীগণের কোমল হৃদয় বিদীর্ণ করিলে, অতি কাতরে ঐ কোমলাঙ্গীকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার মুখচুম্বন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ভগ্নি! তোমার এই মিথ্যানুতাপ করণ কেবল অস্মদাদির লজ্জার কারণ মাত্র, সে যাহা হউক এক্ষণে তুমি ঐ সামান্য মণিহার ফেলিয়া ঐ নৃপকুলদুর্ল্লভ মণি, রমণী-কুলের শিরোমণি, তোমার চিন্তামণি, হৃদিমণি, হৃদয়ে ধারণ করিয়া অস্মদের মনঃ প্রফুল্লকারিণী ও কুলসন্তোষকারিণী হও। এতদ্রূপ নানা আহ্লাদজনক বাক্য কহিলেন। এমৎ কালে রাজকণ্যাগণ রজনী মুখ দর্শনে মলিনমুখী হইয়া গমন করিলেন। সর্ব্বশেষে চারুবদনী সহ, দ্বিগুণচন্দ্রা গমনকালে ঐ বিচ্ছেদ মেঘ মসীতে চন্দ্রার মুখশশী মলিন করিলে, সেই অম্বুজাক্ষী হইতে মুক্তামালার ন্যায় বর্ষিত হইয়া পীন পয়ো-ধরোপরি পতিত হইতে লাগিল। সেই পীনপয়োধর সুক-ঠিন স্থান জন্য, বিকীর্ণ হইয়া হিমকণার ন্যায়, বিন্দু বিন্দু বিন্দু পতনে বক্ষাম্বর আর্দ্র হইয়া ঈদৃশ সুদৃশ হইল, যেন পৃথ্বী ভেদ করিয়া গুল্মোত্থিত হইতে লাগিল। যচ্ছোভা দর্শনে ধাতা অদ্যাপি গুল্মে পাতা দিতে পারিলেন না। অনন্তর চন্দ্রার গমনোন্মুখে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, যেন পশ্চাদ্দিক ভারী হইয়া পদচালনে কাতরা হইতে লাগিলেন তথাচ কি করেন্ অগত্যা লোকলজ্জায় সেই গজেন্দ্র গমনা মরাল গমনে গমন করিয়া যখন জল প্রবিষ্ট হইলেন, তখন যেন কুমারের সাগর সিঞ্চিত নিধি পুনঃ পুষ্করিণী নীরে হারিত হইল, আর একেবারে চতুর্দ্দিক শূন্যময়, ও অন্ধকার দর্শন

করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা বিধাতা! এই নিদারুণ দুঃখ পর্য্যটনান্তে তুমি কি আমাকে ইন্দ্রজালিকা দর্শন করাইয়া এতক্ষণ আমার জীবন ধারণ করাইলে? হা রাজকন্যাগণ! তোমরা কি সকলেই ইন্দ্রজালিকা, কেহই কি সত্য নহ, কেবল মিথ্যা বিরহোদ্দীপনে আমার প্রাণ দগ্ধ করিয়াছিলে? হা স্বর্ণ সৌদামিনী সমা দিগুণচন্দ্রা! আমি কি তোমার রূপ লাবণ্য স্বপ্ন দর্শন করিয়া আপন কুল, শীল জলাঞ্জলি দি নাই? হা প্রমোদিনী, হা মনোবিনোদিনী! আমি কি তোমার দর্শনাভিলাষে রাজ্যধন পরিজন পরিত্যাগ করি নাই? হা প্রণয়িনী! হা প্রাণেশ্বরী! আমি কি তোমার প্রণয়াশে সমুদ্র জলমগ্ন হই নাই? হা প্রিয়তমা, মনোরমা! আমি কি তোমার ঐ সুধাংশু বদন সুধা প্রয়াসে আপন জীবন ধন বিসর্জ্জন করি নাই? হায়! কোথায় আমার তৃষিত চাতকের নবজলদ! একবার জলদ হইয়া আমার জীবনের ফলদ হও। হায়! কোথায় আমার তাপিত মনোমীনের জীবন রূপা একবার অপাঙ্গ ভঙ্গি অবলোকন রূপ জীবন দানে, জীবন প্রদান কর। হায়! কোথায় আমার বিরহ দুর্দ্দম্য মনের দর্পদলনী! একবার আমার প্রাণ নাশক কন্দর্পের দর্প দলন করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। ইত্যাদি নানা অনুতাপ করিতেছিলেন, এমৎকালে সেই পর্ব্বতবাসিনী সুগন্ধানাম্নী অপ্সর পালিতা রাক্ষসুতা আগতা হইয়া, কুমারের জল পূর্ণ অক্ষি অবলোকনে, নিজ অঞ্চল কোণে মুখ নিমুঞ্চন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। যুবরাজ! এক্ষণে প্রলাপরূপ বিলাপ ত্যাগ কর, অদ্য বা কল্য তোমার প্রমোদিনী সেই চন্দ্রা কুমুদিনীর নবরসসাগরে ভাসমান হইতে হইবে। রস-

রাজ! এই তোমার প্রিয়তমার প্রিয়স্থান, এইস্থানে নিত্যা- গতা হইয়া থাকেন, যখন তোমার ঐ রাজীব দ্বিজরাজ নিন্দিত বিরাজিত মুখ লক্ষিত হইবে, তখনি বিনাকিঞ্চনে আপনিই গলিত মনে মিলিত হইবেন। বলিয়া নানা প্রকারে মনঃ প্রীতি জন্মাইয়া আপন আনীত কএকটী সুস্বাদু স্বর্গীয় ফল ভোজন করাইয়া সেই বিমলবদনা হাস্যবদনে দেব গ্রন্থিত অম্লান পুষ্পমালা কুমারগলে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, যেন আমি সময়ে স্মরণ পথে থাকি, বলিয়া বিমানারূঢ় হইয়া বিমান পথে গমন করিলেন। তদনন্তর রাজকুমার একে উদ্যানস্থ পুষ্পগন্ধে, দ্বিতীয় ঐ পারিজাত পুষ্পের মাল্যের সুগন্ধে, তাহে মলয়া গন্ধবহের মন্দ মন্দ গন্ধে, বিশেষ বিমল চন্দ্রের অমল কিরণে, ও বনপ্রিয়গণের মনপ্রিয়গানে, ও সারী- শুকগণ সুখাসনে, ও নানা সঙ্গমযুক্ত বিহঙ্গমগণের কলগানে ও উন্মত্ত অলিগণের আলিঙ্গনযুক্ত মধুপানে, এবং অনঙ্গের অলঙ্ঘ্য পঞ্চবাণে, ঐ সুকুমার রাজকুমার মণিময়ের মনকে অতি প্রপীড়িত করিলে, একটী পরিপাটী পাদপতলে পতিত থাকিলেন।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! কালের কত সূক্ষ্মগতি দর্শন কর। এ- খানে সেই দ্বিগুণচন্দ্রা, চন্দ্রহীন রজনীর কুমুদিনী সমা মলিন মনে মরকত পর্য্যঙ্কে কুসুম সম শয্যাঙ্কে শায়িনী হইলে, যত রজনী আগতা হইতে লাগিল, ততই কুমারের বিচ্ছেদ হুতা- শনে রাজকুমারীকে উত্তপ্তা দর্শনে, পরিচারিণীগণ ব্যজনী ব্যজনাদি নানা স্নিগ্ধকার্য্য করিতে লাগিলেন, তৎ কর্ত্তৃক বি- রাম না হইয়া বরং অধিক ব্যাকুলা হইতে লাগিলেন। তজ্জন্য সেবিকাগণ বিভাবিকা হইয়া হীরকাদি মণি মাণি-

ক্যের আভরণাদি বর্জ্জন করাইয়া কেবল শীতল সুশীতল মরকত ভূষণ করাইলে, একে সেই রজনীর উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ বিকীর্ণনে, দ্বিতীয় ঐ চন্দ্রমুখীর বিমল মুখচন্দ্র কিরণে ও ঐ সুনির্ম্মল মরকত কান্তিরুদ্দীপনে, ঈদৃশী সুদৃশী হইল যে, তদ্দর্শনে রতীদর্শী মন আকর্ষী হইয়া, সম্বরারি স্বয়ং ঐ শশিমুখীর শরীরে উপস্থান হইলেন যখন, তখন ঐ রাজবালা দহ্য অনঙ্গ জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই শিরীষকুসুমশয্যা বিষম বোধে, ভূমি শয়ন ধূলি ধূষণ হইয়া অতি কাতরে কামদেবের প্রতি ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে কন্দর্প! তুমি কি আমাকে এমন নির্ম্মল রাজকুলস্থায়িনী ও পবিত্রা রাজকন্যাগণ সহবাসিনী, এবং মানব সহবাসে অনভিলাষিণী ব্রত ভঙ্গ করিয়া ধর্ম্মবারিণী, পাপকারিণী, ও কুলনাশিনী করিবে? বলিয়া নানা আক্ষেপোক্তিতে আপন অসহ্য বিরহ যাতনা সম্বরণ করিতেছিলেন। করিলে কি হবে, সময়গুণে সেই ক্রূর মীনকেতন, স্বয়ং সচেতন হইয়া ঐ কুলকামিনীকে অতি কামিনী করিলে, নবযৌবনা কুলভয়ে ও প্রকাশ ভয়ে, লজ্জাভয়ে কাতরা হইয়া পুনঃ কন্দর্পের প্রতি কহিতে লাগিলেন, হে রতীপতি! হে সতীপতি! হে কুলবতীগণের কুলপতি! আমি অতি ভীত ও কুলনারী, আমি হর নহি, আপনি কি সেই পূর্ব্ব রাগের অনুরাগী হইয়া নারী বধ বিরাগভাগী হইবেন? হে স্মর! হে কামকলেবর! আপনি কি অধিনীরে চারু চিকুরবেণী দর্শনে জটা জূট, ও কণ্ঠে নীল মণি আভা দর্শনে কালকূট, ও মণিময়হার দর্শনে ফণিময়, ও কপালে সিন্দূর চন্দন বিন্দু দর্শনে কি অনলইন্দু ও ধূলি গায় দর্শনে কি বিভূতিকায়, এবং বিরহ শ্রমবারি দর্শনে কি গঙ্গা

বারি জ্ঞান করিয়া এই অবলা বধে উদ্যত হইয়াছেন? আ, হে দুর্নিবার পুষ্পধন্বা! আমি নারী, আমাকে এই দুর্নিবার অনঙ্গ পীড়ায় রক্ষাকর। বলিয়া ঐ বালিকা দরদলিত নয়না হইতে লাগিলেন যখন, তখন কামকামিনী, কোমল মতি রতী আপন স্ত্রীজাতির যামিনীর যৌবন যন্ত্রণা জানিয়া কাতরা চন্দ্রার প্রতি প্রীতিবচনে কহিয়াছিলেন, রাজকন্যা! তুমি উপযাচিকা অভিমানকে ম্রিয়মাণ করিয়া তোমার সেই প্রাণবল্লভ নিকটে গমন কর। এই দৈববাণীর ন্যায় অন্তরীক্ষ বাণী শুনিয়া রাজকন্যার মন ঐ রাজপুত্রের নিকট গমন অগমন পক্ষে আন্দোলিত হইতে লাগিল। তদুপরি শতপুর বেষ্টন ছিন্নকারি মহাবলি বিরহ, ঐ অবলার ধৈর্য্য সহ্যবল সম্বল হরণ করিলে, তখন সেই উপায়হীনা নবীনা দৈব নির্ভর করিয়া রাজকন্যা গমন শয্যায় সুসজ্জিত হইয়া, আপন অন্তঃপুরস্থ জল সন্নিধানে, সেই ধরাধরনাথের নাম স্মরণ পূর্ব্বক জলমগ্ন মাত্রেই, নিমেষার্দ্ধ মধ্যে রত্নেশ্বর শিবমন্দিরে উপস্থান হইয়া ভূমিলুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রণাম পুরঃসর গদগদচিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে রত্নেশ্বর! হে পরমেশ্বর! হে কাশীশ্বর! হে বিশ্বেশ্বর! আমার এই নশ্বর মনের পঞ্চশর বিনাশ কর, হে গৌরীপতি! হে পার্ব্বতীপতি! হে পশুপতি! হে প্রমথগণপতি! আমার এই ক্ষুদ্রমতির প্রতি অবগতি করত পতিদানে গতি প্রদান কর। হে উমানাথ! হে বিশ্বনাথ! হে ভূতনাথ! হে অনাথনাথ! এই অনাথিনীকে সনাথ দানে সনাথিনী কর। এতদ্রূপ অনেক স্তুতিনুতি করিতে করিতে যখন আর বাক্যস্ফূর্ত্তি না পাইয়া আধ আধ বাক্য নিঃসৃত হইয়া লালায়িত হইলেন, তখন ঐ শিবক্রোড়স্থা,

শিবসোহাগিনী, শিবমনোমোহিনী কালিকা, গিরিবালিকা ঐ রাজবালিকা প্রতি অনুকম্পা হইয়া, অদেয় কণ্ঠমালিকা স্খলিতছলে প্রদেয়া হইলে, ঐ ভবরাণীর মনের ভাব বুঝিয়া, আপন পতিলাভ জ্ঞানে অতি আনন্দিনী রাজনন্দিনী শিব চরণে প্রণাম করণকালে আহ্লাদে মন এরূপ স্ফীত হইতে লাগিল, যেন ঐ মন আর রাজকুমারীর শরীর মধ্যে ধরে না, বিশেষতঃ মনে যেন প্রত্যক্ষ হইয়া রাজকুমারীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ঐ রাজকুমারের নিকট আহ্বানে করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিচ্ছেদ বিরহ যাবৎ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইল যখন, তখন সেই চন্দ্রনিভাননা, দ্বিরদগমনা, চমকে থমকে, রণক ঝমকে, বরের সম্মুখে উপস্থান হইয়া পতিভাবে সতী, অতি যত্ন পূর্ব্বক রত্ন জড়িত বরমাল্য যোগ্য পুষ্পমাল্য সেই সুকুমার রাজকুমার মণিময়ের গলে প্রদান করিলেন যখন, তখন ঐ মণিময়ের মন কেমন হইয়াছিল বিবেচনা করুন্।

হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! যেমন উত্তাপিত করিবর অগাধ জলমধ্যে নলিনীদল দর্শনে হর্ষ হইয়া নিজ করবিস্তরে আনীত করত বক্ষে রক্ষা করিয়া দলিত করেন, তেম্নি ঐ চিরবিরহিত যুবরাজ, ঐ অচিন্তনীয়া রাজকুমারীকে বাহুলতা বন্ধনে হৃদয়স্থা করিয়া যাদৃশ নিশানাথ চকোরিণীগণকে সুধাদানে সন্তোষিণী করেন, তেম্নি ঐ যুবরাজ যুবতী দ্বিগুণচন্দ্রাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক বারম্বার শত শত মুখচুম্বন করত, বরমাল্য গ্রহণ করিলেন, ইতি।

সম্পূর্ণ।

মুখবন্ধ।

এতদ্গ্রন্থ সঙ্কলন করণ তাৎপর্য্য এই যে, সংগ্রহকারী অতি নির্ম্মল প্রধান কায়স্থকুলোদ্ভব, কিন্তু ঘৃনিত বাল্যকালাবধি অতি প্রধান আন্দুল রাজধানীর ভদ্রাভদ্র সদসৎ বিবেচনা করণ কারণ প্রধান কার্য্যাভিষিক্ত থাকিয়া, জীবনের অবশিষ্টাংশ সত্ত্বে অবসর প্রাপ্তে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণে শূন্যময় ও অন্ধকার দর্শন করিলেন যে, যেহেতুক, বয়স্য বা সঙ্গিগণ মধ্যে কেহই নাই, প্রায় তৎ সকলেই লোকান্তর্গত হইয়াছেন, তখন আর কি করেন নূতন জনগণ সহ আলপনে উভয় পক্ষেই বিলাপোস্থিত হইতে লাগিল যখন, তখন অতি কাতরে নিজ নয়ননীরে সেই আজন্ম সেবিতা লেখনীর শ্রীচরণ ধৌত করণ পূর্ব্বক ধারণ করিয়া মনোমসী যোগে হৃদয়রূপক্ষেত্রে সঞ্চালিত করিয়া ভাবরূপ বীজ বপনে অতি প্রযত্নে যত্নবারি সিঞ্চন করণে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, ও পল্লবিত, তথা মুকুলিত হইয়া এতৎ ফলোত্থিত হইয়াছে, তদাস্বাদনার্থে সদাশয় মহাশয় জনগণ সমর্য্যাদে এতৎ পুস্তক রূপ ক্ষুদ্র পাত্র পরিপূরিত করিয়া প্রস্থাপিত হইল, দয়া বিস্তারে গ্রহণ করত, যথারুচি ইতি।

শ্রীশ্রীশোজয়তি।

মহানির্ব্বাণীয় মহর্ষি কামোল্লাস কথিত

কালোপাখ্যান

নামক

গ্রন্থ

প্রায় সংস্কৃতানুযায়ি ভাষায় সঙ্কলন কর্ত্তা

শ্রীমদোলোকচন্দ্র চতুর্ধুরি মহাশয়।

প্রকাশক শ্রীপরাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শকাব্দাঃ ১৭৮৭।

মঙ্গলাচরণ

নত্বা গণপতিং ভানুং শ্রীপতিং ত্রিপুরান্তকং।
যন্মায়ামোহিতাঃ সর্ব্বে গিরিজাং তাং নমাম্যহং॥

বিঘ্নরাজ সর্ব্ব বিঘ্ন হরণ কারণ, অদ্বিতীয় দিবাকর অমৃত কিরণ।
যোগের অগম্য যোগী দেব দিগম্বর, অচ্যুত আত্মায় দেখ অচ্যুত অম্বর।
যে মায়ায় এই চারি নিত্য অভিভুত, এ সর্ব্বে প্রণতি মম করি এই স্তুত।

কলিকাতা

বাঙ্গাল সুপিরিয়র যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭২।